পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বাংলাদেশের বস্ত্রখাতের জন্য ব্যাপকাকারে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ

সূচিপত্র

1. Introduction 7
1.1 Background 7
1.2 Overview of project 7
1.3 Implementation arrangements 8
2. Laws and policies 10
2.1 Review of legislative framework of Bangladesh 10
A. The Environment Conservation Act (ECA) 1995 10
B. The Environment Conservation Rules (ECR) 1997 10
C. The Bangladesh Environment Conservation (Amendment) Act, 2010 11
D. Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) 2009 11
E. The Climate Change Trust Fund Act 2010 12
F. National Energy Policy 1995 12
G. (Intended) Nationally Determined Contributions (INDC) 2015 12
H. The Building Construction Act 1952 13
I. Building Construction Rules, 2008 13
J. Bangladesh National Building Code (BNBC) 2014 13
K. The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 13
L. Bangladesh Factories Act 1965 14
M. Bangladesh Labor Act 2006: (Amendment 2013, 2015) 14
N. The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (the Accord): 15
O. Review of social policy and regulatory framework in Bangladesh 15
2.2 Review of IDCOL Social and Environmental Standards 16
2.3 Review of GCF Environment and Social Safeguards 19
2.4 Procedures for Classification of the Environmental Risk Category of the Project 22
2.5 Consultation summary 24
3. Environmental and Social Management Framework 25
3.1 Overarching policy of ESMF 25
3.2 Objectives of the ESMF 25
3.3 General management structure and responsibilities 25

3.4 Anticipated environmental and social impacts (positive and negative) and mitigation measures 26

3.5 Mitigation measures against IFC Performance Standards and EHS Guidelines 27

3.5 Institutional Requirements for ESMF – Stakeholder roles and responsibilities 34

3.6 Key Risks associated with Social and Environmental aspects, identified at Programme Preparation Stage 36

ANNEX 1: SAMPLE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN 39

ANNEX 2: SAMPLE TERMS OF REFERENCE (TOR) FOR CONDUCTING ESIA 45

ANNEX 3: BEST PRACTICES CHECKLIST 48

ANNEX 4: ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CHECKLIST FOR ENERGY EFFICIENCY 51

ANNEX 5: PRELIMINARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARD SCREENING FORMAT FOR ENERGY EFFICIENT EQUIPMENT AND TECHNOLOGY 53

ANNEX 6: SAMPLE EHS COMPLIANCE REPORT FORMAT 56

ANNEX 7: LIST OF LEGAL DOCUMENTS REQUIRED 61

ANNEX 8: LIST OF REFERENCES 62

চিত্র ও ছক-তালিকা

Figure 1: Overview of budget details 8
Figure 2: Contractual structure 9
Figure 3: The Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF) of IDCOL 18
Table 1: Applicability of IFC Performance Standards 21
Table 2: Summary of WBG/IFC General EHS Guidelines 32
Table 3: Sample ESMP for the project 39
Table 4: Presentation of activity wise good practices 48
Table 5: E&S Safeguard Screening Format 53

আদ্যক্ষরা শব্দ-তালিকা

এডিবি	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
এই (AE)	অ্যাক্রেডিটেড এনটিটি বা অনুমোদিত সংস্থা
বিএইউ	বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল বা গতানুগতিক
বিসিসিআরএফ	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক তহবিল
বিসিসিএসএপি	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা
বিসিসিটিএফ	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল
বিটিএমএ	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন
সিও২	কার্বন ডাই-অক্সাইড
ডিএই	ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস এনটিটি বা গতিবিধি-অবারিত-এমন সংস্থা
ডিজি	মহাপরিচালক
ডিওই	পরিবেশ অধিদপ্তর
ই অ্যান্ড এস	পরিবেশগত ও সামাজিক
ইসিএ	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন
ইসিএ	পরিবেশ আদালত আইন
ইসিসি	পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ
ইসিআর	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা
ইডিডি	পরিবেশগত সার্বিক পদ্ধতিগত তদন্ত
ইই	বৈদ্যুতিক দক্ষতা
ইএইচএস	পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা
ইএসআইএ	পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
ইএসএমএফ	পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো
ইএসএস	পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা
ইএসএসএফ	পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো
ইটিপি	তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার
জিসিএফ	সবুজ জলবায়ু তহবিল

জিএইচজি	গ্রিনহাউস গ্যাস
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
জিআরসি	অভিযোগ নিরসন কমিটি
আইডিসিওএল	ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
আইই	ইমপ্লিমেন্টিং এনটিটি বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা
আইইইএফ	ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড এনার্জি এফিসিয়েন্সি ফাইন্যান্স বা শিল্প ও জ্বালানি দক্ষতায় অর্থায়ন
আইএফসি	ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন
আইএনডিসি	ইনটেন্ডেড ন্যাশনালি ডিটারমিনড কন্ট্রিবিউশন বা জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত কাঙ্ক্ষিত অবদান
এনএপিএ	ন্যাশনাল অ্যাডাপট্যাশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন বা জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি
পিএস	পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড বা কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড
পিইউসি	পলিউশন আন্ডার কন্ট্রোল বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়পত্র
এসপিভি	স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যানবাহন
ইউএনডিপি	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
ইউএসডি	মার্কিন ডলার
ভিইসি	ভ্যালুড এনভাইরনমেন্ট কম্পোনেন্ট বা মূল্যবান পরিবেশগত উপাদান
ডব্লিউবি	বিশ্ব ব্যাংক

1. ভূমিকা

1.1 পটভূমি

এই দলিল হলো অর্থায়নের জন্য সবুজ জলবায়ু তহবিল বরাবর জমা দেওয়া 'বাংলাদেশের বস্ত্রখাতের জন্য ব্যাপকাকারে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' প্রকল্পের একটি খসড়া পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ)। বাংলাদেশের বস্ত্রখাতে জ্বালানি দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্পটি প্রতি বছর 0.32 tCO2e জিএইচজি নিঃসরণ পরিহার করতে সক্ষম করবে, আর এভাবে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে অবদান রাখবে। প্রকল্পটির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে অর্থায়ন প্রস্তাবনা ও সেটির পরিশিষ্টাবলী দেখুন।

ইএসএমএফ আদতে পানি ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলার মতো জরুরি বিষয়গুলোর সমাধান খুঁজতে চায়। এমনসব অগ্রাধিকারমূলক বিষয় বাস্তুতন্ত্রের সম্ভাব্য অবক্ষয়ের অনুষঙ্গী যাকে যথাযথভাবে মোকাবেলা না করা হলে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, টেকসই উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে মানব ও শ্রম অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, বৈচিত্র্য ও স্থানীয় সংস্কৃতির স্বীকৃতি এবং দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্য হ্রাস। টেকসই উন্নয়ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন জোরদার করতেও ভূমিকা রাখে।

1.2 প্রকল্পের রূপরেখা

প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি দুটি উপাদানের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে:

উপাদান ১: বাস্তবায়ন ব্যয় ও প্রযুক্তিগত সহায়তা কার্যক্রম।

উপাদান ১ এর ক্ষেত্রে, সুবিধাজনক ঋণ বাস্তবায়নে সহায়তা করতে এবং ঋণগ্রহীতা, জ্বালানি পরিষেবা ও প্রযুক্তি সরবরাহকারী, এবং এলএফআইগুলোর ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান ও অ-আর্থিক কর্মকৌশল বিকশিত করার উদ্দেশ্যে জিসিএফের অনুদান থেকে তৃতীয় পক্ষীয় দক্ষতার উপর অর্থায়ন করবে। এসব রিসোর্স একটি সুদৃঢ় ও দক্ষ কর্মসূচির গ্যারান্টি দিতে সহায়তা করবে, পাশাপাশি স্থানীয় সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়টিও নিশ্চিত করবে যাতে দাতার সহায়তা শেষ হওয়ার পরও কোনো স্থায়ী কর্মকৌশল বিদ্যমান থাকে। তথ্যগত বৈসাদৃশ্য মোচন, প্রকল্পের নির্ভরযোগ্য পুনর্গঠন, প্রচার ও সক্ষমতাবৃদ্ধি কার্যক্রম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ছোটখাটো ব্যয়ও জন্য সম্পদ বরাদ্দও এই উপাদানের আওতায় বিবেচ্য। বস্ত্রখাতের ঋণগ্রহীতাদের সাথে সমন্বয় করে আইডিসিওএল নির্বাহী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

উপাদান ২: বস্ত্রখাতের জন্য বিশেষ হারে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী প্রযুক্তি ঋণ।

এই উপাদানের আওতায়, আইডিসিওএল সরাসরি বস্ত্রখাতের ঋণগ্রহীতাদেরকে বিশেষ হারে মেয়াদী ঋণ প্রদান করবে, আর ঋণগ্রহীতারা জ্বালানি-দক্ষ সরঞ্জামাদি ব্যবহারের দিকে প্রাপ্ত তহবিল কাজে লাগাবে। বিদ্যুৎসাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম ক্রয়বাবদ খরচই এই ঋণের প্রধান বিষয় হবে, যা ঋণগ্রহীতারা তাদের কারখানা, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অবকাঠামো পরিবর্ধন এবং/অথবা সম্প্রসারণ করতে ব্যবহার করবে। বিদ্যুৎসাশ্রয়ী প্রযুক্তি স্থাপন ও চালনার আনুষঙ্গিক ব্যয় যেমন পরিবহন, জোড়া লাগানো ও স্থাপন, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, শুল্ক, বিমা ও সহায়ক সরঞ্জাম, সংযোগ ও সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই উপাদানের আওতায় প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে ঋণের দরখাস্ত মূল্যায়ন/সার্বিক পদ্ধতিগত তদন্ত এবং প্রকল্পের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। কোম্পানির জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড, প্রকল্প/ঋণের ন্যূনতম ব্যাপ্তি, পূর্বনির্ধারিত মান ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে যোগ্য বিদ্যুৎসাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের তালিকা প্রভৃতি এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ, সরল ও শক্তিশালী মূল্যায়ন মানদণ্ডের প্রতিষ্ঠাকে সহজতর করবে।

অর্থায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন জিএইচজি নির্গমন হ্রাস করতে ভূমিকা রাখবে, যা দেশের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। কর্মসূচির কর্মকাণ্ডের মধ্যে অর্থায়ন এবং অ-অর্থায়ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার অভীষ্ট হলো ইমপ্লিমেন্টিং এনটিটি বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা (আইই) ও বস্ত্র-কারখানা-মালিক কর্তৃক স্থানীয় কারিগরি সক্ষমতা ও বৈদ্যুতিক দক্ষতায় (ইই) বিনিয়োগের ব্যাপারে জ্ঞানের উন্নতিসাধন করা।

এই কর্মসূচি এমন যৌথ তহবিল গঠনের স্বপ্ন দেখে যেখানে সিনিয়র লোন হিসাবে জিসিএফ তহবিলের ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, আইডিসিওএল থেকে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বেসরকারি ঋণগ্রহীতাদের ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইকুয়িটি বিনিয়োগ থাকবে।

চিত্র *1*: বাজেট বিবরণের রূপরেখা

প্রকল্পের সময়কাল: ক) অর্থপ্রদানের সময়কাল: ০৫ বছর খ) ঋণ পরিশোধের সময়কাল, প্রযোজ্য হলে: আইডিসিওএল কর্তৃক জিসিএফ-কে: ২০ বছর (০৫ বছরের গ্রেস পিরিয়ড সহ, ০৬-২০ সাল থেকে) আইই কর্তৃক আইডিসিওএল-কে: একক ঋণের জন্য সর্বাধিক ১০ বছর (সর্বাধিক ২ বছরের গ্রেস পিরিয়ড সহ)	পরিমাণ: জিসিএফ ঋণ: ১০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জিসিএফয়ের কাছ থেকে কারিগরি সহায়তা (অনুদান): ২.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহ-অর্থায়ন: ৪০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

৩০টি বস্ত্রকারখানার জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ সহজতর ও বিস্তৃত করার মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রতি বছর 0.32 tCO2eq ও ১৫ বছরে 4.89 MtCO2 জিএইচজি নির্গমন হ্রাস করাতে সক্ষম হতে পারে। বাছাইকৃত বস্ত্রকারখানায় জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিগত কর্মোদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

1.3 বাস্তবায়নের বন্দোবস্ত

আইডিসিওএল ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস এনটিটি বা গতিবিধি-অবারিত-এমন সংস্থা (ডিএই) হিসাবে সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) থেকে সুবিধাজনক ঋণের বন্দোবস্ত করবে, যাতে জ্বালানি-দক্ষ-সরঞ্জামাদি গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের বস্ত্র ব্যবসায় অর্থায়ন ঘটে। এক্ষেত্রে আইডিসিওএল হলো ঋণগ্রহীতা ও এক্সেকিউটিং এনটিটি বা নির্বাহী সংস্থা (ইই), আর বস্ত্র মালিকরা হলো ইমপ্লিমেন্টিং এনটিটি বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা (আইই)। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড এনার্জি এফিসিয়েন্সি ফাইন্যান্স বা শিল্প ও জ্বালানি দক্ষতায় অর্থায়ন (আইইইএফ) ইউনিট চূড়ান্ত সুবিধাভোগী, বস্ত্র ঋণগ্রহীতাদের কাছে ঋণ প্রবাহিত করবে। আইডিসিওএলের এই ইউনিট ঋণগ্রহীতাদের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ করবে। অ্যাক্রেডিটেড এনটিটি বা অনুমোদিত সংস্থা (এই) ও নির্বাহী সংস্থা বা এক্সিকিউটিং এনটিটি (ইই) হিসাবে আইডিসিওএলয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা থাকবে। বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বন্দোবস্তটি নিম্নরূপ:

চিত্র *2*: চুক্তি কাঠামো

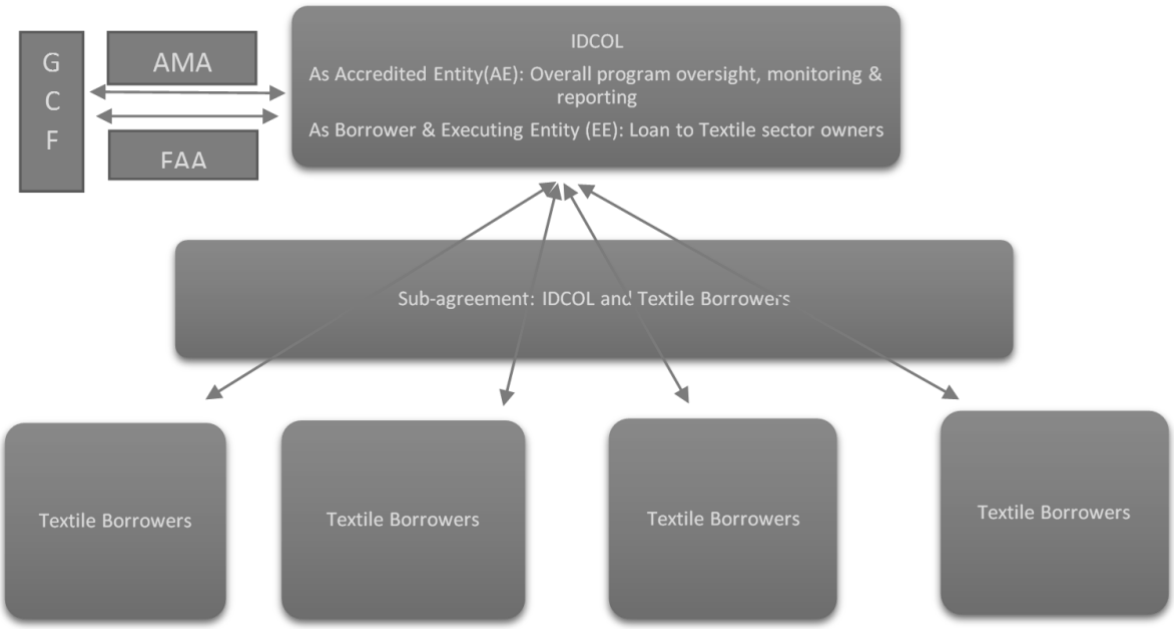
G
C
F
AMA
FAA
IDCOL
As Accredited Entity(AE): Overall program oversight, monitoring & reporting
As Borrower & Executing Entity (EE): Loan to Textile sector owners
Sub-agreement: IDCOL and Textile Borrowers
Textile Borrowers
Textile Borrowers
Textile Borrowers
Textile Borrowers

2. আইন ও নীতিমালা

2.1 বাংলাদেশের আইনি কাঠামোর পর্যালোচনা

2.1.1 পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

বর্তমানে বাংলাদেশ পরিবেশ আইন ও তার বাস্তবায়নের উপর জোর দিচ্ছে যাতে এই খাতটিকে আরো প্রতিযোগিতামূলক ও দক্ষ করে তোলা যায়। যদিও কোনো নির্দিষ্ট আইনের দ্বারা বস্ত্রখাত পরিচালিত হয় না, তবে ১৯৯৫ সালে প্রণীত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ) ও ১৯৯৭ সালে প্রণীত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার (ইসিআর) আওতায় এই খাত সংশ্লিষ্ট সব পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াবলী বিবেচিত হয়। এই দুটি আইনকে বাংলাদেশের পরিবেশ আইনের প্রাণ বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের সব শিল্পখাতের পরিবেশ বিষয়ক ইস্যুগুলো সাধারণত এই দুটি আইনের আওতায় পড়ে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে এসব দিকনির্দেশনার পাশাপাশি এই দুটি আইন পরিবেশ আদালত আইনের আওতায় বেশি কার্যকর। কারখানার বর্জ্য ও আবর্জনার ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশনের ব্যাপারে দেশের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।[1] তাছাড়া এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে খুব শীঘ্রই বিশুদ্ধ বায়ু আইন প্রণীত হতে যাচ্ছে। ২০১০ সালের পরিবেশ আদালত আইনের (ইসিএ) আওতায় বাংলাদেশে বিশেষায়িত পরিবেশ আদালতও রয়েছে। এই আইনের আওতায় কেবল পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে নির্ধারিত অন্য কোনো আইন কার্যকর হয়[2]।

A. <u>পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ) ১৯৯৫</u>

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ) ১৯৯৫ হলো বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রধান আইনি দলিল। ব্যাপকভিত্তিক এই আইনে একাধারে পরিবেশ সংরক্ষণের বিধান যেমন আছে, তেমনি রয়েছে পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের বিষয়ও। এই আইন পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার ন্যায্যতা প্রদান করে এবং এর মহাপরিচালককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেয়। মহাপরিচালক (পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান) যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে তদন্ত, পরিবেশ সংক্রান্ত সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, সরকারকে পরামর্শ দান, অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা অ্যাজেন্সির সঙ্গে সমন্বয়সাধন, ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ। এই আইন (ধারা ১২) অনুসারে, মহাপরিচালকের নিকট হতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি) ব্যতিরেকে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। ২৮. এই আইন ২০০৬ সালে সংশোধন করা হয় (এসআরও নং-১৭৫-অ্যাক্ট/২০০৬, তারিখ ২৯ আগস্ট ২০০৬) এবং এতে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ব্যবহৃত/অকেজো ব্যাটারি সঠিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও রিসাইকেলকরণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সংশোধনী অনুসারে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়া ব্যাটারি রিসাইকেলকরণ অনুমোদিত নয়। এতে ব্যবহৃত ব্যাটারি বা ব্যবহৃত ব্যাটারির কোন অংশ খোলা জায়গা, জলাশয়, আবর্জনা বাক্সে ফেলা নিষিদ্ধ করা হয়। সকল পরিত্যক্ত ব্যাটারি যত দ্রুত সম্ভব পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাটারি রিসাইকেলিং কারখানায় পাঠানোর আবশ্যকতা আরোপ করা হয়, সেই সাথে ব্যবহৃত/পরিত্যক্ত ব্যাটারির জন্য যে কোন আর্থিক লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়। তবে, এই আইন ২০০৮ সালে আবারও একই ইস্যুকে সামনে রেখে সংশোধন করা হয় (এসআরও নং-২৯-অ্যাক্ট/২০০৮, তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮) যাতে পারস্পরিক মতৈক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত খরচের আর্থিক লেনদেন অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন ২০০৩-এ বলা হয়েছে যে পরিবেশ আদালত পরিবেশ-সংক্রান্ত মামলার পাশাপাশি সাধারণ মামলা-মোকদ্দমাও নিষ্পত্তি করতে পারবে এবং বাংলাদেশের সাধারণ দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা ও কার্যাদি প্রয়োগ করতে পারবে।

B. <u>পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর) ১৯৯৭</u>

---

[1] (২০১৯)। যেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে:
https://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/publications/2398e6c5_c300_472d_9a0c_0385522748f3/Bangladesh%20Standards%20and%20Guideline%20for%20sludge%20managhttps://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/publications/2398e6c5_c300_472d_9a0c_0385522748f3/Bangladesh%20Standards%20and%20Guideline%20for%20sludge%20management-%20September%202016.pdfement-%20September%202016.pdf

[2] পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, ধারা ২গ

'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫' বাস্তবায়নের জন্য সরকার 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭' প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তা বিধিমালায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭-এর আওতায় পরিবেশের উপর প্রভাব তৈরি করে এমন যে কোনো প্রকল্প বা শিল্পকে অবশ্যই পরিবেশ ছাড়পত্র (ইসিসি) নিতে হবে[3] বিধি ৭/১, এবং যে প্রকার প্রভাব তৈরি করে সে অনুযায়ী শিল্প/প্রকল্প চারটি দলে ভাগ করা হয়:

a. সবুজ
b. কমলা-ক
c. কমলা-খ
d. লাল

ইসিএ ১৯৯৫,[4], ধারা ১২-এর উপর মনোযোগ রেখে, বিধি ৭ ও এর সমস্ত আবশ্যিক উপবিধি অনুসরণ করে, যে কোনো প্রকল্প বা শিল্প ইসিসি পেতে পারে। পলিউশন আন্ডার কন্ট্রোল বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়পত্র (পিইউসি) ইস্যুর নিয়মাবল বিধি ৭ক-এ বর্ণনা করা হয়েছে। ক্যাটালিটিক কনভার্টার ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার আমদানির উপর সহ অন্যান্য বিধিনিষেধ বিধি ৭খ-তে উল্লেখ করা হয়েছে। কারখানাগুলো অবশ্যই বিধি ৮-এর আওতায় তাদের বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণের ব্যাপারে ইসিসি ছাড়পত্রের মেয়াদ যাচাই করবে। সেই চার শ্রেণীভূক্ত যেকোনো শিল্প কারখানা কিংবা প্রকল্পের বিধি ১৩ অনুসরণ করা আবশ্যক। ইসিসি ছাড়পত্র নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এর মেয়াদ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকে। ইসিসি নেওয়ার ও নবায়নের ফি সংক্রান্ত বিবরণ জানা যাবে বিধি ১৪-তে। ইসিএ ১৯৯৫ অনুসারে, কোনো বিধান লঙ্ঘন বা কোনো দিকনির্দেশনা অমান্য করা হলে, বা উল্লেখিত কোনো কাজের জন্য, সেসবের বিপরীতে যে জরিমানার উল্লেখ রয়েছে তা আরোপ করা যেতে পারে।

ইসিআর ১৯৯৭-এর আওতায় বিভিন্ন ও দাবির জন্য চারটি ভিন্ন ভিন্ন ফরম দেওয়া হয়, এগুলো হলো ১ থেকে ৪ নম্বর ফরম। প্রতিকারের আবেদন ও সেটার যথাযথ প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে, নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেয়া বিজ্ঞপ্তি, ইসিসি ও পিইউসি ছাড়পত্রের জন্য আবেদন এই চারটি বিষয়ের জন্য বর্তমানে চারটি ফরম ব্যবহার করা হয়।

ইসিআর ১৯৯৭-এর অধীনে মান বজায় রাখার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও ফি-এর জন্য ১৪ টি তফসিল দেওয়া হয়েছে। তফসিল ১ থেকে ১৪ এর মধ্যে যে যে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে তা হলো: অবস্থান ও পরিবেশের উপর প্রভাবের আলোকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ, বায়ু, পানি, শব্দ, মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দ, মোটরযানজনিত নিঃসরণ, যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ, ঘ্রাণ, পয়ঃনির্গমন, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমন, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নির্গমন, শিল্পশ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমন প্রভৃতির মানমাত্রা, পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরলবর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি।

C. <u>বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন, ২০১০</u>

আইনের এই সংশোধনী যেসব ক্ষেত্রে নতুন কয়েকটি বিধিনিষেধ যুক্ত করেছে সেগুলো হলো:
ক) পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি রোধে বিপজ্জনক বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
খ) সরকারের অনুমতি ব্যাতীত কোন জলাশয় ভরাট বা পরিবর্তন করা যাবে না, যদি জাতীয় স্বার্থে তা করার প্রয়োজন হয়, তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে করা যেতে পারে; এবং
গ) কোনো প্রকল্প/কারখানা, যেখান থেকে বর্জ্য নির্গমন হয়, তার কর্তৃপক্ষ নির্গমনের বিদ্যমান মাত্রা যাতে অতিক্রম না করে যায় সেজন্য পরিবেশ দূষণমূলক নির্গমন নিয়ন্ত্রণে বাধ্য থাকবে।

D. <u>বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯</u>

3 পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭
4 পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) হলো ন্যাশনাল অ্যাডাপট্যাশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন বা জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি (২০০৫ ও ২০০৯)-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা একটি জ্ঞানভিত্তিক কৌশল। এতে ছয়টি কৌশলগত ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদে যে ৪৪টি কর্মসূচি গ্রহণ করবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ছয়টি ক্ষেত্র হলো:

- খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য
- সামগ্রিক দুর্যোগ মোকাবিলা
- অবকাঠামো
- গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা
- প্রশমন ও কার্বন নিঃসরন কম রেখে উন্নয়ন
- সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ

এই সমস্ত কৌশলগত ক্ষেত্র জুড়ে একটি সাধারণ বিষয় হলো দরিদ্র ও নাজুক নারী ও শিশুদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। সমস্ত কর্মসূচী সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর সাথে তাল মিলিয়ে এগুবে বলে আশা করা হচ্ছে।

E. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল আইন ২০১০

এই আইন এমন সময় পাস করা হয় যখন সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে দেশীয় সাড়ার ত্বড়িৎ সূচনা করে। সেই সব অভিযোজন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করা হয়েছিল বিসিসিএসএপি-র মাধ্যমে। তাই এই আইন বিসিসিএসএপি-র সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। এতে বলা হয় যে ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে তিন বছরের জন্য প্রতি বছর ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হবে। এতে বলা হয়েছে, বাজেটের ৬৬% ব্যয় হবে বিসিসিএসএপি-তে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে। বাকি ৩৪% জরুরি পরিস্থিতির জন্য সঞ্চিত তহবিল হিসাবে জমা রাখা হবে। জমা করা আমানতের উপর অর্জিত সুদ প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় করা হবে। বিসিসিটিএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিল সরকারি খাত ও বেসরকারি প্রকল্পের অর্থায়নে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রদত্ত আর্থিক বছরের মধ্যে পুরো অনুদানের অর্থ ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা নাই।

F. জাতীয় জ্বালানি নীতি ১৯৯৫

জাতীয় জ্বালানি নীতির (১৯৯৫) অভীষ্ট হলো জ্বালানির উৎসসমূহের বিকাশ ঘটিয়ে এবং জ্বালানিখাতের পরিচালনায় সরকারি ও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটানো। এই নীতি জ্বালানি খাতের কর্মনৈপুণ্যে উন্নতি ঘটানোর সার্বিক কাঠামো ঠিক করে। এই নীতির লক্ষ্যমালার মধ্যে রয়েছে: টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য জ্বালানি সরবরাহ করা, সমস্ত দেশীয় জ্বালানি উৎসের (তেল ও গ্যাস, কয়লা, জলবিদ্যুৎ) সর্বোচ্চ বিকাশ নিশ্চিত করা, জ্বালানি ইউটিলিটিগুলোর টেকসই পরিচালনা নিশ্চিত করা, পুরো জ্বালানি উৎসগুলোর যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, পরিবেশগতভাবে নিরাপদ জ্বালানি উন্নয়ন কর্মসূচি নিশ্চিত করা, জ্বালানি খাতের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, ২০২০ সাল নাগাদ পুরো দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা, জনগণের কাছে যুক্তিসঙ্গত ও সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানির নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাণিজ্যিক জ্বালানির যৌক্তিক আদান-প্রদানের জন্য আঞ্চলিক জ্বালানি মার্কেটের বিকাশ ঘটানো।

G. (ইনটেন্ডেড) ন্যাশনালি ডিটারমিনড কন্ট্রিবিউশন বা জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত (কাঙ্ক্ষিত) অবদান (এইএনডিসি) ২০১৫

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অবদানের ক্ষেত্রে আইএনডিসি বেশ কয়েকটি প্রশমন কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করেছে যা দেশের জিএইচজি নির্গমনকে সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করবে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশমন উপাদানসমূহ রয়েছে:

- বিদ্যমান সম্পদের উপর ভিত্তি করে, ২০৩০ সালের মধ্যে শক্তি, পরিবহন ও শিল্পখাতে জিএইচজি নির্গমনের পরিমাণ বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল বা গতানুগতিক (বিএইউ) স্তর থেকে ৫ শতাংশ কমিয়ে আনার শর্তহীন অবদান রাখা।
- অর্থসংস্থান, বিনিয়োগ, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হস্তান্তর, ও সক্ষমতা বৃদ্ধির আকারে যথাযথ আন্তর্জাতিক সহায়তা সাপেক্ষে, ২০৩০ সালের মধ্যে শক্তি, পরিবহন ও শিল্পখাতে জিএইচজি নির্গমনের পরিমাণ বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল বা গতানুগতিক (বিএইউ) স্তর থেকে ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনার শর্তযুক্ত অবদান রাখা।

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ও খাতে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ সম্প্রতি দুটি উদ্ভাবনী তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছে: বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ), যা সরকারের নিজস্ব বাজেটে তৈরি, এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিসাইলেন্ট ফান্ড বা বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক তহবিল (বিসিসিআরএফ), যা উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় তৈরি। বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ন্যাশনাল অ্যাডাপট্যাশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন বা জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি (এনএপিএ) জমা দেয় (২০০৯ সালে সংশোধন করে) এবং একটি জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা (২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা) প্রস্তুত করে। এতে বাংলাদেশ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মাস্টারপ্ল্যান ২০৩০-এর আলোকে প্রধান প্রধান শিল্পখাতে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক পদক্ষেপগুলোকে প্রণোদিত করতে জ্বালানি নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রশমন পদক্ষেপের রূপরেখা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং শিল্পখাতে জ্বালানি ব্যবহারের গতানুগতিক স্তর থেকে ১০% জ্বালানি ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে[5]।

প্রকল্পটি আইএনডিসি বাংলাদেশ ২০১৫ ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯ অনুসারে কাজ করে এদের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলোকে এগিয়ে নেয়।

H. ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২

এই আইন শহরাঞ্চলে ইমারত নির্মাণে সেটব্যাক ও উঁচু দালান তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে বিধিনিষেধ প্রদান করে। এই আইনে ইমারত নির্মাণ ও টাংকি খননের উপর বিধিনিষেধও দেওয়া রয়েছে যা বাংলাদেশের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণে সরকারকে (ধারা ১৬) কোনো উপযুক্ত বিধিমালা তৈরি করতে সক্ষম করে তোলে।

I. ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮

এই বিধিমালা ১৯৮৪ সালের ইমারত নির্মাণ বিধিমালাকে রহিত করে। এই বিধিমালা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াটি প্লটভিত্তিক ও কেইসভিত্তিক করতে চায়। এই বিধিমালা সেটব্যাক, কোনো জায়গায় নির্মিত ইমারতের অনুপাত, গ্যারেজ নির্মাণ, প্লটে যাওয়ার উপায়, লিফট থাকার সুযোগ, প্লটে ভূমির ব্যবহার ও ভবনের উচ্চতা ইত্যাদির উপর শর্তারোপ করে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় ইমারতের উচ্চতা সীমাবদ্ধকরণ কোনো জায়গার জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণে ও নগরের বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে। ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ ঢাকা মহানগর অঞ্চলের জন্য ১৯৯৬ সালে তৈরি পূর্ববর্তী বিধিমালাকে রহিত করে এবং রাজউককে নিম্নলিখিত উপায়ে আরো কর্তৃত্ব প্রদান করে: ক) নগরের উন্নয়ন তদারকির আরো সুস্পষ্ট দায়িত্ব অর্পণ; খ) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মাঝে দায়িত্ব বন্টন; গ) ইমারত নকশাকার, কাঠামোগত প্রকৌশলী, জায়গা-তত্ত্বাবধায়কের দায়দায়িত্ব ও দায়িত্বের অবহেলায় তাদের জরিমানার ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়।

J. বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বা বাংলাদেশ জাতীয় ইমারতবিধি (বিএনবিসি) ২০১৪

বিএনবিসি কোড নামে সমধিক পরিচিত বাংলাদেশ জাতীয় ইমারতবিধিটি নিরাপদ বাড়ি ও ভবন নির্মাণ বিষয়ে বাংলাদেশে চূড়ান্ত কোড। ভূমিকম্প ও বিভিন্ন ইমারত নির্মাণ ব্যবস্থার বায়ু প্রভাব এই কোডটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, এই কোডটি অনেকাংশে এসিআই কোডের মতো, যা বিশ্বের অন্যতম সবচেয়ে চর্চিত ইমারত নিমার্ণ কোড হিসাবে স্বীকৃত। তবে কিছু পার্থক্যের জায়গা রয়েছে, যেমন এতে বাংলাদেশের জৈবিক, পরিবেশগত ও ভূতাত্ত্বিক উপাদান বিবেচনায় নিয়ে সংশোধন করা হয়েছে। অধিকন্তু, এই কোড তৈরি করার সময় আর্থ-সামাজিক উপাদানও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

K. স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ সালে কার্যকর হয়। অধিগ্রহণ, পুনর্বসতি ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত বর্তমানের সমস্ত সক্রিয়তার প্রধান ভিত্তি এই আইন। আইনটির প্রাসঙ্গিক ও প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিবেচিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত: ক) সম্পত্তির বাজার মূল্য; খ) অধিগ্রহণের কারণে দণ্ডায়মান ফসল বা গাছের ক্ষতি; গ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতি গ্রহণের প্রকৃত সময়ে অন্য সম্পত্তি থেকে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করার কারণে সৃষ্ট ক্ষতি; ঘ) অন্যান্য সম্পত্তি বা উপার্জনের উপর ক্ষতি; ঙ) আবাস স্থানান্তরের জন্য ব্যয়; ও চ) অধিগ্রহণের নোটিশ প্রদান ও প্রকৃত অধিগ্রহণের মাঝে অর্জিত সম্পত্তির মুনাফা কমাজনিত ক্ষতি।

[5] জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান (এনডিসি) ২০১৫

প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের (পিএপি) পুনর্বসতি ও পুনর্বাসনের বিষয়ে বর্তমান আইন ও বিধিবিধান খুব স্পষ্ট নয়। এখানে এনটাইটেলমেন্ট বা অধিকারের অর্থ হলো প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু নির্দিষ্ট সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। ক্ষতির মধ্যে জমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি, আয়, দণ্ডায়মান ফসল, দখল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ক্ষতিপূরণ প্রায়শই নগদ অনুদান রূপে দেওয়া হয়, তবে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা এবং পুনর্বসতি ও পুনর্বাসনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা রূপেও দেওয়া হতে পারে।

2.1.2 সামাজিক

বিভিন্ন উপাদানের আওতায় কিছু কাজে দক্ষ, আধা-দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন। শ্রম ও কাজের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এমন প্রধান প্রধান আইন নিচে দেওয়া হলো:

L. বাংলাদেশ কারখানা আইন ১৯৬৫

আইনটি কারখানার শ্রমিকদের পেশাগত অধিকার ও সুরক্ষা এবং একটি স্বস্তিদায়ক কর্মপরিবেশ ও যুক্তিসঙ্গত কর্মপরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। এই আইন কারখানা পরিদর্শনের বন্দোবস্ত এবং স্বাস্থ্যবিধি, বায়ুচলাচল, ভিড়, রাতের কাজ, সুরক্ষা, বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি, ছুটি, ওভারটাইম, ক্যান্টিন এবং শিশু যত্নের বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এই আইনে কারখানায় ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কর্মসংস্থান নিষিদ্ধ। ১৪ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের নিবন্ধিত করতে হবে এবং তারা কাজের সময় সংক্রান্ত বিধিবিধান সাপেক্ষে চালিত হবে। কারখানা আইন ১৯৬৫ (শুরুতে ছিল পূর্ব পাকিস্তান কারখানা আইন ১৯৬৫) তৎকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। আইনটির লক্ষ্য ছিল কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ, তাদের মজুরি ও কারখানায় তাদের কর্মপরিস্থিতি, যেমন, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, সুরক্ষা, কল্যাণ, কর্মঘন্টা, ছুটি ও সাময়িক ছুটি এবং আবশ্যিক শর্তাদি অমান্য করার জন্য মালিক ও শ্রমিক উভয়ের জন্য শাস্তি ও জরিমানার বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করা। এই আইনে ১১টি অনুচ্ছেদ ও ১১৬টি প্রধান ধারা রয়েছে। এতে প্রধান পরিদর্শকের কাছ থেকে কারখানা পরিকল্পনার (কারখানা নির্মাণ বা সম্প্রসারণ, কারখানার শ্রেণী বা ধরণ সহ) অনুমোদন আদায়ের বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই আইন অনুসারে, প্রতিটি কারখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং কোনো নর্দমা, শৌচাগার বা অন্য স্থান থেকে উদ্ভূত বর্জ্য থেকে মুক্ত রাখতে হবে। প্রতিটি কারখানায় বর্জ্য ও জঞ্জাল অপসারণ, ধুলাবালি ও ধোঁয়া জমে যাওয়া রোধ, ঘরের তাপমাত্রা বজায় রাখা ও যথাযথ বায়ুচলাচলের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই আইনে, কারখানাতে আগুন থেকে সুরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, আগুন লাগলে পালানোর উপযুক্ত উপায় এবং বিপজ্জনক ও দুর্ঘটনাপ্রবণ যন্ত্রাদি, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক উপকরণ, স্বয়ংক্রিয় মেশিন ইত্যাদি থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কোনো শ্রমিককে বিপজ্জনক কোনো যন্ত্র ব্যবহার করার কাজে লাগানোর আগে তাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে নিতে হবে। ক্রেন বা অন্যান্য ভারি মালামাল উত্তোলনের যন্ত্র, লিফট ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম খুবই ভালোভাবে নির্মিত হতে হবে এবং ভালো উপাদানে তৈরি ও যথেষ্ঠ শক্তিশালী হতে হবে। কারখানার মেঝে বা প্রাঙ্গণে খানাখন্দক, যা বিপদের কারণ হতে পারে, সুরক্ষিতভাবে আবৃত বা বেড়াযুক্ত হওয়া উচিত এবং শ্রমিকদের চোখ রক্ষার জন্য কালো চশমা বা যথাযথভাবে তৈরি চোখের ঢাকনা সরবরাহ করতে হবে। প্রতিটি কারখানায় প্রক্ষালন ও গোসলের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত সুবিধা থাকতে হবে এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।

M. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬: (সংশোধনী ২০১৩, ২০১৫)

বাংলাদেশে শ্রমিকদের সাথে সম্পর্ক ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও ২০১৫ সালের শ্রম বিধিমালা অনুসারে পরিচালিত হয়। শ্রম আইন ২০০৬-এর সংশোধনী একে আন্তর্জাতিক শ্রম মানের সাথে আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছে। নতুন শ্রম আইনে শ্রমিকের অধিকার আরো জোরদারকরণে ৮৭টি সংশোধিত ধারা বিদ্যমান, যার ভেতর সমিতি করার স্বাধীনতার (যেমন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের) ব্যাপারে অধিকতর সুরক্ষা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটনোর কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ও ২০১৫ সালের শ্রম বিধিমালা (শ্রম আইনের আওতায় প্রণীত) বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত আইএলওর মূল কনভেশনগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইএলও কনভেনশন ১৩৮ (ন্যূনতম বয়স বিষয়ক কনভেনশন) ব্যতীত বাকি সব মূল কনভেনশন বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে। তবে, আইএলও ১৩৮-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ শ্রম আইন কাজের জন্য ন্যূনতম বয়স রেখেছে ১৪ বছর (যদিও একটি বিশেষ ক্লজে বলা হয়েছে যে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুরা তাদের স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, ও শিক্ষার ক্ষতি করে না 'হালকা কাজ' করার জন্য নিযুক্ত হতে পারে)। আইনটি কারখানার শ্রমিকদের পেশাগত অধিকার ও সুরক্ষা এবং একটি স্বস্তিদায়ক কর্মপরিবেশ ও যুক্তিসঙ্গত কর্মপরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। এই আইনের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিস্ফোরক বা জ্বলনযোগ্য ধুলা/গ্যাস, চোখের সুরক্ষা, আগুনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, ক্রেন এবং অন্যান্য উত্তোলনের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করা, অতিরিক্ত ওজন উত্তোলনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সতর্কতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেখানে অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, সুরক্ষা রেকর্ড বইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, বাচ্চাদের জন্য ঘর, আবাসন সুবিধা, চিকিৎসাসেবা, গোষ্ঠী বিমা ইত্যাদি বিষয়ে সুরক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

N. বাংলাদেশ অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি বা বাংলাদেশ অগ্নি ও ভবন সুরক্ষা চুক্তি (অ্যাকর্ড):

অ্যাকর্ড হলো বাংলাদেশে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের দিকে কাজ করার জন্য বৈশ্বিক ব্র্যান্ড ও রিটেইলার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়ন ও ইউএনআই গ্লোবাল ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশে তাদের সাথে যুক্ত আটটি ইউনিয়নের মধ্যে একটি আইনি-বাধ্যতামূলক চুক্তি। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ভবনধ্বসে ১,১৩৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু ও আরো হাজারো শ্রমিক গুরুতর আহত হওয়ার পরপর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২২০টিরও বেশি সংস্থা এই পাঁচ বছর মেয়াদি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং ২০১৮ সালের মে মাসের মধ্যে এই চুক্তির কাজ লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী পোশাক শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

২০১৩ সালের অ্যাকর্ড চুক্তির অধীনে অর্জিত অগ্রগতি ধরে রাখতে ও সম্প্রসারিত করতে ১৯০টিরও বেশি ব্র্যান্ড ও রিটেইলার বৈশ্বিক ইউনিয়নগুলোর সাথে ২০১৮ সালে ট্রানজিশন অ্যাকর্ড চুক্তি স্বাক্ষর করে। নবায়িত এই চুক্তি ২০১৮ সালের ১ জুন কার্যকর হয়।

নিচে অ্যাকর্ডের মূল দিক ও বৈশিষ্ট্যের তোলে ধরা হলো:

1. ব্র্যান্ড ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে আইনি-বাধ্যতামূলক চুক্তি
2. ব্রান্ডের কাছ থেকে সুরক্ষা প্রতিকার সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা ও আর্থিকভাবে সম্ভবপর এমন প্রতিশ্রুতি
3. স্বাধীন সুরক্ষা পরিদর্শন ও প্রতিকার কর্মসূচি
4. পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা
5. সুরক্ষা কমিটি ও সুরক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
6. সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া
7. অনিরাপদ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার সংরক্ষণ
8. সুরক্ষা এগিয়ে নেওয়ার জন্য সমিতি গঠনের স্বাধীনতা বা ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন (এফওএ)-এর অধিকারকে ক্রমাগত উৎসাহদান
9. এফওএ অধিকার অন্তর্ভূক্ত করে প্রশিক্ষণ ও অভিযোগ প্রোটোকল
10. হোম টেক্সটাইল এবং কাপড় ও সেলাই আনুষঙ্গিক সরবরাহকারীদের ঐচ্ছিক তালিকা
11. চুক্তির কার্যক্রমকে জাতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থায় রূপান্তর করা

O. বাংলাদেশের সামাজিক নীতি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোর পর্যালোচনা

সামাজিক সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত বাংলাদেশের সামাজিক নিয়ামক কাঠামোকে গত কয়েক দশকে প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে এবং জাতীয় স্বার্থ অনুসারে কিছু আইন ইতোমধ্যে সংশোধিত হয়েছে।

যখনই সরকারের মনে হয় যে কোনো অঞ্চলে যে কোনো সম্পত্তি জনকল্যাণে বা জনস্বার্থে প্রয়োজন বা কোনো প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে সম্পত্তির বিশেষ এখতিয়ার ব্যবহার করে তা অধিগ্রহণ করা হয়। অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য বিশেষ এখতিয়ার দ্বারা জমি অধিগ্রহণ বাংলাদেশ সরকারের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন (এআরআইপিএ) ২০১৭ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই আইনটি ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন ও ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশসহ পূর্ববর্তী আইনগুলোকে রহিত করে। এই আইনের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের (সিএইচটি) জেলাগুলোর যে কোনো জমি বা বনভূমি অধিগ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন (১৯৫৮), সিএইচটি আঞ্চলিক কাউন্সিল আইন ১৯৯৮ ও বন আইন (১৯২৭) এর আওতায় অনুমতির প্রয়োজন হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত বন, প্রাকৃতিক জলাশয়, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং ঐতিহাসিক স্থান অধিগ্রহণ করা হয় না। অধ্যাদেশের অধীনে জেলা প্রশাসককে (ডিসি) যে কোনো পাবলিক অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যে সংস্থা জন্য দরকার সেটি প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনের পর ডিসিকে প্রস্তাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করে।

রাষ্ট্রের যে কোনো কার্যকলাপের কারণে বিরূপভাবে প্রভাবিত নাগরিকদের পুনর্বসতি/পুনর্বাসনের (প্রক্রিয়া যাই হোক না কেন) বিষয়ে সাধারণ দিকনির্দেশনা সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার থেকে নেওয়া হয়। সংবিধানের ৪০ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের অধিকার রয়েছে, যার মানে যা কিছুই সেই অধিকারকে বাধাগ্রস্থ করে তা (ক) করা উচিত নয় বা (খ) ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকের ক্ষতিপূরণ করার জন্য পরিপূরক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অবকাঠামোগত প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বসতি ও পুনর্বাসনের বিষয়টি পরিপূরক ব্যবস্থার এই প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে। তবে, ধারা ৪২, উপ-ধারা ২, অনুসারে, জমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ অপ্রতুল ছিল এই মর্মে দাবি করে ক্ষতিপূরণের কোনো আইনকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

বাংলাদেশের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মূলত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ২ (১৯৮২) কে মানা হয়। এটি সম্পত্তির মালিকানা রেকর্ড, যেমন দলিল, স্বত্ব বা চুক্তি অনুযায়ী 'বৈধ' মালিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা অধিকৃত জমি বা জমির উপর অবস্থিত ব্যবসা, কাঠামো, গাছ ও ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় (এমওএল) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। ভূমি মন্ত্রণালয় তার কিছু কর্তৃত্ব বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার ও জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কাছে অর্পণ করে। অধ্যাদেশের আওতায় জমি অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণকৃত জমির বৈধ মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক (ডিসি) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

পূর্ববঙ্গ রাজ্য অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০, ১৯৯৪ সালে সংশোধিত, (ধারা ৮৬ ও ৮৭) দেশের নদীগর্ভে জেগে ওঠা চর (পায়োস্থি) এবং নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া জমির (নদীসিকস্তি) মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার সংজ্ঞায়িত করে। আইনি ভাষায়, অ্যালুভিওন-ডিলুভিয়ন (এডি) লাইনের অভ্যন্তরে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া জমি (সিকস্তি) (অর্থাৎ নিমজ্জিত জমি বা ডুবো জমি সহ) খাস জমি হিসাবে চিহ্নিত করে ঘোষিত হয়। তবে, ৩০ বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় চর উঠলে "বৈধ" মালিক(রা) জমিটি দাবি করতে পারবে।

সরকার ২০০৮ সালে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের বিষয়ে একটি খসড়া জাতীয় নীতি প্রস্তুত করে যা সরকারের সাধারণ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে উন্নয়ন প্রকল্প, নদীভাঙ্গন ও বস্তি উচ্ছেদের কারণে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অধিকারকে পুরোপুরি সম্মান করা হবে এবং তাদের সাথে মর্যাদাপুর্ণ আচরণ করা হবে এবং তাদের কল্যাণ এবং জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তাদের উপাধি, লিঙ্গ এবং জাতিভেদ নির্বিশেষে সহায়তা করা হবে। ৫৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করে না। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য একমাত্র সুরক্ষামূলক বিধান যা নীতিনির্ধারকরা প্রায়শই উল্লেখ করেন তা হলো ধারা ২৮(৪), যেখানে বলা হয়েছে যে কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নারী, শিশু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ বিধান তৈরি করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। উপরোক্ত বিধানটি দ্ব্যর্থক এবং 'পিছিয়ে' পড়া বলতে কে বা কারা রয়েছে তা নির্ধারণ করে না।

তবে, সরকার 'উপজাতি জনগোষ্ঠীর' অস্তিত্ব ও তাদের দিকে বিশেষ নজর দেয়ার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেয় এবং সাধারণভাবে উপজাতি মানুষকে মূলত পশ্চাৎপদ, দরিদ্র এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নিম্নশ্রেণীর হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই লক্ষ্যে, ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের একটি বিশেষ কর্মসূচি শুরু হয়েছিল, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধিমালা, ১৯০০ (১৯০০ সালের প্রবিধান ১) হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত অধিকারের উর্ধ্বে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের জন্য আইনি কাঠামো। এগুলো স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহকারী রাজস্ব সার্কেল প্রধানদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যারা আমলনামা (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত) পর্যবেক্ষণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জেলা প্রশাসক ও কমিশনার পাহাড়ি-বাসিন্দা বা অ-পাহাড়ি বাসিন্দাদের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত করার জন্য বা পার্বত্য চট্টগ্রামে শিল্প স্থাপনের জন্য জমি (হস্তান্তরযোগ্য নয়) লিজ দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

বন আইন, ১৯২৭ (১৯২৭ সালের অ্যাক্ট ১৬), ২০০০ সালে সংশোধিত, সংরক্ষিত বন, গ্রামের বন, সুরক্ষিত বন, সরকারের সম্পত্তি নয় এমন জমির বন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ক।

১৯৯৮ সালের ২৪ মে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কাউন্সিল আইন ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের অ্যাক্ট ১২) হিসাবে পাস করে। পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এই চুক্তি আদিবাসীদের ভূমির অধিকার, সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। চুক্তিটি পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজস্ব শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং জমি সংক্রান্ত সবচেয়ে জরুরি সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বিস্তৃত বিধান রাখে। পার্বত্য জেলার আদিবাসীদের মধ্য থেকে একজনকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের পরিধি বাড়িয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি রয়েছে। ৫৮. দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি), ২০০৫-এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার অংশে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেতরে ও বাইরে অবস্থানরত নৃগোষ্ঠীর মানুষদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কৌশলগত পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রকল্পটি কার্যকর করার সময় উপরোক্ত সমস্ত আইন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইনি বিধিবিধান অনুসরণ করা হবে। এসব আবশ্যকতা মানার ক্ষেত্রে প্রাথমিক দায়িত্ব বাস্তবায়নকারী সংস্থা করা। আর এই (AE) শ্রম ও কর্মপরিবেশ সম্পর্কিত দিকগুলোর প্রয়োজনীয় তদারকি ও প্রতিবেদন তৈরি নিশ্চিত করবে।

2.2 আইডিসিওএলয়ের সামাজিক ও পরিবেশগত মানদণ্ডের পর্যালোচনা

বাংলাদেশে মাঝারি থেকে বৃহৎ অবকাঠামো ও জ্বালানিসাশ্রয়ী-নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প উন্নয়নের জন্য বেসরকারি খাতে অর্থায়নের জন্য আইডিসিওএলয়ের ম্যান্ডেট রয়েছে। আইডিসিওএল পরিবেশ, স্বাস্থ্য/সুরক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নে সামাজিক বিবেচনার তাৎপর্য স্বীকার করে এবং টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাস করে।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য, আইডিসিওএল যা যা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ:

(ক). অবকাঠামো প্রকল্প মূল্যায়ন ও অর্থায়ন করার সময় মূলধারার পরিবেশ, স্বাস্থ্য/সুরক্ষা ও সামাজিক (E&S) দিকগত বিবেচনা নেওয়া যাতে তার বিরূপ প্রভাব ও ঝুঁকি এড়াতে/কমিয়ে আনা যায় এবং পরিবেশ ও লোকজনের ঝুঁকি কমে

(খ). সমস্ত প্রাসঙ্গিক ই অ্যান্ড এস (E&S) নীতি ও আইনি আবশ্যকতা ও যে এলাকায় কাজের সাথে এটি জড়িত সেখানকার আইন মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক ভালো অনুশীলনের মান বজায় রাখার ব্যাপারে ই অ্যান্ড এস আবশ্যকতার প্রতি সংবেদনশীল থাকা

(গ). উপযুক্ত স্থান বা প্রকল্পের নকশা বাছাইয়ের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন এড়িয়ে/কমিয়ে আনা

(ঘ). যেখানে ভূমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য, সেখানে অধিগ্রহণকৃত জমির/সম্পত্তির প্রতিস্থাপন মূল্য বাস্তুচ্যুতির আগে প্রদান করা হবে বা আবাসন ও মৌলিক অবকাঠামোগত সুবিধাগুলোর মতো সমান মূল্য ও মান সমেত জমিতে প্রতিস্থাপন করা হবে।

(ঙ). অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত, নারী, শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীদের মতো নাজুক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের প্রাসঙ্গিক জীবিকাকর্ম ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আইডিসিওএল ইএসএসএফের উদ্দেশ্য হলো:

- প্রকল্পের শুরুতে বা আইডিসিওএল-এর প্রকল্পে প্রবেশ করার সময়, তাদের পরিবেশগত ও সামাজিক (E&S) প্রভাব নির্ধারণের জন্য আইডিসিওএল দ্বারা অর্থায়িত প্রকল্পের অবকাঠামো পরিমাপ করা
- বিভিন্ন বহিস্থ অংশীজনদের (বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং গ্লোবাল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন এডিবি, বিশ্বব্যাংক, আইএফসি ইত্যাদি) দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত ই এন্ড এস বাধ্যবাধকতা সনাক্ত ও সম্পন্ন করা
- প্রকল্প যাতে আইনগতভাবে ই এন্ড এস মেনে চলে তা নিশ্চিত করা
- আইন মানা নিশ্চিত করার জন্য এবং ই এন্ড এস ঝুঁকিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে ক্লায়েন্ট ও নিচের দিকের এজেন্সিগুলোর উপর প্রভাব ও ম্যান্ডেট (প্রাসঙ্গিক হলে) বজায় রাখুন
- আইডিসিওএল দ্বারা অর্থায়িত উপ-প্রকল্প পরিবেশ, অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন ও *আদিবাসী*[6] জনগণের উপর কী প্রভাব ফেলে এবং প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি, পদ্ধতি, ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব সংজ্ঞায়িত করুন ও রূপরেখা তৈরি করুন।

আইডিসিওএলয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোকে (ইএসএসএফ) নিচের ফ্লো ডায়াগ্রামের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

[6] ইন্ডিজেনাস পিপলস হিসাবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যে জনগোষ্ঠীদের বোঝায় তাদেরকে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা আদিবাসী হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'জাতীয় অনিচ্ছাকৃত পুনর্বসতি ও পুনর্বাসন নীতি ২০০৮'-এর খসড়ায় আদিবাসী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশে আদিবাসীদের মধ্যে চট্টগ্রাম পাহাড়গুচ্ছে চাকমা ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী, মধুপুর বনে গারো, সিলেটে খাসি, কক্সবাজার/পটুয়াখালীতে রাখাইন, রাজশাহী/দিনাজপুরে সাওতাল এবং অন্যান্য ছোট সম্প্রদায় রয়েছে।

চিত্র ১: আইডিসিওএলয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো (ইএসএসএফ)[7]

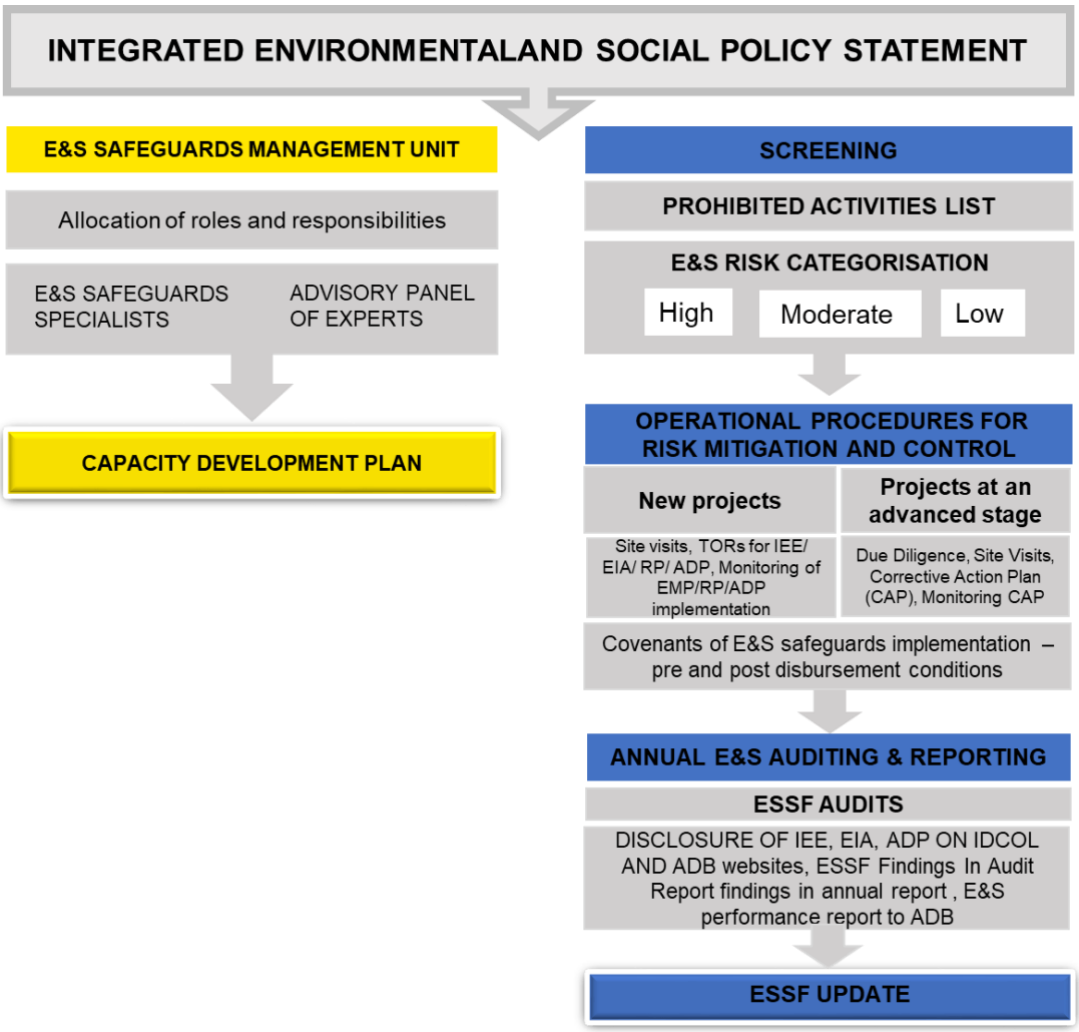

আইডিসিওএলয়ের জন্য প্রয়োজন হলো যে সমস্ত প্রকল্প নিষিদ্ধ বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের তালিকায় নাই (আইডিসিওএল ইএসএসএফ সরবরাহকৃত তালিকায় জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রকল্প থাকে না) তাদের জন্য ইএসএসএফ-এ ঝুঁকি রেটিংয়ের মানদণ্ড অনুসরণ করা। এটি যেমন গ্রিনফিল্ড প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য তেমনি আইডিসিওএল-অর্থায়িত বিদ্যমান/পরিবর্ধন ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানদণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত স্ন্যাপশট নিচে দেওয়া হলো:

a. নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে, প্রকল্পটি কোনো শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে (লাল, কমলা-ক, কমলা-খ ও সবুজ) ডিওই থেকে অবস্থান ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের মতো কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি কি?
   পুন-অর্থায়নের প্রকল্পের ক্ষেত্রে, প্রকল্পটির কোনো ডিওই ছাড়পত্র বা প্রয়োজনীয় অপারেটিং লাইসেন্স এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইএইচএসে অনুমতি পাওয়া মুলতবি রয়েছে?
b. প্রকল্পটি কি পরিবেশগতভাবে অতিশুরুত্বপূর্ণ এলাকার (জাতীয় উদ্যান, জলাভূমি, বন্যজীবনের আবাসস্থল, গুরুত্বপূর্ণ পাখি বাসস্থল, ও সুরক্ষিত অঞ্চল) খুব কাছে অবস্থিত (বিরূপ প্রভাবের কারণ হতে পারে)? সূত্র: খসড়া পরিবেশগতভাবে অতিশুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বিধিমালা, ২০১০
c. প্রকল্পের নির্মাণ এবং/অথবা কার্যপরিচালনা কি বৈচিত্র্যময়, অপরিবর্তনীয় এবং/অথবা নজিরবিহীন পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টির দিকে ধাবিত করে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় নাগালে থাকলে আইইই/ইআইএ প্রতিবেদন অথবা পরিবেশগত সার্বিক পদ্ধতিগত তদন্ত (ইডিডি) দেখুন।

[7] The Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF), Policy and Procedures, IDCOL, 2011

d. প্রকল্পের জন্য কী অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের প্রয়োজন রয়েছে যার ফলস্বরূপ জমি বা জীবিকার ক্ষতি হয় অথবা ২০০ জনের অধিক ব্যক্তির স্থানচ্যুত ঘটায়?
e. প্রকল্পের এলাকায় বা তার আশপাশে সামাজিকভাবে নাজুক বা আদিবাসীদের মালিকানাধীন বা দখলকৃত জমি রয়েছে এবং তাদের সংস্কৃতি ও পরিচয়ের উপর প্রকল্পটি বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে?
f. প্রকল্পটির কি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রভাব সংশ্লিষ্ট নাজুকতা রয়েছে?

ঋণগ্রহীতার ই অ্যান্ড এস সক্ষমতা

a. ঋণগ্রহীতার কি ই অ্যান্ড এস কর্মনৈপুণ্যের কোনো নথিভুক্ত নীতি আছে?
b. ঋণগ্রহীতা কি ই অ্যান্ড এস বিষয়ে কাজ করার জন্য নিবেদিত মানব সম্পদ রয়েছে?
c. ঋণগ্রহীতা কি প্রকল্প এসপিভি-র জন্য অথবা অভিভাবক কোম্পানিতে পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং সামাজিক জবাবদিহিতা সিস্টেম স্থাপন ও বাস্তবায়ন করেছে?

2.3 জিসিএফ পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার পর্যালোচনা

২০১৪ সালের ১৯ জুন তারিখে জিসিএফ বোর্ড সভায় অন্তর্বর্তীকালীন পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা হিসাবে আইএফসি মানমাত্রাকে গৃহণ করে। আটটি পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড বা কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড (পিএস) এবং প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য নিচে বর্ণিত হয়েছে।

1. পিএস১: পরিবেশগত-সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন এবং সেসবের ব্যবস্থাপনা:
   কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ১-এর উদ্দেশ্য হলো:
   a) অর্থায়ন প্রস্তাবনার পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিতকরণ;
   b) প্রশমন শৃঙ্খলা গ্রহণ করুন: পূর্বানুমান, এড়ানো; হ্রাসকরণ; ক্ষতিপূরণ বা সমতাবিধান;
   c) কোনো পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
   d) তহবিল প্রস্তাব চক্রের পুরোটা জুড়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী বা অন্যান্য অংশীজনের সাথে সম্পৃক্ততা। এর মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ও অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া।

2. পিএস২: শ্রম ও কর্মপরিবেশ
   কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ২-এর উদ্দেশ্য হলো:
   a) ন্যায়সঙ্গত আচরণ, বৈষম্যহীনতা, সমান সুযোগ;
   b) ভাল কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক;
   c) জাতীয় কর্মসংস্থান ও শ্রম আইন মেনে চলা;
   d) কর্মী, নাজুক বর্গভূক্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান;
   e) স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বাড়ানো;
   f) বাধ্যতামূলক শ্রম অথবা শিশুশ্রমের ব্যবহার পরিহার করা।

3. পিএস৩: সম্পদ দক্ষতা ও দূষণ প্রতিরোধ
   কর্মনৈপুণ্যের এই মানদণ্ড আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত প্রযুক্তি ও অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদ দক্ষতা ও দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের একটি প্রকল্প-স্তরের কর্মপদ্ধতির রূপরেখা প্রদান করে। কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৩-এর উদ্দেশ্যাবলী হলো:
   a) প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট দূষণ এড়ানো, সীমিত করা বা হ্রাস করা;
   b) জ্বালানি ও পানি সহ সম্পদের আরো টেকসই ব্যবহার;
   c) প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস।

4. পিএস৪: জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

জনগণের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা উন্নয়নে সরকারি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে, কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড - ৪ প্রকল্পের ফলস্বরূপ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, ও নিরাপত্তার ঝুঁকি ও প্রভাব এড়াতে বা হ্রাস করতে ক্লায়েন্টের দায়বদ্ধতাকে সামনে রাখে। এতে নাজুক জনগোষ্ঠীর উপর মনোযোগ দেওয়া হয়। কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৪-এর উদ্দেশ্য হলো:

ক) ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার উপর বিরূপ প্রভাবের পূর্বানুমান করা ও এড়ানো;

(a) প্রাসঙ্গিক মানবাধিকার নীতির আলোকে কর্মী ও সম্পত্তির সুরক্ষা

5. পিএস৫: জমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন

কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৫ স্বীকার করে নেয় যে প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট জমি অধিগ্রহণ ও জমি ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপের ফলে সেই জমি ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৫-এর উদ্দেশ্য হলো:

(a) জমি অধিগ্রহণ বা জমি ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপজনিত বিরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এড়িনো/কমানো:
   I. বাস্তুচ্যুতি এড়ানো/ কমানো;
   II. বিকল্প প্রকল্প নকশা প্রদান;
   III. জোরপূর্বক উচ্ছেদ এড়িনো।

(b) জীবিকা ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি বা পুনরুদ্ধার;

(গ) সরবরাহের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার উন্নতি করা:
   I. পর্যাপ্ত আবাসন;
   II. মেয়াদের সুরক্ষা।

6. পিএস৬: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীবিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা

কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৬-এর উদ্দেশ্য হলো:

(a) জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণ;

(b) বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাদি বজায় রাখা;

(c) জীবিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার বিস্তার ঘটানো;

(d) সংরক্ষণ চাহিদা ও উন্নয়ন অগ্রাধিকার একসাথে মেলানো

7. পিএস৭: আদিবাসী মানুষ

কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৭ স্বীকার করে নেয় যে আদিবাসীরা জাতীয় সমাজের মূলধারার গোষ্ঠীগুলোর থেকে পৃথক পরিচয়ের সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে প্রায়শই জনসংখ্যার সবচেয়ে প্রান্তিক ও দুর্বল অংশের মধ্যে পড়ে।

ফলস্বরূপ, আদিবাসীরা অ-আদিবাসী গোষ্ঠীগোলোর চেয়ে প্রকল্প উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট প্রতিকূল প্রভাবের জন্য বেশি ঝুঁকিতে থাকতে পারে। এই নাজুকতার মধ্যে পরিচয়, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ-ভিত্তিক জীবিকার হারানোর পাশাপাশি দারিদ্র্য ও রোগের সংস্পর্শে আসার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৭-এর উদ্দেশ্য হলো:

(a) আদিবাসীদের সম্পূর্ণ সম্মান নিশ্চিত করা
   I. মানবাধিকার, মর্যাদা, আকাঙ্ক্ষা;
   II. জীবিকা;
   III. সংস্কৃতি, জ্ঞান, অনুশীলন;

(b) বিরূপ প্রভাব এড়ানো/কমানো;

(c) টেকসই ও সাংস্কৃতিক দিকে থেকে যথাযথ উন্নয়ন সুবিধা ও সুযোগ;

(d) কিছু সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে স্বাধীন, আগাম ও স্বজ্ঞান সম্মতি/অনুমতি।

৪. পিএস৮: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৮-এর উদ্দেশ্য হলো:

(a) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ;
(b) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যজনিত সুবিধাদির ন্যায়সঙ্গত ভাগাভাগি উৎসাহিতকরণ।

ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর পিএস এখানে দেখা যাবে:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES

এই প্রকল্পের সাপেক্ষে নিম্নলিখিত সারণিটি নিচের আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ডের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরে:

ছক ১: আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ডের প্রয়োগযোগ্যতা

আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড	প্রয়োগযোগ্যতা	যৌক্তিকতা
পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা/কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ১	হ্যাঁ	জ্বালানি দক্ষতা খাতে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকল্পগুলোর ই অ্যান্ড এস প্রভাব থাকতে পারে। পিএস১ এর লক্ষ্য হলো ই অ্যান্ড এস ঝুঁকি সনাক্ত করা এবং এই জাতীয় ঝুঁকি এড়াতে বা কমাতে উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা ঠিক করা। এটি কোনো প্রকল্পের জন্য ই এন্ড এস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র, প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ক্ষমতা ও তদারকি প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে। অংশীজনের সম্পৃক্ততা, তথ্য প্রকাশ, পরামর্শসভা ও জনগোষ্ঠীগুলোর অংশগ্রহণ, আদিবাসী জনগণ ও অভিযোগের প্রতিকার প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
শ্রম ও কাজের পরিস্থিতি / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ২	হ্যাঁ	প্রোগ্রাম কর্তৃক অর্থায়িত প্রকল্পগুলো আবশ্যিকভাবে যেমন তাদের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যথাযথ শ্রম ও কাজের পরিস্থিতি নিশ্চিত করবে, তেমনি তাদের ঠিকাদারদের জন্যও তা করবে। প্রকল্প নির্মাণ ও বাস্তবায়ন উভয় পর্বেই পিএস২ এর আবশ্যকতা প্রযোজ্য।
সম্পদ দক্ষতা ও দূষণ প্রতিরোধ / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৩	হ্যাঁ	প্রত্যেকটি আলাদা প্রকল্পের জন্য পরিচালিত ই এন্ড এস ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রাকৃতিক সম্পদের অতিব্যবহারের মাধ্যমে (যেমন পানির ব্যবহার) জনগণের ও পরিবেশের উপর সব ধরণের দূষণের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব সনাক্ত করা আবশ্যক। শুধুমাত্র নির্মাণের পর্যায়ে থাকা প্রকল্প ছাড়াও এই ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে এমন সব প্রকল্পের জন্য পিএস৩ প্রযোজ্য হবে।
জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৪	হ্যাঁ	পিএস৩-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রকল্পের পুরোটা জুড়ে প্রত্যেকটি আলাদা প্রকল্পের জন্য প্রকল্পের মালিক ও তাদের ঠিকাদার উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার দিকগুলো বিবেচনা করে একটি ই এন্ড এস ঝুঁকি মূল্যায়ন করবে।
জমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৫	না	এই কর্মসূচির আওতাধীন প্রকল্পগুলোতে কোনো প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তুচ্যুতির আশঙ্কা নাই, কেননা আইআর-সংশ্লিষ্ট কোনো ভূমি অধিগ্রহণ এই প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত নয়।

আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড	প্রয়োগযোগ্যতা	যৌক্তিকতা
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীবিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা/ কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৬	না	এই কর্মসূচির আওতায় এমন কোনো কর্মকাণ্ডের কথা ভাবা হয়নি যা জীববৈচিত্র্য ও জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য হুমকিস্বরূপ।
আদিবাসী (আইপি) / পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড ৭	না	আদিবাসী জনগনের উপর প্রভাব পড়তে পারে এমন সব প্রকল্পে পিএস৭ প্রযোজ্য হবে, প্রাথমিক ই এন্ড এস ঝুঁকি মূল্যায়নের মাধ্যমে এই জাতীয় প্রভাব চিহ্নিত করা হয়। পিএস৭ দ্বারা সংজ্ঞায়িত কোনো পরিস্থিতিতে আদিবাসীরা যখন কোনো প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন আগাম ও স্বজ্ঞান সম্মতি নিতে হবে। যেহেতু এই কার্যক্রমে কোন অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রত্যাশিত নয়, তাই এর অধীনে এমন কোনো কার্যকলাপ অনুমোদিত হবে না যা আদিবাসীদের প্রভাবিত করে এবং যার কারণে পিএস৭ এখানে প্রযোজ্য হবে না।
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৮	না	পিএস৮ স্পর্শনীয় বস্তু ও এলাকা এবং সংস্কৃতির অদম্য রূপ উভয়কেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। এই প্রকল্পের আওতায় ঐতিহ্যবাহী স্থানে কোনো হস্তক্ষেপের কথা বিবেচনা করা হয়নি।

কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড নির্দেশিকা: আটটি পিএসের প্রত্যেকটির সাথে সম্পর্কিত নির্দেশিকা পিএসের আবশ্যকতার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়। উপরন্তু, বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (ইএইচএস) নির্দেশিকা হলো উত্তম আন্তর্জাতিক অনুশীলনের সাধারণ ও শিল্প-নির্দিষ্ট নমুনা সম্বলিত কারিগরি আকর দলিল, যা পিএস২ ও পিএস৩ এর মাধ্যমে পিএসের সাথে যুক্ত রয়েছে।

পিএস নির্দেশিকা ও ইএইচএস নির্দেশিকা পাওয়া যাবে এখানে:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/

সবুজ জলবায়ু তহবিলের নিজস্ব পরিবেশ ও সামাজিক নীতি রয়েছে যা তহবিলের প্রতিশ্রুতিসমূহ তুলে ধরে এবং জিসিএফের নীতি ও মানদণ্ড, যেগুলোর কাছে জিসিএফ নিজে দায়বদ্ধ, স্পষ্ট করে। এই দলিল বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত B.19/10-এ গৃহীত নীতিকে ধারণ করে। নীতিটি বোর্ডের কাছে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়েছিল B.19-এ দলিল GCF/B.19/06-এ আর এর শিরোনাম ছিল 'পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম: পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি'। এই নীতি নির্ধারণ করে কীভাবে জিসিএফ পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কীভাবে জিসিএফ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মানদণ্ডের আওতায় তার দায়বদ্ধতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কর্মসম্পাদন ও বিনিয়োগকে সামগ্রিকভাবে টেকসই করবে। জিসিএফের পরিবেশ ও সামাজিক নীতি পাওয়া যাবে এখানে:

https://www.greenclimate.fund/documents/environmental-social-policy

2.4 প্রকল্পের পরিবেশগত ঝুঁকি বিভাগের শ্রেণিবিন্যাসের পদ্ধতিগুলো Pro

ইকুয়েটর প্রিন্সিপলস বা নিরক্ষীয় আদর্শ অনুযায়ী কাঠামোবদ্ধ সব প্রকল্পকে তাদের সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রভাব মাত্রার আলোকে শ্রেণিকরণ করা হয়। আইএফসি কর্তৃক বিকাশিত শ্রেণিকরণ ব্যবস্থাটি নিচের ছকে বর্ণিত হয়েছে:

আইএফসি পিএস বা জিসিএফ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	প্রভাব/ঝুঁকি	প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী	আবশ্যকতা
ক অথবা ১১	উচ্চ:	ঝুঁকিপূর্ণ এবং/অথবা উল্লেখযোগ্য প্রতিকূল পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব যুক্ত প্রকল্প (একাধিক, অপরিবর্তনীয় বা অভূতপূর্ব)	*সার্বিক পদ্ধতিগত তদন্ত* এবং সাময়িক পরিবেশগত ও সামাজিক তদারকি সম্পাদনের জন্য স্বাধীন নিরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
খ বা ১২	মাঝারি:	ঝুঁকিপূর্ণ এবং/অথবা সীমিত প্রতিকূল পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবযুক্ত প্রকল্প, সাধারণত স্থানীয়, হয়তো পরিবর্তনীয় এবং প্রশমন ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য।	বিভাগ-ক-এর আওতায় যেমন পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষায় তেমনি একই বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে। কোনো পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষ: পরিবেশগত ও সামাজিক ডকুমেন্টেশন, প্রকল্প কর্মপরিকল্পনা ও ইএমএস জমা দিতে হবে না।
গ অথবা ১৩	নিম্ন	ন্যূনতম ঝুঁকি এবং সহজ প্রশমন/ক্ষতিপূরণ সহ প্রতিবর্তনযোগ্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবযুক্ত প্রকল্পগুলি।	পরিবেশগত এবং সামাজিক ডকুমেন্টেশন সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হবে।

বেশ কিছু কারণ একটি প্রকল্পের শ্রেণিবিন্যাসকে প্রভাবিত করে। এর মধ্যে কোন প্রকল্পের প্রভাবগুলির স্কেল, অবস্থান, সংবেদনশীলতা এবং বিশালতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসারে তা পরিবর্তিত হতে পারে।

বিভাগ ক

সম্ভাব্য ঝুঁকিযুক্ত এবং/বা উল্লেখযোগ্য একাধিক, অপরিবর্তনীয় বা নজিরবিহীন নেতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সহ প্রকল্পগুলিকে বিভাগ ক ("উচ্চ ঝুঁকি") হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির অধীনে ঋণগ্রহীতাকে যথাযথ প্রচেষ্টায় এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিবেশ ও সামাজিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজন স্বাধীন পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজনীয়।

বিভাগ খ

সীমিত ঝুঁকিপূর্ণ সম্ভাবনা এবং / অথবা সীমিত সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে এমন প্রকল্পগুলো যা স্থানীয় এবং সম্ভবত স্থানীয়, সম্ভবত বিপরীতমুখী এবং প্রশমন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণযোগ্য, এগুলো "মাঝারি" প্রভাব / ঝুঁকি বিভাগ বি প্রকল্প হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। কিছু প্রভাব / ঝুঁকি যদি ঘনিষ্ঠ মনোযোগের প্রয়োজন হয় তবে শ্রেনী অধ্যয়নের জন্য একটি অডিট সংস্থাকে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, যেমন বিভাগ এ হিসাবে A.

যদি, যথাযথ মূল্যায়নের পরে প্রকল্পটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষকগণ দ্বারা পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয় তবে "উচ্চ" প্রভাব প্রকল্পের পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে হবে। যদি প্রকল্পটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষণের প্রয়োজন না হয় তবে ঋণগ্রহীতা আইডিসিওএল দ্বারা প্রণীত নির্দিষ্ট বিরতিতে তাদের কাজ বা কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ। আইডিসিওএল যদি কোনও অসঙ্গতি এবং/অথবা পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিত করে, তবে প্রকল্পটি পর্যবেক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষকদের নিয়োগের জন্য অনুরোধ করতে পারে। বিভাগ ক এবং বিভাগ খ এর জন্য প্রকল্পগুলির পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যবেক্ষণ (নিরীক্ষা সহ বা ছাড়া) বছরে কমপক্ষে একবার হওয়া উচিত।

বিভাগ গ

বিভাগ গ-এর স্বল্প ঝুঁকি/প্রভাবযুক্ত প্রকল্পগুলি হল প্রতিবর্তনযোগ্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলি এবং ন্যূনতম ঝুঁকি বা সহজে প্রশমন/ক্ষতিপূরণ করা যায় এমন ঝুঁকিগুলি উপস্থাপন করে। এই ক্ষেত্রে, ঋণগ্রহীতা পরিবেশ সংস্থার সাথে সম্মতি প্রমাণের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রমাণপত্র প্রদানের পাশাপাশি একটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থা রয়েছে তা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় এবং পরিবেশ সংস্থার এবং/অথবা জড়িত অন্যান্য পক্ষের দ্বারা প্রয়োজনীয় পরিবেশগত লাইসেন্স এবং পরিকল্পনার শর্তগুলি পূরণের জন্য একটি কার্য পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে পারে।

পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা (ইএসএস) বিভাগটি এই প্রকল্পের জন্য বিভাগ বি বা যেটা জিসিএফ পরিভাষা অনুসারে বিভাগ ১২, ধরে নেয়া হয় আইডিসিওএল এই বিভাগের টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস সংস্থাগুলিকে ঋণ প্রসারিত করবে এবং প্রদান করবে। এই প্রকল্পে আর্থিক বিনিয়োগের ব্যাপার থাকবে: আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের উপর বা আর্থিক মধ্যস্থতায় জড়িতদের সম্পৃক্ত করে বিতরণ কৌশলের মাধ্যমে। ঝুঁকির মধ্যে টেক্সটাইল সংস্থাগুলিতে পানি দূষণ বাড়া এবং তাদের শ্রম ব্যবস্থাপনা ও কাজের পরিস্থিতি যা ইএসএস২, বিশেষভাবে পোশাক উত্পাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার, কল্যাণ, নিরাপত্তা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা জড়িত থাকবে। এই ঝুঁকিগুলি কর্মস্থল শৃঙ্খলা এবং সরঞ্জামে যথাযথ নীতি এবং মানদন্ড মেনে সহজেই হ্রাস করা যায়।

2.5 পরামর্শের সারসংক্ষেপ

প্রকল্পটি বিভিন্ন পরিবেশগত এবং সামাজিক স্থিতিমাপ বুঝতে অংশীজন এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল। ইএসএমএফ ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করতে অংশীজন দলের পরামর্শের মাধ্যমে তাদের মতামত এবং অন্তর্দৃষ্টি ধারণ করার জন্য টেক্সটাইল সেক্টরে জ্বালানি দক্ষতার গুরুত্ব এবং পরিবেশ, সমাজ এবং লিঙ্গের উপর এর প্রভাব বোঝার জন্য একটি স্কোপিং কর্মশালা পরিচালিত হয়েছিল।

ইএসএমএফ প্রকল্পটি সম্প্রদায় এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে জানানো হবে। সমস্ত অংশীজনদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব স্থানীয় ভাষায় জানানো হবে। পরবর্তী কর্মশালায় ইএসএমএফ এর পাশাপাশি অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানানো হবে। অন্যান্য অংশীজনেরা ইএসএমএফ পরিচালনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে।

3. পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

প্রকল্পের প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের নকশা ও বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় আইন ও আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের আটটি মানদণ্ড মেনে তৈরি করা। প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে এগুলো মেনে চলা হবে। এসব বাধ্যবাধকতা মেনে চলার জন্য, প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা জাতীয় আইন ও আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, এলাকার জন্য নির্দিষ্ট পরিবেশগত চেকলিস্ট এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে প্রকল্পের বিনিয়োগের সম্ভাব্য প্রভাব সনাক্তকরণ, এড়ানো এবং/বা হ্রাস করতে বা ক্ষতিপূরণ করতে ইএসএমপি প্রস্তুত করেছে। ব্যক্তিগত জমি বা সম্পদের কোনো ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় না এবং প্রাথমিক পরীক্ষায় যদি নির্দিষ্ট বিনিয়োগের জন্য এমন কোন নেতিবাচক প্রভাব দেখা দেয় তবে নকশাটি পরিবর্তন করা হবে/বিকল্প এলাকা চিহ্নিত করা হবে যেখানে এই ধরনের কোন প্রভাব পড়বে না। স্থানীয়ভাবে নির্মাণকাজ বাস্তবায়িত হবে যেখানে সেখানকার প্রতিটি এলাকার জন্য এই ইএসএমএফ-কে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট স্ক্রিনিং চেকলিস্ট এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা/প্রশমন পরিকল্পনা (ইএসএমপি) প্রস্তুত করা হবে, যেখানে নাগরিক কাজের জন্য ক্রয় শুরু হওয়ার আগে জনগনের পরামর্শ নেওয়া হবে এবং তা স্থানীয়ভাবে প্রকাশ করা হবে।

3.1 ইএসএমএফের সর্বব্যাপী নীতি

ইএসএমএফ-কে পরিচালিত করার জন্য সর্বব্যাপ্ত নীতিগুলো হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (আইডিসিএল), সবুজ জলবায়ু তহবিল ও প্রযোজ্য জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা।

3.2 ইএসএমএফ-এর উদ্দেশ্যাবলী

ইএসএমএফ হলো একটি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম যা পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব কমাতে এবং পরিবেশগত কিছু লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। প্রকল্পের পরিবেশগত উদ্দেশ্য পূরণ করা নিশ্চিত করতে, পরিবেশের বিরূপ প্রভাব এড়াতে বা প্রশমিত কারার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা কাঠামো গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে এই ইএসএমএফ ব্যবহার করা হবে।

প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক উদ্দেশ্যাবলী হলো:

a) বাংলাদেশের বস্ত্রখাতে জ্বালানি খরচ হ্রাস করতে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে খাতটিতে জ্বালানি-দক্ষ সমাধান সরবরাহ
b) পরিকল্পনা, প্রতিশ্রুতি ও নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির মাধ্যমে জ্বালানি-দক্ষ সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি স্থাপন উৎসাহিত করা
c) পরিবেশ ও সমাজ সুরক্ষার জন্য প্রযোজ্য সমস্ত আইন, বিধিবিধান ও মানদণ্ড মেনে চলা; এবং
d) পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধ বা হ্রাস করার জন্য সর্বোত্তম অনুশীলনযোগ্য উপায় অবলম্বন করা।
e) পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব সনাক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তদারকি পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া; এবং
f) পরিবেশগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রকল্প কর্মী ও ঠিকাদারদের কর্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সরবরাহ করা।

3.3 সাধারণ ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও দায়িত্ব

আইডিসিওএল ঠিকাদারকে পরিবেশগত বিষয়াদি এবং পরিবেশ তদারকি ও প্রতিবেদন করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেবে। বস্ত্র কারখানাগুলো আইডিসিওএল থেকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দলের সহায়তায় প্রকল্পের পুরো নির্মাণের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারের সঠিক পরিবেশগত কর্মনৈপুণ্য নিশ্চিত করতে এবং ইএসএমএফ মেনে চলা নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ থাকবে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দলের মাধ্যমে আইডিসিওএল, অর্থায়ন চক্রের আগে ও অর্থায়ন চক্রের সময় প্রাসঙ্গিক তদারকি কর্মীদের দ্বারা ইএসএমএফ-এর বাস্তবায়ন নিরীক্ষণ করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সময়, বস্ত্র কারখানাগুলো ইএসএমএফ বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। প্রকল্পগুলোতে কাজ করা ঠিকাদারদের পরিবেশগত ও সামাজিক নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধ বা হ্রাস করার দায়িত্ব রয়েছে।

3.4 প্রত্যাশিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব (ইতিবাচক ও নেতিবাচক) এবং প্রশমন ব্যবস্থা

এই ইএসএমএফের মাধ্যমে সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সনাক্ত করার ও উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব:

পরিবেশগত: প্রকল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কিছু অন্তর্নিহিত সুবিধাদি রয়েছে:

- জ্বালানি দক্ষতায় উন্নতির কারণে জ্বালানি ব্যবহার হ্রাসের ফলে চারটি ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে জ্বালানি সিস্টেমের নিরাপত্তা বাড়ানো যেতে পারে: জ্বালানির প্রাপ্যতা (ভূতাত্ত্বিক), অধিগত করার ক্ষমতা (ভূ-রাজনৈতিক), সাশ্রয়ীকরণ (অর্থনৈতিক) এবং গ্রহণযোগ্যতা (পরিবেশগত ও সামাজিক)।
- জ্বালানি-দক্ষ সরঞ্জাম স্থাপনের মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা
- নির্গমন হ্রাসের কারণে উন্নত গুণমানসম্পন্ন বায়ু
- জ্বালানি-দক্ষ ইটিপি স্থাপনের মাধ্যমে তরল বর্জ্য শোধনের উন্নতি ঘটানোর সুযোগ
- বস্ত্রখাত থেকে জ্বালানির চাহিদা হ্রাস পাওয়ার কারণে ইউটিলিটিগুলোর সরবরাহের উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা

সামাজিক: প্রকল্পটি সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং নারীর অন্তর্ভুক্তি বাড়ায় ও জেন্ডার বিষয়ক উদ্বেগের জায়গাগুলোকে সামনে আনে, যেমন:

- স্থানীয় শ্রমিকদের নিয়োগ বৃদ্ধি ও সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় ও খাতওয়ারি অর্থনীতি গতিশীল হয়।
- প্রকল্পের জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেন্ডার ইক্যুইটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
- সহজেই নারীদের দ্বারা পরিচালিত করা যায় এমন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপনের মাধ্যমে হস্তচালিত যন্ত্রপাতি হ্রাস করা।
- উৎপাদন দক্ষতার উন্নতি ঘটানোর মাধ্যমে নাইট শিফট হ্রাস করার সম্ভাবনা বাড়ে যার ফলে নারীদের কাজে জড়িত হওয়াকে উৎসাহিত করে।
- ভালো সরঞ্জাম ও সেগুলো কাজে লাগানোর ভালো অনুশীলন নিশ্চিতকরণের কারণে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাড়ে।
- জ্বালানি দক্ষতায় উন্নতির ফলে জ্বালানি বিল কমানোর মাধ্যমে বস্ত্র কারখানার জ্বালানি সাশ্রয়ীকরণ করে।
- উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা ও সক্ষমতার সদ্ব্যবহার এবং যন্ত্রের কম ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ফলে উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা বাড়ে।

প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব:

প্রকল্পের প্রধান হস্তক্ষেপের জায়গা হলো সারা দেশজুড়ে বস্ত্রখাতের শিল্পগুলোতে জ্বালানি-দক্ষ সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির (গ্রিনফিল্ড এবং ব্রাউনফিল্ড) হালনাগাদকরণ বা গ্রহণ। প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিবাচক হলেও কিছু বিরূপ প্রভাবও তৈরি হতে পারে।

পুনবর্ধন কাজের জন্য নির্মাণ ও স্থাপন কাজের আসলে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব সীমিত, অস্থায়ী ও পরিবর্তনীয় এবং নির্মাণের ভালো অনুশীলনের মাধ্যমে সহজেই পরিচালিত করা যায়। কাজের চুক্তির মাধ্যমে কিছু বিষয় মেনে চলার জন্য ঠিকাদারদের নিবিড় তদারকির আওতায় এনে এই সমস্ত প্রভাব কার্যকরভাবে রোধ করা, কমিয়ে আনা বা প্রশমিত করা যেতে পারে। সুতরাং, প্রাকৃতিক সম্পদের দূষণ ও ক্ষয় রোধের লক্ষ্যে এসব প্রভাব প্রকল্পের নকশা, পরিকল্পনা ও নির্মাণ তদারকি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সময় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যাহোক, প্রতিটি উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক চেকলিস্ট এবং ইএসএমপি প্রস্তুত করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব মূলত ভাঙ্গা/নির্মাণ কাজের সাথে সম্পর্কিত, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- ভাঙ্গা/নির্মাণ বর্জ্যের কারণে দূষণ বৃদ্ধি (প্রত্যক্ষ, স্বল্প-মেয়াদী এবং অপরিহার্য);
- ট্রাক ও যন্ত্রপাতি চলাচলের কারণে ধূলিকণা, শব্দ ও কম্পন উৎপাদন (প্রত্যক্ষ, স্বল্প-মেয়াদী এবং অপরিহার্য);
- জঞ্জাল, অ্যাসবেস্টস ও অ্যাসবেস্টসযুক্ত উপাদান, বা ট্রাক ও যন্ত্রপাতি থেকে জ্বালানি ও তেল, কাজের সময় বা দুর্ঘটনাক্রমে ছড়িয়ে পড়ার কারণে ঝুঁকি (প্রত্যক্ষ, স্বল্পমেয়াদী ও এড়ানো যায়);

- নির্মাণের সময় সড়কে গাড়ির পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি, যা এলাকার লোকজনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে (পরোক্ষ, স্বল্পমেয়াদী ও অপরিহার্য);
- নির্মাণ কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে শ্রমিক ও এলাকার লোকজনের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার উপর প্রভাব (ক্রমবর্ধমান, স্বল্পমেয়াদী ও এড়ানো যায়);
- কাজ শেষ হওয়ার পরে নির্মাণস্থল যথাযথভাবে আগের অবস্থায় না ফিরিয়ে নেওয়া (পরোক্ষ, স্বল্পমেয়াদী ও এড়ানো যায়);
- সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভবনের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব (পরোক্ষ, স্বল্পমেয়াদী ও এড়ানো যায়);
- ইমারতের কাজ চলাকালীন সময়ে যেখানে সরঞ্জাম স্থাপন করা হবে সেখানে অনিরাপদ কোন অনুশীলন (পরোক্ষ, স্বল্পমেয়াদী ও এড়ানো যায়)।

নতুন সরঞ্জাম ও প্রকল্পের কাজের সময় সম্ভাব্য প্রভাবের মধ্যে সুরক্ষা সমস্যা, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর কারণে বায়ু নিঃসরণ, কঠিন বর্জ্য উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

৩.৫ আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ও ইএইচএস নির্দেশিকার বিরুদ্ধে প্রশমন ব্যবস্থা

আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড	প্রয়োগযোগ্যতা	প্রশমন ব্যবস্থা
পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা/কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ১	হ্যাঁ	• অর্থায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত মূল্যায়ন (ইএ) করা, যাতে সেগুলো পরিবেশের জন্য ভালো ও টেকসই হওয়া এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে উন্নতিবিধান করা যায়। • পরিবেশগত মূল্যায়ন (ইএ) কোনো প্রকল্পের প্রভাববলয়ের মধ্যে তার সম্ভাব্য পরিবেশগত ঝুঁকি এবং প্রভাব মূল্যায়ন করে; প্রকল্পের বিকল্প পরীক্ষা করে; প্রতিকূল পরিবেশগত প্রভাব প্রতিরোধ, হ্রাস, প্রশমন বা ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ইতিবাচক প্রভাব বাড়ানোর মাধ্যমে প্রকল্প নির্বাচন, স্থান নির্বাচন, পরিকল্পনা, নকশা ও বাস্তবায়নের উন্নতি করার উপায় চিহ্নিত করে; এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রতিকূল পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে। • প্রকল্পের পরীক্ষা ও শ্রেণিকরণের ভিত্তিতে পরিবেশগত মূল্যায়ন (ইএ) গ্রহণ করা আবশ্যক। • যদি প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য অনুমোদিত হয়, কিন্তু এটির জন্য বিধিবিধান অনুসারে সুনির্দিষ্ট পারমিট প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে প্রকল্পটি সে জাতীয় পারমিট গ্রহণ করবে। • ইওএসএমপি-এর অংশ হিসাবে প্রকল্পটিকে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী বিবেচনা করতে বলা হবে: ১. প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও পারদর্শিতা ২ প্রশিক্ষণ: ক) জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াপ্রদান ও প্রস্তুতি; খ) জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ; এবং গ) তদারকি, পর্যালোচনা এবং রিপোর্ট করা।
শ্রম ও কাজের পরিস্থিতি / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ২	হ্যাঁ	• প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক পারিশ্রমিক ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার সহ বাংলাদেশ সরকারের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মীদের পরিচালনা করা • প্রশাসনিক এবং কাজের বিধি উভয়ের ক্ষেত্রে ভাল কাজের পরিস্থিতি যেমন কাজের সময়, ওভারটাইম, অসুস্থতার কারণে অফিস ছাড়ার অনুমতি, সন্তান প্রসবের পাশাপাশি সুরক্ষা, যেমন সামাজিক বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা সরবরাহ করা • রাসায়নিক পদার্থ ঘাঁটাঘাঁটি, সরঞ্জাম পরিচালনা ও কাজ সম্পর্কিত ঝুঁকি বিবেচনা করে শ্রমিকদের নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং সুরক্ষিত কাজের পরিবেশ। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় পেশাগত দুর্ঘটনা রোধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। • জেন্ডার, নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, নিয়োগের প্রক্রিয়া সহ রাজনৈতিক মতামত, ক্ষতিপূরণ (বেতন এবং ভাতা), কাজের শর্ত এবং চাকরির ধরণ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, বরখাস্তকরণ বা পেনশন এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য না করে বাংলাদেরশ সরকারের বিধি মোতাবেক শ্রমিকদের জন্য সমান সুযোগ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। • কর্মীদের বরখাস্তকরণের বিরূপ প্রভাব হ্রাস করার জন্য বলিষ্ঠ পরিকল্পনা তৈরি করা। • শিশুদের অর্থনৈতিক স্বার্থে নিয়োগ করা উচিত নয় নতুবা এই বাচ্চাদের পড়াশুনার ক্ষতি হতে বা বাঁধা আসতে পারে বা তাদের স্বাস্থ্য বা শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক বিকাশে সহিংসতার শিকার হতে পারে। সমস্ত শ্রমিকের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে এবং অবশ্যই বিদ্যমান সরকারি বিধিবিধি অনুযায়ী আইনীভাবে নিয়োগযোগ্য হতে হবে। • কারখানাগুলির উচিত শ্রমিকদের জন্য একটি পরামর্শদাতা ব্যবস্থা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা

পরিশিষ্ট ৬ — পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড	প্রয়োগযোগ্যতা	প্রশমন ব্যবস্থা
সম্পদ দক্ষতা ও দূষণ প্রতিরোধ / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৩	হ্যাঁ	• প্রকল্পের মাটি, পানি এবং বাতাসে দূষিত পদার্থ ছেড়ে দেয়া এড়ানো উচিৎ। যদি এটি এড়ানো সম্ভব না হয় তবে প্রকল্পটির মুক্তিপ্রাপ্ত দূষিত পদার্থের পরিমাণ বা তীব্রতা হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। নিয়মিত বা অনিয়মিত কার্যকলাপে বা লোকজন ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এমন যে কোনও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে পরিবেশ-বান্ধব কার্যকলাপের নীতিমালা অনুসারে পরিমাপযোগ্য অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ সম্পাদনের মাধ্যমে ঝুঁকির মূল্যায়নগুলি করা দরকার। • প্রকল্পটির যেখানেই সম্ভব, বিপজ্জনক ও বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে ১) হ্রাস পদ্ধতি বা বর্জ্য উত্পাদন হ্রাস করে এবং ২) পুনরায় ব্যবহার পদ্ধতি বা কোন উপকারী কাজের জন্য একই বর্জ্য পুনরায় ব্যবহার করে ৩) পুনর্ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি বা বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে। যদি এগুলো করা অসম্ভব হয় তবে প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং বিধিবিধান মেনে এমন পদ্ধতিতে বিপজ্জনক উপাদানগুলো প্রক্রিয়াজাত, ধ্বংস এবং সাময়িকভাবে জমিয়ে রাখা উচিত। • পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে, প্রকল্পটির নিয়মিত ভিত্তিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিমাপ রেকর্ড করা এবং তুলনা করা উচিত। • পরিবেশে দূষিত পদার্থ কমানো বা হ্রাস করা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বজায় রাখার অন্যতম প্রস্তাবিত উপায় এবং এটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্ভাব্য পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস করারও একটি উপায়। • যদি কোনও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সনাক্ত হয় তাহলে প্রকল্পটির কারণগুলি খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। • প্রকল্পটিতে গ্রীনহাউস গ্যাস প্রশমন কার্যক্রম প্রয়োগ করা উচিত এবং প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ এবং নির্মাণ শেষের পাশাপাশি অপারেশনাল পর্যায় পর্যন্ত প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্ভাব্য গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ অনুমান করা উচিত।
জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৪	হ্যাঁ	• প্রকল্পের নকশা, নির্মাণ, সম্পাদন এবং পরিচালনার সময় শ্রমিকদের এবং প্রভাবিত সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করা উচিৎ এবং চিহ্নিত ঝুঁকি ও প্রভাবগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এগুলোকে কাটিয়ে উঠতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত। • প্রকল্পের নকশা, নির্মাণ, সম্পাদন এবং পরিচালনার কাঠামোগত উপাদান বা উপাদানগুলি প্রযোজ্য প্রবিধান (বিল্ডিং বিধি এবং কোড) অনুসারে হওয়া উচিত এবং বিপদের সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা করা উচিত, বিশেষত যদি কাঠামোগত উপাদানগুলি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় বা যদি নির্মাণ ও কাজের সময় কাঠামোগত ব্যর্থতাগুলি মানুষের আহত হওয়ার কারণ হয়। • প্রকল্প পরিচালকদের একইসাথে সরঞ্জাম ব্যবহার ও সাইটে চলাচলের কারণে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও দুর্ঘটনা রোধ করার চেষ্টা করা উচিত • কারখানাগুলি শ্রমিকদের উপযুক্ত কাজের পোশাক এবং মাস্ক নিশ্চিত করবে

আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড	প্রয়োগযোগ্যতা	প্রশমন ব্যবস্থা
		○ পুরো শরীর ঢাকা কাজের পোশাক, কাজের জুতা এবং ধোয়া যায় বা একবার ব্যবহার করা যায় এমন টুপি ব্যবহার করা ○ বিপজ্জনক চুল্লি নির্গমনে নিশ্বাস নেয়া এড়াতে সম্পূর্ণ সুরক্ষা মাস্ক (সাধারণ কাপড়ের তৈরি নাকের মাস্ক নয়) ব্যবহার করা ○ খাওয়া বা ধূমপান করার আগে এবং কাজ ছাড়ার আগে কাজের কাপড় খুলে ফেলা ○ কাপড় পরিবর্তনের জন্য কাজের ক্ষেত্র থেকে আলাদা একটি ক্ষেত্র ব্যবহার করা ○ পৃথক কাজের কাপড় এবং কাজের বাইরের কাপড় সরবরাহ করা ○ কাজের কাপড় নিয়মিত ধোয়া ● কারখানাগুলি শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন প্রচার করবে ○ আপনার ঠোঁট এবং মুখ থেকে হাত দূরে রাখুন ○ কর্মক্ষেত্রে খাওয়া বা ধূমপান এড়িয়ে চলা ○ মুখে জামার আস্তিন ঘষা এড়িয়ে চলুন ○ বিরতি দেওয়ার আগে সর্বদা সাবান ও পানি দিয়ে ভাল করে হাত এবং মুখ ধুয়ে নিন ○ খাওয়া বা ধূমপানের আগে মুখ ধুয়ে ফেলুন ○ পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট স্থাপন করুন ○ আগুন থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন; ● তরল বর্জ্য নির্গমন, প্রকল্প এলাকায় দূষণ, বিপজ্জনক পদার্থের সমস্যা (যেটা প্রযোজ্য) ○ বর্জ্য সংরক্ষণের স্থান থেকে মিথেন নির্গমন ○ অ্যানেরোবিক পচন প্রবাহ-প্যাথোজেনস, বস্তুকণা, সিওডি/বিওডি নিষ্পত্তি হওয়ায় ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ ○ বায়োগ্যাস জ্বলনের কারণে নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার অক্সাইড, কণা, ডাইঅক্সিন সহ যথেষ্ট পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থের নির্গমন ○ বর্জ্য সংরক্ষণের কারণে প্রভাবগুলি: গন্ধ, চাক্ষুষ অনুপ্রবেশ, বায়ুর মাধ্যমে বয়ে যাওয়া জঞ্জাল, মাছি এবং ইঁদুর আকর্ষণ ○ প্রকল্পটি নষ্ট হওয়া বাল্বগুলি থেকে কাঁচের উপকরণগুলি পুনর্ব্যবহার করার বিকল্পগুলিও সন্ধান করবে এবং পাওয়ারসেলের বাংলাদেশের সিএফএল ডিসপোজাল গাইডলাইনস অনুসারে প্রযোজ্য হলে সিএফএলগুলির ব্যবস্থা করবে। ● প্রকল্পে শ্রমিকদের ও সম্পদের নিরাপত্তা কর্মী বিধানের জন্য কর্মী বা ঠিকাদার নিয়োগ করা উচিত
জমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৫	না	● উপ-প্রকল্পগুলিতে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন অনুমোদিত এবং উপযুক্ত নয়।

পরিশিষ্ট ৬ — পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

আইএফসি কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড	প্রয়োগযোগ্যতা	প্রশমন ব্যবস্থা
		• অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন এবং আদিবাসীদের দিকগুলির স্ক্রিনিংয়ের জন্য, সামাজিক সম্মতির জন্য একটি সু-কাঠামোযুক্ত প্রশ্নপত্র অনুসরণ করা হবে। • প্রকল্পগুলির জন্য যেসব ব্যক্তিগত জমিগুলি বিতর্কিত বা দখলে রয়েছে (অনানুষ্ঠানিক বসতি স্থাপনকারী, অখেতাবধারী সত্তা) সেগুলি ব্যবহার করা হবে না। • এই জাতীয় উদাহরণ গ্রামাঞ্চলে খুব বিরল এবং এই প্রকল্পে কোনও কঠিন নেতিবাচক প্রভাব প্রত্যাশিত নয়।
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীবিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা/ কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৬	না	• এই কর্মসূচির আওতায় এমন কোনো কর্মকাণ্ডের কথা ভাবা হয়নি যা জীববৈচিত্র্য ও জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য হুমকিস্বরূপ। • এ সম্পর্কিত যে কোন কার্যকলাপ অনুমোদিত নয়।
আদিবাসী (আইপি) / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৭	না	• প্রকল্পের সমস্ত আদিবাসী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী যারা প্রকল্পের অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে তাদের সনাক্ত করতে হবে, পাশাপাশি তাদের উপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত প্রভাবের ধরণ ও স্তরগুলি সনাক্ত করতে হবে এবং নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে যথাসম্ভব প্রতিরোধ করতে হবে। ক্ষতিকারকভাবে আদিবাসী জনগনকে প্রভাবিত করে এমন কোনও কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হবে না। • যদি প্রতিরোধ অসম্ভব বলে মনে হয় তবে প্রকল্প পরিচালকদের বিদ্যমান স্থানীয় সাংস্কৃতিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই প্রভাবগুলি কমানো, প্রশমন করা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। • এই প্রকল্পে আদিবাসীদের উপর কোনও নেতিবাচক প্রভাব প্রত্যাশিত নয়
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য / কর্মনৈপুণ্যের মানদণ্ড ৮	না	• পিএস৮ স্পর্শনীয় বস্তু ও এলাকা এবং সংস্কৃতির অদম্য রূপ উভয়কেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। • এই প্রকল্পের আওতায় ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিতে কোনও হস্তক্ষেপ ধরা হয়নি এবং এ ধরনের কোন অনুমতি দেওয়া হবে না।

ইএইচএস নির্দেশিকা

প্রোগ্রামের সমস্ত উপ-প্রকল্পগুলিতে ইএন্ডএস বিবেচনাগুলি যত্ন সহকারে চিহ্নিত এবং মূলধারায় নিয়ে আসা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, আইএফসি ইএইচএস নির্দেশিকা গৃহীত হবে। এই নির্দেশিকাগুলি ইএসএমপি এর নকশা এবং বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হবে, পাশাপাশি প্রোগ্রামের আওতায় বিবেচিত সমস্ত উপ-প্রকল্পগুলির জন্য অন্যান্য প্রযোজ্য ইএন্ডএস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম হিসাবে গৃহীত হবে। ইএইচএস নির্দেশিকাগুলিতে এমন কাজের স্তর এবং মাপকাঠি রয়েছে যা সাধারণত বাণিজ্যিকভাবে প্রাপ্ত প্রযুক্তি দ্বারা যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে অর্জনযোগ্য হিসাবে বিবেচিত। নিষ্কাশিত বর্জ্য, বায়ু নির্গমন এবং অন্যান্য সংখ্যা সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং কর্মক্ষমতা সূচকগুলি, পাশাপাশি ইএইচএস গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি নতুন প্রকল্পগুলির জন্য প্রযোজ্য পূর্বনির্ধারিত মান হিসেবে বিবেচিত হবে, যদিও বিকল্প কার্য সম্পাদনের মাত্রা এবং পদক্ষেপ বিবেচনা করা যেতে পারে। জেনারেল ইএইচএস নির্দেশিকাগুলির মধ্যে পরিবেশগত, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং নির্মাণ এবং ক্ষয়ক্ষতির বিষয়গুলির বিস্তৃত পরিসরে নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলি শিল্প খাতের ইএইচএস গাইডলাইনগুলির সাথে সমান্তরালে ব্যবহার করা উচিত। ইএইচএস সাধারণ নির্দেশিকার ক্ষেত্রগুলি নিচের সারণিতে সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া হয়েছে।

ছক*2*: ডাব্লুবিজি / আইএফসি জেনারেল ইএইচএস নির্দেশিকাগুলোর সংক্ষিপ্তসার

১	**পরিবেশগত**		২	**পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা**
১.১	বায়ু নির্গমন ও চতুর্দিকের বায়ুর গুণমান		২.১	সাধারণ ফ্যাসিলিটি নকশা ও পরিচালনা
১.২	জ্বালানি সংরক্ষণ		২.২	যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ
১.৩	তরল বর্জ্য ও চতুর্দিকের পানি গুণগতমান		২.৩	শারীরিক ঝুঁকি
১.৪	পানি সংরক্ষণ		২.৪	রাসায়নিক ঝুঁকি
১.৫	বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		২.৫	জৈবিক ঝুঁকি
১.৬	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		২.৬	তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি
১.৭	কোলাহল		২.৭	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)
১.৮	দূষিত জমি		২.৮	বিশেষ বিপজ্জনক পরিবেশ
			২.৯	মনিটরিং
৩	**কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা**		৪	**নির্মাণ ও ধ্বংস**
৩.১	পানির গুণগতমান এবং সহজলভ্যতা		৪.১	পরিবেশ
৩.২	প্রকল্পের কাঠামোগত সুরক্ষা অবকাঠামো		৪.২	পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা
৩.৩	জীবন ও অগ্নি নিরাপত্তা (এলএন্ডএফএস)		৪.৩	কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা
৩.৪	সড়ক নিরাপত্তা			
৩.৫	বিপজ্জনক পদার্থ পরিবহন			
৩.৬	রোগ প্রতিরোধ			
৩.৭	জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুতি এবং সাড়া			

(সূত্র: আইএফসি / ডব্লিওবিজি (২০০৭)। পরিবেশগত, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশিকা। ৩০ এপ্রিল ২০০৭ পাওয়া যাবে এখানে: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final++General+EHS+Guidelines.pdf?MOD=AJPERES [Accessed 02/12/18]

ইএসএমএফ অনুসরণ করতে এই শিল্প যে যে প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তার বিশদ বিবরণ পরিশিষ্ট ১ ও পরিশিষ্ট ৩ এ দেওয়া হয়েছে।

লিঙ্গীয় সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

জেন্ডার ইক্যুইটি ও ক্ষমতায়ন মূলধারায় নিয়ে আসার বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রকল্পের একটি কেন্দ্রীয় মনোযোগের জায়গা। উপ-প্রকল্পগুলোতে জীবিকা পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে নারীর চাহিদা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হবে। প্রকল্পের আওতায় একটি জেন্ডার অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয় যা উপ-প্রকল্পের প্রস্তুতির পর্যায়ে ও প্রণয়নের সময়ে জেন্ডার ইস্যু বিশ্লেষণে সহায়তা করে। উপ-প্রকল্প স্তরে, লিঙ্গ বিশ্লেষণ সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হবে এবং প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া এবং উপলব্ধ গৌণ ডেটা প্রাপ্তির সময় জেন্ডার সম্পর্কিত নির্দিষ্ট প্রশ্নের প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হবে। পরিমাণগত এবং গুণগত বিশ্লেষণ লিঙ্গ বৈষম্য, প্রয়োজনীয়তা, সীমাবদ্ধতা এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কিত যৌনতা সম্পর্কিত ডেটা এবং বিষয়গুলো আনবে; পাশাপাশি লিঙ্গ ভিত্তিক অসম ঝুঁকি, সুবিধা এবং সুযোগগুলোর সম্ভাবনা আছে কিনা তা বোঝার পাশাপাশি। বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, নির্দিষ্ট হস্তক্ষেপগুলো ডিজাইন করা হবে এবং প্রয়োজনে জেন্ডার অ্যাকশন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। প্রকল্পের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ কাঠামোর মধ্যে লিঙ্গ বিযুক্ত সূচক এবং লিঙ্গ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ এবং দারিদ্র্য নিরসনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হ'ল যে কোনও প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং টেকসইতার আরও দুটি মূল নির্ধারক। যে কোনও প্রকল্পে প্রকল্পের নকশা, নির্মাণ, এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে (এমএন্ডই) মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাগুলোর সমাধান করতে হবে। প্রকল্পটি অবশ্যই জেন্ডার এবং দারিদ্র্যের মধ্যে যোগসূত্রের উপর নজর রাখতে হবে, উদাহরণস্বরূপ, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত পরিবার এবং সেইসব পরিবারের বিশেষ প্রয়োজন।

প্রকল্পের ডিজাইনগুলো লিঙ্গ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া উচিত এবং এএসআইএ নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রকল্পের পরিকল্পনার সময় জেন্ডার বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এবং সুপারিশগুলো এবং বাস্তবায়নের সময় উপকারভোগীদের প্রতিক্রিয়াগুলো পরবর্তী পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য অবশ্যই পুরোপুরি আলোচনা করা উচিত। মূল কর্মপন্থাগুলো নিচে তালিকাভূক্ত করা হল:

লিঙ্গ ও সামাজিক দিকসমূহ মূল্যায়নের জন্য সাধারণ চেকলিস্ট

- লিঙ্গভিত্তিক এবং মহিলাদের অংশগ্রহণের মূল বিষয়গুলো চিহ্নিত করুন।
- প্রকল্পের লক্ষ্যগুলো থেকে লিঙ্গের ভূমিকা চিহ্নিত করুন।
- গ্রাহক পক্ষের জেন্ডার বিশেষজ্ঞ বা সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের জন্য রেফারেন্সের শর্তাদি (টিওআর) প্রস্তুত করুন
- সামগ্রিক সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসাবে জেন্ডার বিশ্লেষণ পরিচালনা করুন।
- লিঙ্গ অনুযায়ী মূল ভূক্তভুগি শ্রেণীর অভীষ্ট জনগণ এবং পৃথক ডেটা লক্ষ্য জনসংখ্যায় মূল স্টেকহোল্ডার গ্রুপগুলোর একটি আর্থ-সামাজিক প্রোফাইল আঁকুন এবং লিঙ্গ অনুসারে পৃথক ডেটা।
- জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুশীলন, ভূমিকা, স্থিতি, মঙ্গল, বাধা, প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার এবং এই পার্থক্যগুলোকে প্রভাবিত করে এমন উপাদানগুলোর মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্য পরীক্ষা করুন Ex
- অংশ নেওয়ার জন্য পুরুষদের এবং মহিলাদের ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতাকে প্রভাবিত করার কারণগুলো মূল্যায়ন করুন।
- প্রকল্পের সম্ভাব্য লিঙ্গ-বিভেদযুক্ত প্রভাব এবং সর্বাধিকতর সুবিধা এবং প্রতিকূল প্রভাবগুলো হ্রাস করার বিকল্পগুলোর মূল্যায়ন করুন।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে এমন সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও) এবং মহিলা গ্রুপগুলো সনাক্ত করুন। তাদের সক্ষমতা মূল্যায়ন করুন।
- প্রয়োজনীয় হিসাবে লিঙ্গ সম্পর্কিত নীতি এবং আইন পর্যালোচনা করুন।
- উপরের বিষয়গুলো সম্পর্কিত তথ্য ফাঁকগুলো চিহ্নিত করুন।
- প্রকল্প নকশায় পুরুষ ও মহিলাদের জড়িত করুন।
- প্রকল্পের নকশায় লিঙ্গ সম্পর্কিত ফলাফলগুলো অন্তর্ভুক্ত করুন।
- লিঙ্গ সংক্রান্ত উদ্বেগগুলো প্রাসঙ্গিক বিভাগগুলোতে (প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সুযোগ, দারিদ্র্য ও সামাজিক ব্যবস্থা, ব্যয়ের অনুমান, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, সামাজিক পরিশিষ্ট এবং বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শক এবং টিওআর সহ এম এবং ই সমর্থন সহ) সমাধান করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন।
- প্রধান লিঙ্গ কর্মের তালিকা দিন।
- লিঙ্গ-পৃথকীকরণ সূচক এবং পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা বিকাশ।

3.5 ইএসএমএফ-এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আবশ্যিকতা - অংশীজনদের ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব

যেহেতু এনার্জি এফিসিয়েন্সি প্রকল্পগুলি আংশিকভাবে আইডিসিএল এর মাধ্যমে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড দ্বারা অর্থায়ন করা হবে, তাই সমস্ত কাজ (নাগরিক এবং নির্মাণ ঠিকাদারদের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়) অবশ্যই যথাযথ পরিহার এবং প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে ইএসএমএফ মেনে করতে হবে। কোনও প্রকল্প গ্রহণের আগে আইডিসিওএল দ্বারা প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ইএসএমএফ মূল্যায়ন করা হবে। ইএসএমএফ প্রকল্পগুলির মধ্যে পরিবেশগত এবং সামাজিক বিষয়গুলির জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে এবং সেই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য কৌশলগুত রূপরেখা দেয়।

আইডিসিওএল ইএসএমএফ পর্যবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী যেখানে প্রয়োজন সেখানে ঠিকাদার কর্তৃক সময়োচিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

সাইট সুপারভাইজার

সাইট তত্ত্বাবধায়ক যেখানে প্রযোজ্য সেখানে ইএসএমএফ এর সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ। সাইট তত্ত্বাবধায়ক প্রকল্পের কার্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে টেক্সটাইল কারখানা, আইডিসিওএল, প্রকৌশলী এবং সমস্ত নির্মাণ সাইট কর্মীদের পরামর্শ প্রদান করবেন। প্রকল্পের কর্মীদের পরিবেশগত সচেতনতা যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বজায় রাখা নিশ্চিত করাও সাইট তত্ত্বাবধায়কের কাজ। প্রয়োজনীয় বিবেচিত এবং নির্মাণ-পরবর্তী সময়ে সম্মতির একটি স্বাধীন পর্যালোচনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিবেশগত পদ্ধতি এবং প্রকল্প ও কর্মকাণ্ড-নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা / নির্দেশাবলী

পরিবেশগত পদ্ধতিগুলি কিভাবে পরিবেশগত উপাদানগুলি পরিচালনার উদ্দেশ্যগুলি পাওয়া যাবে তা বর্ণনা করে একটি লিখিত পদ্ধতি সরবরাহ করে। এগুলিতে সাইট বা কার্যকলাপ-নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণ রয়েছে এবং সমস্ত নির্মাণ কাজে এগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন। সাইট এবং কার্যকলাপ-নির্দিষ্ট কাজের পরিকল্পনা এবং নির্দেশাবলী নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে জারি করা হবে:

পরিবেশগত ও ঘটনা রিপোর্ট করা

ইএসএমএফের পদ্ধতিগুলির সাথে সঙ্গতিহীন সহ যে কোনও ঘটনার একটি ঘটনা রেকর্ড রাখতে হবে এবং রেজিস্টারে পূর্ণ বিবরণে লিখতে হবে। যে কোনও ঘটনার ফলে কোন উপাদান বা পরিবেশগত মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার জন্য সাইটের তত্ত্বাবধায়ক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নোডাল বিভাগ ও পরিবেশ অধিদফতরে (ডিওই) অবহিত করবেন। পরিবেশ অধিদফতরের অনুমোদন অনুযায়ী প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত ঠিকাদারকে কাজ বন্ধ করতে হবে।

দৈনিক ও সাপ্তাহিক পরিবেশ পরিদর্শন চেকলিস্ট

প্রাসঙ্গিক সাইট তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা প্রতিটি কাজের সাইটে একটি দৈনিক পরিবেশগত চেকলিস্ট সম্পন্ন করতে হবে এবং একটি রেজিস্টারের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। একটি সাপ্তাহিক পরিবেশগত চেকলিস্টটি সম্পন্ন করতে হবে যাতে সাইট তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা দৈনিক চেকলিস্টগুলিতে চিহ্নিত যে কোন বিষয়গুলির উল্লেখ থাকবে।

সংশোধনমূলক কাজ

ইএসএমএফ-এর সাথে সঙ্গতিহীন বিষয়গুলি সাপ্তাহিক পরিবেশ পরিদর্শনগুলিতে নোট করতে হবে এবং রেজিস্টারে উল্লেখ করতে হবে। সঙ্গতিহীন বিষয়গুলির তীব্রতার উপর নির্ভর করে সাইট তত্ত্বাবধায়ক সাপ্তাহিক সাইট পরিদর্শন প্রতিবেদনে একটি সংশোধনমূলক পদক্ষেপ উল্লেখ করতে পারেন। সমস্ত সংশোধনমূলক কার্যকলাপের অগ্রগতি রেজিস্টার ব্যবহার করে চিহ্নিত করা হবে।

অভিযোগ রেজিস্টার

নির্মাণের সময় সম্প্রদায়ের দ্বারা উত্থাপিত যে কোনও উদ্বেগ রেকর্ড করার জন্য একটি অভিযোগ রেজিস্টার স্থাপন করা হবে। অভিযোগটি তদন্ত করা হবে এবং তদন্তের পরে অনুসরণ করা হবে; যদি এটি কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত হয় তবে বিষয়টি মন্তব্য এবং/বা পরামর্শের জন্য আইডিসিওএলকে প্রেরণ করা হবে।

অভিযোগের প্রতিকার প্রক্রিয়া

প্রকল্পের প্রস্তাবকারী একটি তিন সদস্যের অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) গঠন করবেন, যেখানে প্রকল্পের প্রস্তাবকারীর প্রতিনিধিত্বকারী একজন কর্মকর্তা থাকবেন যার পদমর্যাদা বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নিচে হবেনা, প্রকল্প এলাকা থেকে একজন নির্বাচিত সদস্য (স্থানীয়) থাকবেন এবং জনসাধারণ থেকে একজন সদস্য থাকবেন যিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিষ্ঠা, সুবিচারকারী একজন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধার পাত্র। জিআরসি-র অস্তিত্ব প্রভাবিত ব্যক্তিদের মধ্যে মুদ্রিত হ্যান্ডআউটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হবে যাতে অভিযোগ নিরসন কাঠামো ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ থাকবে।

পর্যালোচনা এবং নিরীক্ষণ

ইএসএমএফ এবং এর পদ্ধতিগুলি আইডিসিওএল কর্মীদের কমপক্ষে প্রতি দুই মাসে একবার পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনার উদ্দেশ্যটি হল নির্মাণ কার্যকালে প্রাপ্ত জ্ঞানকে প্রতিফলিত করা এবং নতুন জ্ঞান ও পরিবর্তিত সম্প্রদায়ের মানদন্ড (মান) প্রতিফলিত করার জন্য ডকুমেন্টটি সংশোধন করা। ইউএনডিপি কর্মীর সাথে পরামর্শ করে যে কোনও পরিবর্তন সম্প্রসারণ ও প্রয়োগ করতে হবে। সংশোধন করা হয়ে গেলে, সমস্ত সাইট কর্মীদের তাত্ক্ষণিকভাবে একটি টুলবক্স মিটিংয়ের মাধ্যমে সংশোধন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

অনুসন্ধান, উদ্বেগ এবং অভিযোগের জন্য যোগাযোগের পয়েন্ট হিসাবে প্রকল্প পরিচালক দল কর্তৃক প্রচারিত একটি টেলিফোন নম্বর পুরো প্রকল্প সময় জুড়ে রাখা হবে। সমস্ত অনুসন্ধান, উদ্বেগ এবং অভিযোগগুলি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং উপযুক্ত পরিচালককে অবহিত করা হবে।

যেখানে কোনও সম্প্রদায় ইস্যু উত্থাপিত হয়, নিম্নলিখিত তথ্য রেকর্ড করা হবে:

- সময়, তারিখ এবং তদন্তের প্রকৃতি, অভিযোগ বা উদ্বেগ;
- যোগাযোগের ধরণ (যেমন টেলিফোন, চিঠি, ব্যক্তিগত যোগাযোগ);
- নাম, যোগাযোগের ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর;
- তদন্ত, অভিযোগ বা উদ্বেগের কারণে প্রতিক্রিয়া এবং তদন্ত পরিচালিত হয়েছে; এবং
- পদক্ষেপ নেওয়া এবং অভিনয় করা ব্যক্তির নাম।

কিছু অনুসন্ধান, অভিযোগ এবং উদ্বেগের সমাধানের জন্য বর্ধিত সময় প্রয়োজন হতে পারে। অভিযোগটি সংশোধন করার দিকে অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করা হবে। সমস্ত অনুসন্ধান, অভিযোগ এবং উদ্বেগ তদন্ত করা হবে এবং সময়মত অভিযোগকারীকে দেওয়া একটি প্রতিক্রিয়া। ঠিকাদার এবং বস্ত্র কারখানার জন্য কোনও কর্মী মনোনয়নের প্রয়োজন হবে সমস্ত তদন্ত, অভিযোগ এবং উদ্বেগের একটি পর্যালোচনা করার এবং প্রতিটি বিষয়ে সমাধানের দিকে অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণ

- প্রধান ঠিকাদারের ব্যবস্থা রয়েছে যাতে ব্যবস্থা রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যাতে প্রাসঙ্গিক কর্মচারী, ঠিকাদার এবং উপ-ঠিকাদাররা ইএসএমএফ সহ নির্মাণের জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত থাকে।
- সমস্ত নির্মাণকর্মী একটি আবেগে অংশ নেবে যা স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তাগুলো অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রশাসন

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দলটি কাজের সময় এই দস্তাবেজটির সংশোধন বা আপডেটের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। দস্তাবেজটি আপডেট হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যার কাছে নথি জারি করা হয় তার দায়িত্ব।
- সাইট সুপারভাইজার নির্মাণ সাইটের দৈনিক পরিবেশ পরিদর্শনগুলোর জন্য দায়ী থাকবেন।

- ঠিকাদার সমস্ত প্রশাসনিক এবং পরিবেশগত রেকর্ড বজায় রাখবেন এবং রাখবেন যাতে অভিযোগগুলোর কারণ প্রশমিত করতে যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের রেকর্ড সহ অভিযোগের লগ অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- ESMF এর প্রতিদিন মেনে চলার জন্য ঠিকাদার দায়বদ্ধ থাকবে।
- তদারকি প্রকৌশলী / প্রকল্প পরিচালক ঠিকাদারকে তদারকি করবেন।

জনগণের সাথে পরামর্শ

(তারিখ) থেকে (দিনগুলোর সংখ্যা) দিনের মধ্যে আইডিসিএলের ওয়েবসাইটে পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিচালনার ফ্রেমওয়ার্ক প্রকাশিত হবে। এই লিঙ্কের মাধ্যমে আগ্রহী পক্ষগুলো পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবগুলোর মূল্যায়ন এবং প্রস্তাবিত ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থা, প্রতিকূল প্রভাব প্রশমন এবং প্রকল্পের বর্ধিত সুবিধাগুলো সম্পর্কিত মন্তব্য, পরামর্শ এবং সমালোচনা প্রেরণ করতে পারে।

প্রাপ্ত মন্তব্য, পরামর্শ এবং সমালোচনা রেকর্ড করা হবে, বিশ্লেষণ করা হবে এবং যথাযথ হিসাবে পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিচালনা ফ্রেমওয়ার্কে সংযুক্ত করা হয়েছে। পরামর্শ প্রক্রিয়াটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিচালন কাঠামোর চূড়ান্ত সংস্করণের সাথে সংযুক্ত করা হবে।

3.6 কর্মসূচির প্রস্তুতিস্তরে চিহ্নিত সামাজিক ও পরিবেশগত দিকগুলোর সাথে সম্পর্কিত প্রধান ঝুঁকিসমূহ

নির্বাচিত ঝুঁকি ফ্যাক্টর ১		
শ্রেণী	সম্ভাব্যতা	প্রভাব
কারিগরি ও কার্যকর	নিম্ন	মাঝারি:
বর্ণনা		
সুরক্ষা ঝুঁকি যেমন দুর্ঘটনা, আহত হওয়া ও অগ্নিকান্ডের ঘটনা এবং সরঞ্জাম ও কর্মচারীদের অন্যান্য পেশাগত ক্ষয়ক্ষতি।		
প্রশমন ব্যবস্থা		
এটি ইএসআইএ প্রকল্প মেনে চলা বাধ্যতামূলক করে যা প্রয়োজনীয় পরিহার, প্রশমন এবং ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা সরবরাহ করে; এছাড়াও যখন প্রয়োজন তখন জাতীয় আইন ও নীতিসমূহ [৪] এবং অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড)/ অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সিকিউরিটি (অ্যালায়েন্স)/ ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ফায়ার সেফটি অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি (এনএপি) বা সরকার নির্ধারিত অন্য যে কোন নিয়ন্ত্রক শর্ত মেনে চলবে। এগুলির সাথে সমন্বয় অগ্নিকান্ডের কারণে সৃষ্ট ঘটনা, দুর্ঘটনা বা আহত হওয়া এবং অন্যান্য পেশাগত ক্ষতির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রক মান এবং আইডিসিওএল ইএইচএসের নীতিমালা ও নির্দেশিকা এবং স্পষ্ট চুক্তিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার প্রায়োগিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার আবশ্যক নিয়মগুলি মেনে চলা হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা হবে।		
নির্বাচিত ঝুঁকি ফ্যাক্টর ২		
শ্রেণী	সম্ভাব্যতা	প্রভাব
অন্য	নিম্ন	মাঝারি:
বর্ণনা		
বস্ত্র খাতে জ্বালানি দক্ষতার সুবিধা এবং এর জন্য আর্থিক উপকরণের প্রাপ্যতা সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞানের অভাবজনিত ঝুঁকি।		
প্রশমন ব্যবস্থা		
প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সহায়তা অংশের অধীনে আইডিসিওএল টেক্সটাইলের শক্তি দক্ষতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে একাধিক জাতীয় অংশীজন অংশগ্রহণ ইভেন্টের ব্যবস্থা করবে এবং এ ক্ষেত্রে অর্থায়নের প্রাপ্যতা অর্জনের জন্য সহায়তা করবে। অর্থ ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব সম্পর্কিত ঝুঁকি কমানোর জন্য জ্ঞান পণ্য, বিপণন সামগ্রী, কর্মশালা এবং আউটরিচ প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে জ্ঞানের ব্যবধানটি মোকাবেলা করা হবে।		

[৪] পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ) ১৯৯৫; পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর) ১৯৯৭; পরিবেশ আদালত আইন (ইসিএ) ২০১০

নির্বাচিত ঝুঁকি ফ্যাক্টর ৩		
শ্রেণী	সম্ভাবনা	প্রভাব
অন্যান্য	মাঝারি:	নিম্ন
বর্ণনা		
দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং নতুন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি থেকে প্রাপ্ত চাকরির সুযোগগুলি থেকে কোন সামাজিক দল এবং আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে বাদ দেওয়ার মতো সামাজিক ঝুঁকি।		
প্রশমন ব্যবস্থা		
বাংলাদেশ সামাজিক নিয়ন্ত্রক কাঠামো, আইডিসিএল এর ইএসএসএফ, জিসিএফের নির্দেশিকা এবং ইএসআইএ এর সাথে সামঞ্জস্য করলে তালিকাভুক্ত সামাজিক ঝুঁকিগুলির কোনটি কখনো ঘটবে না তা নিশ্চিত করবে।		
নির্বাচিত ঝুঁকি ফ্যাক্টর ৪		
শ্রেণী	সম্ভাবনা	প্রভাব
অন্যান্য	নিম্ন	মাঝারি:
বর্ণনা		
প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জেন্ডার ইক্যুইটির অভাব এবং নতুন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংহতকরণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়ক ঝুঁকিগুলি।		
প্রশমন ব্যবস্থা		
প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো সময় জুড়ে জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ইক্যুইটি প্রচার করা হবে। প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীরা জেন্ডার বিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রশমন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম আইন ও শ্রম বিধি, নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং জিসিএফ এর জেন্ডার নীতি মেনে চলবে। এই প্রকল্পের জেন্ডার অ্যাকশন পরিকল্পনা মেনে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।		
নির্বাচিত ঝুঁকি ফ্যাক্টর ৫		
শ্রেণী	সম্ভাবনা	প্রভাব
অন্যান্য	মাঝারি:	নিম্ন
বর্ণনা		
পরিবেশ ঝুঁকির জন্য দায়ী শিল্প কারখানার আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে উৎপাদিত কঠিন এবং তরল আবর্জনা।		
প্রশমন ব্যবস্থা		
ইএসআইএ পরিবেশ সম্পর্কিত উর্ধ্বমূখী সমস্যাগুলি সনাক্ত এবং বিশ্লেষণ করে যা প্রকল্প ও সেক্টরকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এবং একইভাবে এর নিরশন ব্যবস্থার পরামর্শ দেয়। এটি প্রস্তাবিত পরিবেশ প্রশমন ও বর্ধনমূলক পদক্ষেপের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত করে। ইএসআইএ -এর মাধ্যমে পরিবেশগত ঝুঁকির প্রাক-সনাক্তকরণ করা হবে এবং এই ঝুঁকির ঘটনা ও তীব্রতা হ্রাস করার জন্য এটি প্রস্তুত করা হবে। ইএসআইএ মেনে চলা অপরিহার্য যেহেতু এটি জাতীয় আইন এবং আইডিসিওএল নির্দেশিকাগুলি অনুসারে চলে।		
নির্বাচিত ঝুঁকি ফ্যাক্টর ৬		
শ্রেণী	সম্ভাবনা	প্রভাব
অন্যান্য	নিম্ন	নিম্ন
বর্ণনা		
বস্ত্র কারখানার নানা প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন ধূলিকণা, ভিওসি ও রাসায়নিকের সাথে শ্বাস-প্রশ্বাস ও ত্বকের সংস্পর্শ থেকে যে স্বাস্থ্যঝুঁকি তা ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে এবং শ্বাসনালীর ক্ষতি করতে পারে।		
প্রশমন ব্যবস্থা		
স্বাস্থ্যঝুঁকি নিম্ন মাত্রার এবং ঘটার আশঙ্কা কম। পৃথক প্রশমন ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না, কারণ এই ঝুঁকি ইতোমধ্যেই কমে এসেছে জ্বালানিসাশ্রয়ী সরঞ্জাম ব্যবহারের ফলে; যা কিনা অনুমোদনপ্রাপ্ত ও বিদ্যমান সরঞ্জামের তুলনায় অধিক গ্রাহক ও পরিবেশ বান্ধব। গ্রাহক পর্যায়ে নিশ্চিত করতে হবে যে সরঞ্জাম ও সেগুলো স্থাপন কর্মসূচির ইএসআইএ-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা জাতীয় বিধিবিধান ও আইডিসিওএল নির্দেশিকা মেনে করা।		

পরিশিষ্ট ৬ — পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

পরিশিষ্ট ১ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার নমুনা

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) হলো সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করার পর প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা মূল দলিল। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রকল্পের প্রভাবসমূহ যাতে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নেমে আসে তা নিশ্চিত করে এই পরিকল্পনা। সুতরাং, প্রকল্পের প্রভাবাধীন ক্ষেত্রের সার্বিক পরিবেশগত মান সংরক্ষণ/উন্নত করার জন্য ইএসএমপি হয়ে ওঠে পূর্ববর্তী সব বিশ্লেষণ কাজে লাগানো নিশ্চিত করার দলিল। ইএসএমপি দলিলটি এমন হওয়া উচিত যাতে তা সুনির্দিষ্টভাবে উপ-প্রকল্পমুখী হয়, এবং এতে বিরূপ প্রভাবসমূহ সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত রূপে উল্লেখিত থাকে, প্রভাবসমূহকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বাছাইকৃত কতগুলো ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ ও সেসব বাস্তবায়নের সময়রেখা তোলে ধরা থাকে। দলিলটিতে নানা অংশীজনের ভূমিকা ও দায়দায়িত্বও স্পষ্ট করে উল্লেখিত থাকা উচিত। ইএসএমপিয়ের গাঠনিক উপাদানগুলো হলো:

I. সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব চিহ্নিত এবং প্রশমিতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, একসাথে যে শর্তগুলোর মধ্যে এক বা অন্য পদক্ষেপ প্রযোজ্য হবে এবং পর্যায়ক্রমে তাদের একীকরণ - প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ / বাস্তবায়ন এবং অপারেশন
II. ইতিবাচক প্রভাব বর্ধিতকরণ পরিকল্পনা
III. নির্দেশক, কর্মকৌশল, পুনরাবৃত্তি, অবস্থান সহযোগে তদারকি পরিকল্পনা
IV. উপরোক্ত সব কার্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্দ।
V. প্রতিটি কর্মকাণ্ড ও প্রশমন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত
VI. প্রতিটি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সময়সূচী এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সীমার সাথে তা সংহতকরণ।
VII. পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত অভিযোগগুলো সমাধানের জন্য রিপোর্টিং পদ্ধতি।

সম্ভাব্য সমস্যাগুলো এবং সম্ভাব্য প্রভাব ও প্রশমন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসারগুলো আরও উপ-প্রকল্পগুলো চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে আসন্ন ইএসএমপিগুলোর প্রস্তুতি পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে। জেনেরিক ইএসএমপি কেবল একটি গাইডলাইন ডকুমেন্ট এবং এতে উপ-প্রকল্পের প্রত্যাশিত প্রভাবগুলো মোকাবেলা করা এবং প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া দরকার।

রিপোর্ট করার হার: বছরে দুই বার (৬ মাস)

ছক*.৩:* প্রকল্পের জন্য নমুনা ইএসএমপি

বিষয়	নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড (ও উৎস)	সক্রিয়তার সময়	দায়িত্ব
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শব্দমাত্রা	সরঞ্জাম ইনস্টলেশন এবং কোনও সম্পর্কিত নির্মাণের সময় শব্দের নির্গমন হ্রাস করা উচিত তা নিশ্চিত করতে সরঞ্জাম এবং নির্দিষ্ট নকশার কাজের অনুশীলনগুলো নির্বাচন করুন	সব পর্ব	ঠিকাদার
	সাইলেন্সারগুলোর মতো নির্দিষ্ট শব্দ কমানোর ডিভাইসগুলো সাইট প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামগুলোর উপযুক্ত হিসাবে ইনস্টল করা হবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়ে	ঠিকাদার
	প্রয়োজনের পরিমাণ হ্রাস করুন এবং নির্গমন যতটা সম্ভব সীমাবদ্ধ করুন যদি শব্দ উৎপন্ন নির্মাণের কাজগুলো সময়ের বাইরে পরিচালিত করা হয়: সকাল ৭টা - বিকাল ৫টা (সোম - শুক্র)	নির্মাণের দশা	সব কর্মী
	শব্দ সংক্রান্ত সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগের অভিযোগ এবং অ-বাধ্যবাধকতা সাইটের ঘটনার রিপোর্টিং পদ্ধতি অনুসারে রিপোর্ট করা হবে এবং রেজিস্টারে সংক্ষিপ্ত করে জানানো হবে।	নির্মাণ পর্ব, কর্মপরিচালনা পর্ব	সাইট সুপারভাইজার
	ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজের অনুশীলনে অতিরিক্ত শব্দ কমিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার উন্নতির জন্য ঠিকাদারকে কর্মচারী এবং অপারেটর প্রশিক্ষণ নিতে হবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ঠিকাদার
নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি চালনার পলে সৃষ্ট কম্পন	প্রকল্পগুলো নির্মাণ ও পরিচালনার ফলে কম্পনের প্রভাবগুলোর প্রতি সংবেদনশীল হবে এমন বৈশিষ্ট্য, কাঠামো এবং আবাসস্থল সনাক্ত করুন।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ঠিকাদার

বিষয়	নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড (ও উৎস)	সক্রিয়তার সময়	দায়িত্ব
	নির্মাণ এবং অপারেশনাল কম্পনের প্রভাবগুলো থেকে শব্দ এবং কম্পনের জন্য অস্থায়ী এবং স্থায়ী প্রশমন ব্যবস্থাগুলোকে যথাযথভাবে প্রদানের জন্য ডিজাইন।	প্রাক-নির্মাণ, অপারেশন পর্ব	ঠিকাদার
	কম্পন সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা, অভিযোগ এবং কম-কমপ্লায়েন্স সাইটের ঘটনার রিপোর্টিং পদ্ধতি অনুসারে রিপোর্ট করা হবে এবং রেজিস্টারে সংক্ষিপ্তসারিত হবে	নির্মাণ পর্ব, কর্মপরিচালনা পর্ব	সাইট সুপারভাইজার
	নির্মাণের সময়, নির্মাণ এবং অপারেশনাল কম্পনের প্রভাবগুলো থেকে ভূগর্ভস্থ পরিষেবাগুলো সনাক্ত এবং সুরক্ষার জন্য মানক পদক্ষেপ নেওয়া হবে	নির্মাণের দশা	সাইট সুপারভাইজার
সংবেদনশীল স্থানে ধুলার মাত্রা বৃদ্ধি	নকশা, নির্মাণ এবং অপারেশন চলাকালীন সকল ক্ষেত্রে কার্যকর ধূলিকণা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	সব কর্মী
	নির্মাণ লেডাউনের জন্য চিহ্নিত জায়গায় ডাস্ট গেজ ইনস্টল করুন এবং প্রকল্পের ফুটপ্রিন্টে মজুদ করুন	নির্মাণের সময়	সাইট সুপারভাইজার
	যে কোনও সংবেদনশীল স্থানে নির্গমন পরিবেশের উপদ্রব সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করার জন্য ধূলিকণা / কণা বিষয় উত্পন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করুন	নির্মাণের সময়, অপারেশন পর্ব	সাইট সুপারভাইজার
	নির্মাণ কার্যক্রম জলবায়ু ইভেন্টের সাথে যুক্ত ঝুঁকি হ্রাস করা উচিত।	নির্মাণের সময়	সাইট সুপারভাইজার
	প্রধান ব্যাঘাত এবং আর্থসামগ্রী হ্রাস করা নিশ্চিত করতে প্রস্তাবিত কাজের সময়সূচী / মঞ্চায়ন কার্যকর করুন।	পুরো নির্মাণ	ঠিকাদার
	অনলাইনে মজুদ করা উপকরণগুলো অর্ডার করা হবে না এবং / বা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় না হওয়া অবধি ক্রয় করা হবে কিনা তা নিশ্চিত করুন।	পুরো নির্মাণ	ঠিকাদার
	সংবেদনশীল অবস্থানগুলো থেকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করা যায় না এমন জঞ্জাল স্কিপস এবং রিসেপটাক্সগুলো coveredেকে রাখা উচিত।	নির্মাণের সময়	সাইট সুপারভাইজার
যানবাহন থেকে নির্গমন বৃদ্ধি (গন্ধ ও ধোঁয়া সহ)	নির্মাণের যানবাহন যখন কাজের মধ্যে নাই তখন যেন তা বন্ধ করা থাকে তা নিশ্চিত করুন।	নির্মাণের সময়	সাইট সুপারভাইজার
	সকল নির্মাণ যানবাহন, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি যাতে তাদের ডিজাইনের মানমাত্রা ও যন্ত্রাংশ অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করুন।	নির্মাণের সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	সাইট সুপারভাইজার
	সমস্ত সাইট কর্মীদের জন্য একটি আনয়ন প্রোগ্রাম বিকাশ এবং বাস্তবায়ন করুন, যা সাইটের সম্পর্কিত পরিবেশগত পরিচালনার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার একটি নূন্যতম রূপরেখা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ঠিকাদার
	জঞ্জাল স্কিপ ও রিসেপটক্যালস ঢেকে রাখা উচিত এবং সংবেদনশীল জায়গা থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখা উচিত।	নির্মাণের সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	সাইট সুপারভাইজার
বর্জ্য উত্পাদন এবং সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার	প্রকল্পটি নির্মাণে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন উপকরণগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যা উত্পাদিত প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ বর্জ্য হ্রাস করবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়	ঠিকাদার
	নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার অনুকূলিত করা হবে এবং যেখানে সম্ভব হবে একটি পুনর্ব্যবহার নীতি গৃহীত হবে।	নির্মাণের সময়	সাইট সুপারভাইজার

বিষয়	নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড (ও উৎস)	সক্রিয়তার সময়	দায়িত্ব
	যে কোনও বর্জ্য অনুমোদিত ল্যান্ডফিলে নিষ্পত্তি করা হবে।	নির্মাণের সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	সাইট সুপারভাইজার
	পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য (তেল এবং কিছু নির্মাণ বর্জ্য সহ) আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হবে এবং সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা হবে।	নির্মাণের সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	সাইট সুপারভাইজার
	বন্যপ্রাণী যাতে ঢুকে না যায় তা নিশ্চিত করতে বর্জ্য স্থানগুলো প্রতিদিন ঠিকঠাক মতো ঢেকে রাখতে হবে	নির্মাণের সময়	সাইট সুপারভাইজার
	বাংলাদেশ সরকারের চাহিদা অনুসারে বর্জ্য নিষ্কাশন করতে হবে।	নির্মাণের সময়	সাইট সুপারভাইজার
	যানবাহন ও প্ল্যান্ট থেকে জ্বালানি ও লুব্রিক্যান্ট নির্গত হলে তা অবিলম্বে ঠিক করতে হবে।	নির্মাণের সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	সাইট সুপারভাইজার
বর্জ্য উৎপাদন ও সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার	বড় মাপের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ সম্ভবপর সবক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার বাইরে করা উচিত।	নির্মাণের সময়	সাইট সুপারভাইজার
	করিডোরের কোনোখানে কংক্রিটের অবশিষ্টাংশ ফেলে রাখা যাবে না।	নির্মাণের সময়	সাইট সুপারভাইজার
	প্রকল্প এলাকায় জ্বালানি ও রাসায়নিকের সর্বনিম্ন পরিমাণে রাখা উচিত।	নির্মাণের সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ঠিকাদার
	যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বর্জ্য তেল ও লুব্রিক্যান্ট সংগ্রহ করে পুনর্ব্যবহারকারী বা নির্ধারিত নিষ্কাশন স্থানে পরিবহন করতে হবে।	নির্মাণের সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	সাইট সুপারভাইজার
	প্রকল্প এলাকায় সংরক্ষিত যে কোনো বিপজ্জনক দ্রব্য বাংলাদেশ সরকারের বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ করতে হবে।	নির্মাণের সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ঠিকাদার
জমি এবং/অথবা অন্য সম্পদের ক্ষতি	জমি এবং অন্যান্য শারীরিক সম্পদ অনৈতিকভাবে গ্রহণ / এড়াতে এড়াতে বিকল্প বিশ্লেষণ করা Car	প্রাক-নির্মাণ	ক্লায়েন্ট
	প্রতিস্থাপন মূল্যে ক্ষতিপূরণ	প্রাক নির্মাণ	ক্লায়েন্ট
জীবিকার ক্ষতি	বিকাশকারীদের সাথে পছন্দসই কর্মসংস্থান	প্রাক নির্মাণ	ক্লায়েন্ট / প্রকল্প বিকাশকারী
	দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিকল্প জীবিকা বিকল্প এবং প্রশিক্ষণ	প্রাক নির্মাণ	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	প্রকল্প বিকাশকারীদের হাতে নেওয়া কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রম বিকল্প জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করবে	প্রাক নির্মাণ	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
অ্যাক্সেসের অধিকার হারাতে হবে	সম্প্রদায় দ্বারা উপভোগ করা অ্যাক্সেস অক্ষত রয়েছে এমন বিকল্পগুলোর বিশদ বিশ্লেষণ নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প।	প্রাক-নির্মাণ	ক্লায়েন্ট
	অনিবার্য পরিস্থিতিতে বিকল্প প্রবেশপথের ব্যবস্থা করা হবে।	প্রাক-নির্মাণ	ক্লায়েন্ট
মাটি ক্ষয়; প্রাকৃতিক নিষ্কাশনের বিকল্প;	জলাশয়, প্রাকৃতিক প্রবাহ পথ থেকে ৫০০ মিটার দূরে নির্মাণের স্থাপনা বসানো হবে;	প্রকল্প এলাকার প্রস্তুতি	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	কাটা ও ভরাট কার্যক্রম কমানো, প্রকল্প এলাকা খালি করানো ও খোড়াখুড়ির কাজ কেবল নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।	প্রকল্প এলাকার প্রস্তুতি	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	মানব বসতি ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ জায়গার সাপেক্ষে সামাজিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে যে কোনো বিপত্তি সুষ্টি এড়ানো হবে।	প্রকল্প এলাকার প্রস্তুতি	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান ঢাল ও প্রাকৃতিক নিষ্কাশনের ধরণ পরিবর্তন করা উচিত নয়।	প্রকল্প এলাকার প্রস্তুতি	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার

বিষয়	নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড (ও উৎস)	সক্রিয়তার সময়	দায়িত্ব
	নির্মাণকাজ চলাকালীন বেসরকারি জমিতে গাছগুলো ফলিত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বন / উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত হিসাবে ক্ষতিপূরণ মালিককে দেওয়া হবে।	প্রকল্প এলাকার প্রস্তুতি	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	ঠিকাদার নিশ্চিত করতে হবে যে সাইট প্রস্তুতি কার্যক্রম স্থানীয় বাসিন্দাদের কার্যক্রম ব্যাহত না করে।	প্রকল্প এলাকার প্রস্তুতি	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
রিসোর্স বেসের ঘাটতির কারণে বিদ্যমান ব্যবহারকারীদের সাথে দ্বন্দ্ব।	বিদ্যমান পৃষ্ঠের জলের উত্স থেকে জল প্রত্যাহারের জন্য উপলভ্য সংস্থানসমূহ এবং স্থানীয় প্রতিনিধির সম্মতি সম্পর্কে বিশদ মূল্যায়ন নেওয়া হবে।	নির্মাণের সময়	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	ভূগর্ভস্থ জল প্রত্যাহার করা হলে, বোরওয়েল স্থাপনের আগে উপযুক্ত বিভাগ থেকে পর্যাপ্ত অনুমোদন নেওয়া দরকার।	নির্মাণের সময়	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
রাস্তা সুরক্ষা এবং ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা	ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের চলাচল নির্ধারিত রুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	প্রধান সংযোগগুলোতে যথাযথ চিহ্নগুলো প্রদর্শিত হবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	সংবেদনশীল জায়গাগুলোর কাছে যেমন যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল নির্ধারিত যানবাহনের যাতায়াত রুটের পাশাপাশি চিহ্নিত।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	স্থানীয় বাসিন্দাদের আগে থেকে রাস্তার ডাইভারশন এবং ক্লোজারগুলো ভালভাবে জানাতে হবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে দ্বন্দ্ব	নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে জ্বালানি কাঠ, গরম এবং রান্নার বিকল্প ব্যবস্থা শ্রমের জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটাতে হবে	শ্রমের জন্য বেস ক্যাম্প নির্মাণ	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	উদ্ভিদ, পশুপাখির শিকার, বন্যপ্রাণী শিকার, পোচিং ও গাছ কাটাসহ উদ্ভিদ বিঘ্ন ঘটানো থেকে কর্মশক্তিকে নিষিদ্ধ করতে হবে।	শ্রমের জন্য বেস ক্যাম্প নির্মাণ	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	শ্রম শিবিরগুলোর স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা।	শ্রমের জন্য বেস ক্যাম্প নির্মাণ	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	ট্রিট ওয়াটার শ্রম পানীয়ের উদ্দেশ্যে সাইটে উপলব্ধ করা হবে।	শ্রমের জন্য বেস ক্যাম্প নির্মাণ	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	শ্রমের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা	শ্রমের জন্য বেস ক্যাম্প নির্মাণ	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ	প্রকল্পের কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত সমস্ত নির্মাণ সরঞ্জামগুলো উদ্দেশ্য জন্য উপযুক্ত এবং বৈধ পরিদর্শন শংসাপত্র এবং বীমা প্রয়োজনীয়তা বহন করবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	ঝুঁকি মূল্যায়ন সাইটে সমস্ত ধরণের কাজের ক্রিয়াকলাপের জন্য কাজ শুরুর আগে প্রস্তুত এবং যোগাযোগ করা হবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	ওয়াকওয়েগুলো সরবরাহ করুন যা পরিষ্কারভাবে ওয়াকওয়ে হিসাবে মনোনীত হয়েছে; সমস্ত ওয়াকওয়েগুলোকে নীচে পায়ে ভাল অবস্থার ব্যবস্থা করা হবে; সাইনপোস্টেড এবং পর্যাপ্ত আলো সহ	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	কোনও পিচ্ছিল অঞ্চলে সাইনপোস্ট করুন, পিচ্ছিল অঞ্চলে কর্মরত কর্মীদের জন্য একটি ভাল গ্রিপ সহ উপযুক্ত পাদুকা পরা উচিত তা নিশ্চিত করুন।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার

বিষয়	নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড (ও উৎস)	সক্রিয়তার সময়	দায়িত্ব
	নির্মাণের জায়গাগুলোর জন্য অগ্নি ঝুঁকি মূল্যায়ন করা, জ্বালানি এবং জ্বলনের উত্সগুলো সনাক্ত করা এবং আগুনের আগমন, সতর্কতা এবং আগুনের লড়াই সহ সাধারণ আগুনের সতর্কতা প্রতিষ্ঠা করুন।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	কর্মীদের সাইটে সতর্ক করতে একটি সিস্টেম সেট আপ করুন। এটি অস্থায়ী বা স্থায়ী মেইনগুলো পরিচালিত ফায়ার অ্যালার্ম হতে পারে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো সাইটের চারপাশে চিহ্নিত ফায়ার পয়েন্টগুলোতে অবস্থিত হওয়া উচিত। নির্বাচকগুলো সম্ভাব্য আগুনের প্রকৃতির পক্ষে উপযুক্ত হবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	সকল পক্ষের সাথে জরুরি প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা (ERP) প্রতিষ্ঠা ও যোগাযোগ করুন, ERP নির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জরুরি পরিস্থিতি, সাংগঠনিক ভূমিকা ও কর্তৃপক্ষ, দায়িত্ব ও দক্ষতা, জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং খালি করার পদ্ধতি, পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এই জাতীয় বিষয় বিবেচনা করার জন্য পরিকল্পনা	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অবশ্যই নিরাপদ এবং সঠিকভাবে বজায় রাখতে হবে; লাইভ সিস্টেমে কাজ করা হবে না।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	কেবলমাত্র অনুমোদিত অনুমোদিত ব্যক্তিরা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, বৈদ্যুতিক কাজের জন্য পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) অবশ্যই কার্যগুলোতে জড়িত সমস্ত কর্মীদের সরবরাহ করতে হবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	বাংলাদেশ শ্রম আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী ও প্রাথমিক চিকিত্সক সাইটে উপস্থিত থাকবেন।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	আঠালো ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিবায়োটিক মলম, অ্যান্টিসেপটিক ওয়াইপস, অ্যাসপিরিন, নন-ল্যাটেক্স গ্লাভস, কাঁচি, থার্মোমিটার ইত্যাদি সহ প্রাথমিক চিকিত্সা সাইটে সরবরাহ করা হবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	জরুরি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিক্রিয়া ঠিকাদার দ্বারা প্রস্তুত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মক-আপ ড্রিলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	সমস্ত সরঞ্জাম চাকরির জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করুন (সুরক্ষা, আকার, শক্তি, দক্ষতা, কর্মশক্তি, ব্যয়, ব্যবহারকারী গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি), সবচেয়ে কম কম্পনের সরঞ্জাম সরবরাহ করুন যা উপযুক্ত এবং কাজগুলো করতে পারে।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার
	সমস্ত সরঞ্জাম এবং অন্যান্য কাজের সরঞ্জামগুলো রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচী এবং প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসারে সার্ভিস এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করুন।	নির্মাণপূর্ব ও নির্মাণকালীন সময়, কর্মপরিচালনা পর্ব	ক্লায়েন্ট/প্রকল্প ডেভেলপার

একটি ESMP নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

১) প্রকল্পের উন্নয়নের প্রতিটি পর্যায়ে যেমন ডিজাইন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প সম্পর্কিত সমস্ত কার্যক্রম এবং প্রভাবগুলোর তালিকা

2) জড়িত নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর একটি তালিকা এবং তাদের দায়িত্ব

3) প্রতিটি স্তরের জন্য প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট প্রতিকারমূলক এবং তদারকি ব্যবস্থা

৪) কোন জমা দিতে হবে, কাকে, কখন কখন জমা দিতে হবে সে সম্পর্কিত আলোচনা সহ একটি সুস্পষ্ট প্রতিবেদনের সময়সূচী

5) EMPs বাস্তবায়নের জন্য এক-অফ খরচ এবং পুনরুক্ত ব্যয় উভয়ই ব্যয়ের অনুমান এবং তহবিলের উত্স।

ESMP প্রকল্পের নির্মাণ ও পরিচালনা পর্ব নিয়ে কাজ করবে। প্রশমিতকরণ ক্রিয়াগুলোর ব্যাপ্তি এবং সময় সময় পূর্বাভাসের প্রভাবগুলোর তাত্পর্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কিছু প্রশমন ব্যবস্থা প্রকল্পের ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং একটি প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবগুলো যেমন: নিষ্কাশন, অ্যাক্সেস রাস্তাগুলো মূলত সমাধান করতে পারে। অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো সঠিক সময়ে সম্পাদিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, পরিবেশগত পদক্ষেপ যেমন opeাল সুরক্ষা বজায় রাখা হয় এবং প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলো সম্পূর্ণ কার্যকর হয় না তখন তাত্ক্ষণিক প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাগুলোর একটি চলমান বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট ২: পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) সম্পাদনের জন্য নমুনা শর্তাবলী (টিওআর)

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) একটি সিদ্ধান্ত সমর্থন ব্যবস্থা যা কোন প্রকল্পের নকশা এবং বাস্তবায়ন পরিবেশগতভাবে উপযোগী এবং টেকসই কিনা তা নিশ্চিত করে। প্রস্তুতির পর্যায়ে, ইএসআইএ-র উদ্দেশ্য হল উপপ্রকল্পগুলো নির্বাচন এবং সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের জন্য ইনপুট সরবরাহ করা; প্রাথমিক এবং বিস্তারিত নকশার পাশাপাশি প্রকল্প প্যাকেজের সামগ্রিক বিকাশের উন্নয়নে সহায়তা করে। বাস্তবায়ন পর্বের সময়, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (প্রস্তুতির পর্যায়ে ইএসআইএর একটি অংশ হিসাবে বিকাশিত) পরিবেশ প্রশমন, বর্ধন এবং পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

ইএসআইএ-এর উদ্দেশ্যসমূহ

প্রস্তুতির পর্যায়ে, ইএসআইএ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করবে:

- প্রকল্প এবং খাতকে প্রভাবিত করতে পারে এমন উর্ধমুখী পরিবেশগত সমস্যাগুলো চিহ্নিত এবং বিশ্লেষণ করবে।
- অধ্যয়নের অঞ্চলে পরিবেশগত এবং সামাজিক ভূমিরেখা স্থাপন করবে এবং যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত, সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো (প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ/প্ররোচিত/সামগ্রিক) সনাক্ত করবে।
- প্রকল্পের প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় পরিহার, প্রশমন ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিকূল প্রভাবগুলো মোকাবিলার ব্যবস্থা সরবরাহ করবে।
- প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং নকশায় পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে একীভূত করবে; এবং
- প্রস্তাবিত পরিবেশ প্রশমন ও বর্ধনমূলক পদক্ষেপের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদনের জন্য যথাযথ পরিচালনার পরিকল্পনা তৈরি করবে।

এই টিওআর এর অধীনে গ্রহণযোগ্য ইএসআইএ অধ্যয়ন এবং প্রতিবেদনের জন্য আবশ্যিক শর্তাবলী অবশ্যই জিওবি (বাংলাদেশ সরকার) বিধিমালা এবং আইডিসিওএল নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান, কল্পিত উন্নয়নের ধরণ, প্রকল্পের কার্যকলাপের বর্ণনা সহ প্রকল্পের একটি বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করুন। একই সাথে প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা অন্তর্ভুক্ত করুন। ইতোমধ্যে অন্য কোন অধ্যয়ন (সম্পূর্ণ / চলমান বা প্রস্তাবিত) হয়ে থাকলে ক্লায়েন্ট দ্বারা সংক্ষিপ্ত তথ্য সরবরাহ করুন।

কাজের সুযোগ

ইএসআইএ-তে নিম্নলিখিত ৩টি উপাদান রয়েছে: (১) পুরো প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত স্ক্রিনিং/ সূচনা প্রতিবেদন; (২) পৃথক প্রকল্প / উপ-প্রকল্পগুলোর জন্য আবশ্যক হিসাবে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) এবং (৩) পৃথক প্রকল্প / উপ-প্রকল্পগুলোর জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিচালনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি)।

নিচের অংশে প্রতিটি পর্যায়ে কাজের সুযোগ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূচনা

পরামর্শদাতারা প্রকল্পের খুঁটিনাটি জানার জন্য সূচনাকাল ব্যবহার করবেন। পরামর্শদাতারা দেখবেন যে, প্রকল্পের অবশিষ্ট দিকগুলো, যেমনঃ প্রকৌশল ও সামাজিক বিষয়গুলো একসাথে অধ্যয়ন করা হবে, এবং এই বিষয়গুলো সফল প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবিধার্থে চূড়ান্ত প্রকল্প নকশায় একীভূত করা জরুরি। পরামর্শদাতারা এও দেখবেন যে প্রকল্পের সূচনা পর্যায়ে যথাযথ যত্ন এবং নিরলস প্রচেষ্টায় করা পরিকল্পনা ইএসআইএ প্রতিবেদনের সময় কমাতে ও মান উন্নত করতে সহায়তা করে।

প্রকল্প সূচনার সময়কালে পরামর্শদাতারা যা করবেন: (ক) প্রকল্পের যে প্রসঙ্গের মধ্যে ইএসআইএ পরিচালিত হবে সেই প্রসঙ্গ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য প্রকল্পের তথ্য অধ্যয়ন করবেন; (খ) প্রকল্প, অনুরূপ প্রকল্প এবং প্রকল্প অঞ্চলের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক তথ্যগুলোর উত্স চিহ্নিত করবেন; (গ) একটি প্রাথমিক জরিপ পরিচালনা করবেন এবং (ঘ) নির্বাচিত অংশীজনদের সাথে প্রাথমিক পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

প্রকল্প অঞ্চল পরিদর্শন এবং অংশীজনদের সাথে পরামর্শের পাশাপাশি ক্লায়েন্টের সাথে চুক্তির শর্তগুলোর পর্যালোচনা করার পরে বরাদ্দকৃত জনশক্তি, সময় এবং বাজেটের যথাযথতা বিশ্লেষণ করবেন এবং প্রকল্পে কোন বিচ্যুতি থাকলে তা বের করবেন। পরামর্শদাতা এই প্রকল্পের প্রসঙ্গে সবচেয়ে উপযুক্ত কি হবে তা নির্ধারণ করতে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক জরিপ, কৌশল, মডেল এবং সফটওয়্যার অধ্যয়ন করবেন।

কীভাবে ইএসআইএ-এর কাজ সামগ্রিক প্রকল্প প্রস্তুতি চক্রের সাথে খাপ খায়, ওভারল্যাপিং অঞ্চলগুলোকে কীভাবে যৌথভাবে উদ্দিষ্ট করা যায়; এবং ইএসআইএ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে এমন বিষয়গুলোর সময় পরিকল্পনা যথাযথভাবে করার জন্য পরামর্শদাতা প্রকৌশল এবং সামাজিক পরামর্শদাতাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এই বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণে সূচনা প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করবেন।

পরিবেশগত পরীক্ষা

পরামর্শদাতারা সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবেন। এই শ্রেণিভুক্তকরণের সময়, (১) পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে প্রকল্পের অবস্থান এবং (২) আয়তন, প্রকৃতি এবং নির্মাণের প্রযুক্তি, এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে। স্ক্রিনিংয়ের প্যারামিটারগুলো এমন হওয়া উচিত যেন তাদের সনাক্তকরণ ও পরিমাপ সহজ হয় এবং স্ক্রিনিংয়ের জন্য বিশদ অধ্যয়নের প্রয়োজন না পড়ে।

পরিবেশগত সুযোগ

পরিবেশগত স্ক্রিনিং অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরামর্শদাতারা পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নির্ধারণের জন্য কোন সুযোগটি গ্রহণ করা যায় সে পরামর্শ দেবেন। এর মধ্যে অন্যান্য পরিবেশগত ইস্যুগুলোর একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা ইএসআইএ প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত পরীক্ষার উপযুক্ত নয় (উদাহরণস্বরূপ, ক্লায়েন্টের আওতার বাইরে থাকতে পারে এমন প্ররোচিত প্রভাব), একই সাথে কেন এগুলো পরীক্ষার উপযুক্ত নয় তার বিস্তারিত কারন থাকবে। যে সুযোগটি নেয়া হবে সেটি ইএসআইএ টিওআর এ কোন বিচ্যুতি থাকলে সেগুলো সনাক্তকরণ এবং বর্ণনা করবে; প্রয়োজন হলে ইএসআইএ প্রকল্পের জন্য এই টিওআরটি সংশোধন করবে, এবং ইএসআইএ প্রক্রিয়ার বাইরে থাকা কোন বিষয়ে অধ্যয়নের প্রয়োজন হলে তা সমান্তরালভাবে পরিচালিত করার প্রস্তাব দিবে।

i. **বেসলাইন:** প্রকল্পের প্রভাব অঞ্চলের মধ্যে সমস্ত অঞ্চলজুড়ে বা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সকল পরিবেশগত সম্পদ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যকলাপের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত এবং অধ্যয়ন করতে হবে। এর মধ্যে সমস্ত সুরক্ষিত অঞ্চল (যেমন জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বন, জীবমন্ডল সংরক্ষণাগার, বন্য অঞ্চল), অরক্ষিত এবং সম্প্রদায়ভুক্ত বন ও বনভূমি, এখনো কোন স্থানীয়/আঞ্চলিক গুরুত্ব পায়নি এমন জলাভূমি, নদী, নদী এবং অন্যান্য জলপৃষ্ঠ, এবং সংবেদনশীল পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য যেমন বন্যজীবন করিডর, জীব বৈচিত্র্য হটস্পটস, নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল, তীব্র নদী ক্ষয়ের ক্ষেত্রগুলো, বন্যার বাঁধগুলো (যার মধ্যে কয়েকটি রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হয়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পরামর্শদাতারা পর্যাপ্ত আকারের মানচিত্রে এই সমস্ত তথ্য একত্রিত করবেন।

ii. **অংশীজন সনাক্তকরণ ও পরামর্শ:** প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশাকে উন্নত করতে কেবল প্রকল্পের তথ্য প্রচারের অধিবেশন না করে সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। পরামর্শকরা বিশেষজ্ঞ, এনজিও, সংশ্লিষ্ট সরকারি এজেন্সি এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে (ক) বেসলাইন তথ্য সংগ্রহ; (খ) সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা অর্জন; (গ) অংশীজনদের দৃষ্টিভঙ্গি / উদ্বেগকে মূল্যায়ন; এবং (ঘ) প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে তাদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা সুরক্ষিত করতে পরামর্শ গ্রহণ করবেন।
পরামর্শগুলো প্রথমে একটি নিয়মতান্ত্রিক অংশীজন বিশ্লেষণের মাধ্যমে করা হবে, যা এই: (ক) প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত এবং পরিবেশগত সমস্যার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা অংশীজন গ্রুপগুলো সনাক্ত করতে পারবে; (খ) বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং ইনপুট অন্তর্ভুক্ত করবে; (গ) প্রতিটি ধরণের অংশীজনদের সাথে পরামর্শের প্রকৃতি এবং সুযোগ নির্ধারণ করবে; এবং (ঘ) প্রতিটি ধরণের অংশীজন গ্রুপের সাথে যোগাযোগ এবং পরামর্শের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলো নির্ধারণ করবে। প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্প প্রস্তুতির পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য পরিচালকের শিডিউল সহ একটি নিয়মতান্ত্রিক পরামর্শ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে।

iii. **ম্যাক্রো/আঞ্চলিক স্তরের প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত সমস্যাগুলো সনাক্তকরণ:** পরামর্শদাতারা বেসলাইন তথ্য (প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় পর্যায় উভয় উত্স থেকে), প্রকল্পে প্রস্তাবিত কার্যকলাপগুলোর প্রাথমিক বোঝাপড়া এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে অংশীজনদের (এবং বিশেষজ্ঞ) পরামর্শ বিবেচনা করে মূল্যবান পরিবেশগত উপাদানগুলো (ভিইসি) নির্ধারণ করবেন, যা সাবধানে নথিভুক্ত করা প্রয়োজন।

ভিইসিগুলোর সনাক্তকরণের ভিত্তিতে, পরামর্শকগণ পূরণ করতে হবে এমন তথ্যের ফাঁকগুলো চিহ্নিত করতে প্রাথমিক সমীক্ষা সহ অতিরিক্ত বেসলাইন সমীক্ষা পরিচালনা করবেন। পরামর্শদাতারা প্রকল্পটির পরিবেশ, বিশেষত চিহ্নিত ভিইসি- তে যে প্রভাবগুলোর সৃষ্টি হতে পারে তার প্রকৃতি, আকার এবং বিস্তারের প্রাথমিক বিশ্লেষণ করবেন এবং প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ব্যবহার করে এর শ্রেণিবিন্যাস করবেন। চিহ্নিত নেতিবাচক প্রভাবগুলোর জন্য, বিকল্প নিরসন/পরিচালনার বিকল্পগুলো পরীক্ষা করবেন এবং সবচেয়ে উপযুক্ত কৌশলটির পরামর্শ দিবেন। প্রাথমিক মূল্যায়নের মধ্যে স্পষ্টভাবে দিকগুলো চিহ্নিত করা উচিত যেখানে পরামর্শদাতারা প্রকল্পের সমস্ত পর্যায়ে এবং কার্যকলাপের মাঝে অপ্রত্যক্ষ এবং ক্রমবর্ধিত প্রভাবগুলোও বিশ্লেষণ করতে পারেন। চিহ্নিত ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য, বিকল্প ও পছন্দসই বর্ধিতকরণের ব্যবস্থা প্রস্তাব করবেন।

iv. **পরিবেশগত মূল্যায়ন:** পরামর্শকগণ অংশীজনদের সাথে পরামর্শ প্রক্রিয়া থেকে প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত তথ্য এবং ফলাফলগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় প্রভাব বিশ্লেষণ করবেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ক্ষতি বা উপকারের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতারা পরিবেশের ক্ষতির অর্থনৈতিক/আর্থিক ব্যয় এবং প্রকল্পটি যে অর্থনৈতিক/আর্থিক সুবিধার কারণ হতে পারে তার একটি মোটামুটি হিসাব করবে। এক্ষেত্রে, প্রভাবগুলো বা উপকারগুলো খুব তাত্পর্যপূর্ণ না হলে, গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তদুপরি, পরিবেশগত প্রভাবগুলোর অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যয় যদি সন্তোষজনকভাবে অনুমান করা না যায়, বা উল্লেখযোগ্য অপরিবর্তনীয় পরিবেশগত ক্ষতিগুলোর ক্ষেত্রে, পরামর্শকরা এ জাতীয় ক্ষতিগুলো এড়াতে সুপারিশ করবেন।

v. **পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা:** পরামর্শকরা চিহ্নিত পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ, এবং অপারেশন পর্যায়ের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) প্রস্তুত করবেন। প্রতিটি সমস্যার জন্য, পরামর্শদাতারা প্রয়োজনীয়/দরকার অনুযায়ী বিকল্প এড়ানোর ব্যবস্থা, প্রশমন, ক্ষতিপূরণ, বর্ধন এবং/অথবা প্রশমন ব্যবস্থার একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। পরামর্শদাতারা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার জন্য ব্যয়ের একটি জোড়ালো হিসাব সরবরাহ করবেন। এই ব্যয়গুলো অন্যান্য কাজের হার বিশ্লেষণের সাথে মিল রেখে সাধারণ কাজের আইটেমগুলোর জন্য যাচাই করা হবে। পরামর্শকগণ লাইন বিভাগগুলোর সাথে পরামর্শের ব্যবস্থা করবেন এবং ইএসএমপি চূড়ান্ত করবেন।

vi. **সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন ও প্রাথমিক প্রকল্প প্রণয়নে পরিবেশগত উপকরণ:** ইএসআইএ পরামর্শকরা শ্রেণীবিন্যাস, ক্রস-বিভাগ, নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার, প্রশমন এবং বর্ধন ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কিত নকশার সুপারিশ করবেন। ইএসআইএ পরামর্শদাতারা ক্লায়েন্টের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করবেন এবং প্রকল্পের মডেলগুলো বিশ্লেষণ করে সামগ্রিক সম্ভাব্যতাগুলোর সাথে পরিচিত হবেন যাতে ইএসআইএ ইনপুটগুলো সামগ্রিক সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য হয়।

vii. **সক্ষমতা তৈরির প্রস্তুতি:** পরিবেশগত স্ক্রিনিংয়ের প্রাথমিক ফলাফল, অংশীজনদের পরামর্শ এবং পরিবেশগত সমস্যা পরিচালনার জন্য প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকদের সক্ষমতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরামর্শদাতারা ইএসএমপি এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে একটি সক্ষমতা তৈরির পরিকল্পনা (অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত কর্মী এবং সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয়তা সহ) প্রস্তুত করবেন। প্রকল্পের প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের সময় পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মচারীদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের দক্ষতাগুলো উন্নত করার কাজ একই সাথে করা হবে।

পরামর্শদাতারা প্রকল্প প্রস্তুতির সময় জুড়ে স্পনসরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করবেন এবং ইএসআইএ কার্যকালীন সময়ে প্রাপ্ত জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি স্পনসরদের কাছে স্থানান্তরিত করবেন যাতে প্রকল্প প্রয়োগের সময় সেগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায় (যদি প্রয়োজন হয়)।

viii. **প্রকৌশল, সামাজিক, পরিবেশ ও অন্যান্য অধ্যয়নের মধ্যে সমন্বয়:** পরামর্শদাতারা, প্রকল্প স্পনসর এর সহায়তায়, অন্যান্য প্রকল্প-প্রস্তুতি অধ্যয়ন, যেমন – প্রকৌশল, সামাজিক এবং/বা প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির সাথে একটি দৃঢ় সমন্বয় স্থাপন করবেন। পরামর্শদাতারা সাধারণভাবে প্রকল্পের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা এবং বিশেষত প্রকৌশল/ডিজাইন অধ্যয়নের কথা মাথায় রাখবেন এবং সে অনুযায়ী তাদের ফলাফলগুলো পরিকল্পনা করবেন। সম্ভব হলে, অংশীজনদের সাথে একই আলোচনায়, সামাজিক ও প্রকৌশল পরামর্শদাতাদের সাথে সমন্বয় করে কিছু পরামর্শ সেশন আয়োজন করার সুপারিশ করা হয়।

প্রকল্পের অধীনে কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য সবিস্তার বিবরণী এবং ইএসএমপি বিধির মধ্যে ন্যূনতম দ্বন্দ্ব রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শদাতা চুক্তির নথিগুলো, যেমন - পরিভাষাগত বিবরণ এবং হার বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করবেন।

ix. **জনসম্মুখে প্রচার:** পরামর্শদাতারা জনসম্মুখে প্রচারের জন্য একটি পরিভাষাবিহীন ইএসএ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করবেন এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের জন্য প্রকল্প স্পনসরকে সহায়তা প্রদান করবেন, যা অন্তত আর্থিক অংশীদারদের জনসম্মুখে মিলিত করবে।

x. **পরামর্শদাতার ইনপুট:** পরামর্শদাতারা যেখানে প্রয়োজন মনে করেন সেখানে রিসোর্স নিয়োগ করতে পারেন। প্রকল্পের প্রসঙ্গে প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করা হবে। পরামর্শদাতাদের প্রকল্পটির প্রস্তাব জমা দেয়ার আগে নিজ খরচে প্রকল্পটি পরিদর্শন করার জন্য উত্সাহিত করা হচ্ছে; এবং ইএসআইএ কার্যভারের জন্য সিনিয়র বিশেষজ্ঞ এবং দক্ষ সহায়তা কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যা এবং দক্ষতা প্রস্তাব করতে বলা হচ্ছে। এছাড়াও, পরামর্শদাতা যাতে সময় মতো গবেষণাটি সমাপ্ত করতে পারেন সেজন্য সহায়তা কর্মীদের পাশাপাশি ফিল্ড জরিপকারী বরাদ্দ দেবেন যারা সহায়তা কর্মীদের থেকে আলাদা। সময় নির্ধারণ করা যে কোনও ইএসআইএ সমীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা একই সাথে প্রকল্পের প্রস্তুতির সাথে জড়িত প্রকৌশল ও সামাজিক দলের কাজগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত হবে।

পরামর্শদাতারা সন্তোষজনকভাবে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম, মডেল, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং জোগান সরবরাহ করবেন। এগুলো ব্যাপকভাবে স্বীকৃত বা গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এই ইএসআইএর উদ্দেশ্যে যে কোনও নতুন মডেল বা সরঞ্জাম বা সফটওয়্যার ব্যবহারের আগে ফিল্ড-টেস্ট করা উচিত।

পরামর্শদাতার আউটপুট: পরামর্শদাতা টিওআর-এ দেয়া সময়সূচী অনুযায়ী আউটপুট সরবরাহ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পরামর্শদাতারা এই আউটপুট সময়সূচিটি মাথায় রেখে জরিপের জন্য রিসোর্সগুলো বরাদ্দ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পরিশিষ্ট ৩: সেরা অনুশীলন চেকলিস্ট

ছক*4*: ক্রিয়াকলাপ অনুযায়ী ভাল অভ্যাস উপস্থাপনা

ক্রিয়াকলাপ	প্যারামিটার	ভাল অনুশীলন চেকলিস্ট
উ: সাধারণ অবস্থা	বিজ্ঞপ্তি এবং অবজেক্ট ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা	মিডিয়াতে এবং / অথবা সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য সাইটগুলোতে (কাজের সাইট সহ) যথাযথ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণকে কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
		সমস্ত কাজ নিরাপদ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত হবে যা প্রতিবেশী বাসিন্দাদের এবং পরিবেশের উপর প্রভাব হ্রাস করতে ডিজাইন করা হয়েছে।
		সমস্ত পর্যায়ের কাজের গতিবিদ্যা ব্যবস্থাপনার সাথে একমত হয়।
		কর্ম বাস্তবায়নের সময় কর্মের প্রকৃতি, কাজের গতিশীলতা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। শারীরিক ব্যবস্থা সহ নির্মাণের সাইটে অ্যাক্সেস অক্ষম করা হবে।
	বিজ্ঞপ্তি এবং কর্মী সুরক্ষা	স্থানীয় নির্মাণ এবং পরিবেশ পরিদর্শক এবং সম্প্রদায়গুলো আগত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সমস্ত আইনি প্রয়োজনীয় অনুমতি (জমির ব্যবহার, রিসোর্স ব্যবহার এবং ডাম্পিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, স্যানিটারি ইন্সপেকশন পারমিট) নির্মাণ এবং / বা পুনর্বাসনের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে
		শ্রমিকদের পিপিই আন্তর্জাতিক ভাল অনুশীলনের সাথে মেনে চলবে (সর্বদা হার্ডহ্যাটস হিসাবে প্রয়োজনীয় মুখোশ এবং সুরক্ষা চশমা, জোতা এবং সুরক্ষা বুট)।
		সাইটগুলোর যথাযথ সাইনপোস্টিং কর্মীদের মূল নিয়মাবলী অনুসরণ করতে জানাবে।
খ। সাধারণ পুনর্বাসন এবং / অথবা নির্মাণ ক্রিয়াকলাপ	বায়ু গুণ	ধ্বংসস্তূপ ধ্বংসস্তূপটি নিয়ন্ত্রিত স্থানে রাখুন এবং জঞ্জালের ধুলো কমাতে জলের কুয়াশা দিয়ে স্প্রে করুন। চলমান জল স্প্রে করে এবং / অথবা সাইটে ধূলিকণা পর্দার ঘেরগুলো ইনস্টল করে বায়ুসংক্রান্ত ড্রিলিং / প্রাচীর ধ্বংসের সময় ধুলা দমন করুন। ধূলিকণা হ্রাস করতে পার্শ্ববর্তী পরিবেশ (ফুটপাত, রাস্তা) ধ্বংসাবশেষ মুক্ত রাখুন। সাইটে কোনও নির্মান / বর্জ্য পদার্থের উন্মুক্ত জ্বালানি থাকবে না।
		সাইটগুলোতে নির্মাণের যানবাহনগুলোর অতিরিক্ত অলসতা থাকবে না।
		জলের ধুলাবালি অঞ্চল বিশেষত গরম, শুকনো বা বাতাসের আবহাওয়ার সময়।
	কোলাহল	নির্মাণের শব্দটি অনুমতিতে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
		অপারেশন চলাকালীন ইঞ্জিনের জেনারেটর, বায়ু সংক্ষেপক এবং অন্যান্য চালিত যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত, এবং সরঞ্জামগুলো যতটা সম্ভব আবাসিক অঞ্চল থেকে দূরে স্থাপন করা উচিত।
	পানির পরিমাণ	সাইটটি ক্ষয় এবং পলল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যেমনঃ খড়ের গিরি এবং / অথবা পলি বেড়া স্থানটি সরিয়ে যেতে না পারে এবং নিকটবর্তী প্রবাহ এবং নদীতে অত্যধিক জঞ্জাল সৃষ্টি করে।

ক্রিয়াকলাপ	প্যারামিটার	ভাল অনুশীলন চেকলিস্ট
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	ধ্বংস এবং নির্মাণ কার্যক্রম থেকে প্রত্যাশিত সমস্ত বড় বর্জ্য ধরণের জন্য বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং নিষ্পত্তি সাইটগুলো চিহ্নিত করা হবে।
		খনিজ নির্মাণ এবং ধ্বংসের বর্জ্যগুলো সাধারণ বর্জ্য, জৈব, তরল এবং রাসায়নিক বর্জ্যগুলোকে সাইটে স্থানে বাছাই করে উপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করা হবে।
		নির্মাণ বর্জ্য সংগ্রহ ও লাইসেন্সড সংগ্রহকারীগণ সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করবেন।
		বর্জ্য অপসারণের রেকর্ডগুলো যথাযথ পরিচালনার জন্য প্রমাণ হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। যখনই সম্ভব হবে ঠিকাদার উপযুক্ত এবং টেকসই উপকরণগুলো পুনরায় ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার করবে
	সিভিল-নির্মাণ কাজ	ধ্বংসের সময় শ্রমিক ও অন্যান্য ব্যবহারকারীর সুরক্ষা এবং সরঞ্জামাদি সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ধ্বংস হওয়া উপাদানের নিষ্পত্তি প্রদান করুন, চিহ্নিত, বদ্ধ এবং সুরক্ষার জায়গায় এই উপকরণটি বরাদ্দ দেওয়া হয়। অপ্রয়োজনীয় পদার্থের নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ।
	বর্জ্য পরিবহন	বর্জ্য পরিবহন এমনভাবে ব্যবস্থা করা হবে যাতে পরিবেশ দূষণ বাদ দেয়। পরিবহন চলাকালীন দূষণের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়, দূষিত অঞ্চলটি পরিষ্কার করে দূষণের আগে একটি রাজ্যে নিয়ে আসা উচিত।
সি। বর্জ্য জল	পানির পরিমাণ	বিল্ডিং সাইটগুলো (ইনস্টলেশন বা পুনর্গঠন) থেকে স্যানিটারি বর্জ্য এবং বর্জ্য জল পরিচালনার পদ্ধতির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।
		জলের গ্রহণে স্রাব হওয়ার আগে, পৃথক বর্জ্য জলের সিস্টেমের দূষিত পদার্থগুলোকে জাতীয় নিকাশীর ন্যূনতম মানের মানদণ্ড পূরণের জন্য পাবলিক সিভারেজ সিস্টেমে স্রাবের জন্য চিকিত্সা করা বা অনুমোদিত করতে হবে।
D. বিষাক্ত পদার্থ	বিষাক্ত / বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	সমস্ত বিপজ্জনক বা বিষাক্ত পদার্থের স্থানে অস্থায়ীভাবে স্টোরেজ সংরক্ষণ, বৈশিষ্ট্য এবং পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যের বিশদ সহ লেবেলযুক্ত নিরাপদ পাত্রে থাকবে
		বিপজ্জনক পদার্থের পাত্রে স্পিল্জ এবং লিচিং প্রতিরোধের জন্য একটি লিক-প্রুফ প্যাকেজে রাখা উচিত
		বর্জ্যগুলো বিশেষভাবে লাইসেন্সকৃত ক্যারিয়ারগুলোর মাধ্যমে পরিবহন করা হয় এবং লাইসেন্স লাইসেন্সে সরবরাহ করা হয়
		দ্রাবক বা সীসা জাতীয় বিষাক্ত উপাদানযুক্ত পেইন্টগুলো ব্যবহার করা হবে না
	বর্জ্য জ্বালানি, তেল এবং লুব্রিক্যান্ট পরিচালনা	বর্জ্য জ্বালানি, তেল এবং লুব্রিকেন্ট সংগ্রহ করুন। বন্ধ বা আচ্ছাদিত এবং লেবেলযুক্ত বর্জ্য জ্বালানি, তেল এবং লুব্রিক্যান্টগুলোর সাময়িকভাবে সঞ্চয় সরবরাহ করুন।
		লিচিং বা বাষ্পীভবন প্রতিরোধ করুন এবং বর্জ্য জ্বালানি, তেল এবং লুব্রিকেন্টগুলোর গুণমান পরিবর্তন করুন।
E. বন এবং / অথবা সুরক্ষিত অঞ্চলগুলোকে প্রভাবিত করে	সুরক্ষা	নতুন নির্মাণের জন্য, ক্রিয়াকলাপের আশেপাশে বড় বড় গাছগুলোর জন্য, একটি বেড়া বড় গাছগুলো দিয়ে চিহ্নিত করুন এবং কর্ডোন বন্ধ করুন এবং মূল সিস্টেমটি সুরক্ষিত করুন এবং গাছগুলোর কোনও ক্ষতি এড়ান। সংলগ্ন জলাভূমি এবং স্ট্রিমগুলো সুরক্ষা দেওয়া হবে, নির্মাণ ক্ষেত্রটি চালিত থেকে, উপযুক্ত ক্ষয় এবং পলির নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্যটি খড়ের গাঁজার, পলি বেড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
		আশেপাশের অঞ্চলে কোনও লাইসেন্সবিহীন orrowণের পিট, কোয়ারী বা বর্জ্য ডাম্প থাকবে না, বিশেষত সুরক্ষিত অঞ্চলে নয়।
এফ ট্র্যাফিক এবং পথচারী নিরাপত্তা	নির্মাণের দ্বারা জনসাধারণের ট্র্যাফিক এবং পথচারীদের সরাসরি বা অপ্রত্যক্ষ বিপত্তি কার্যক্রম	জাতীয় বিধিবিধানের সাথে মেনে ঠিকাদার ঠিকাদারকে নিশ্চিত করবে যে নির্মাণের জায়গাটি যথাযথভাবে সুরক্ষিত, এবং নির্মাণ সংক্রান্ত ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রিত। এর অন্তর্ভুক্ত তবে সীমাবদ্ধ নয়: ▪ সাইনপোস্টিং, সতর্কতা সংকেত, বাধা এবং ট্র্যাফিকের বিভিন্নতা: সাইটটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে এবং জনসাধারণ সমস্ত সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে সতর্ক করেছে। ▪ ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ, বিশেষত সাইট অ্যাক্সেস এবং কাছাকাছি সাইট ভারী ট্র্যাফিকের জন্য। পথচারীদের যেখানে নির্মাণ ট্রাফিক হস্তক্ষেপ করে সেখানে নিরাপদ প্যাসেজ এবং ক্রসিংয়ের বিধান। ▪ স্থানীয় ট্র্যাফিক প্যাটার্নগুলোতে কাজের সময়কে সমন্বয় করা, উদাহরণস্বরূপ ভিড়ের সময় বা পশুপালনের চলাচলের সময় বড় পরিবহন কার্যক্রম এড়ানো। ▪ জনসাধারণের জন্য নিরাপদ এবং সুবিধাজনক উত্তরণের জন্য প্রয়োজনে সাইটে প্রশিক্ষিত এবং দৃশ্যমান

ক্রিয়াকলাপ	প্যারামিটার	ভাল অনুশীলন চেকলিস্ট
		কর্মীদের দ্বারা সক্রিয় ট্র্যাফিক পরিচালনা। সংস্কার কার্যক্রমের সময় অফিসের সুবিধা, দোকান এবং আবাসগুলোতে নিরাপদ এবং অবিচ্ছিন্ন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, যদি ভবনগুলো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

পরিশিষ্ট ৪: জ্বালানি দক্ষতার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক চেকলিস্ট

স্পনসরদের নাম:

প্রস্তাবিত ক্ষমতা:

তারিখ:

1. শিল্পের ধরণ:		**হ্যাঁ**	**না**
2. ডিওই শ্রেণী; ইসিআর ১৯৯৭-এর উপর ভিত্তি করে:			
ক: প্রকল্পের ধরণ:			
(a)	এটি কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী এলাকায় বা তার নিকটে অবস্থিত?		
(b)	সরকার দ্বারা সুরক্ষিত বা সুরক্ষিত যে কোনও অঞ্চলের মধ্যে বা এর কাছাকাছি অবস্থিত (যেমন সুরক্ষিত গাছ, heritageতিহ্যবাহী স্থান, সুরক্ষিত অঞ্চল)?		
(c)	জল সংগ্রহের ছাদে অবস্থিত?		
(d)	এমন কোনও অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে ভবিষ্যতের ছাদ ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রকল্পের উপর প্রভাব ফেলতে পারে?		
(e)	নির্মাণ, পরিচালনা বা ক্ষয়ক্ষতির সময় শক্ত বর্জ্য উত্পাদন করে?		
(ক) থেকে (ঙ) যে কোনও প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তবে প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে হবে।			
খ: পরিবেশ-			
(f)	পানীয় জলের দূষণের ঝুঁকি?		
(g)	কোন গাছ কেটে ফেলতে হবে?		
(h)	পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল জায়গাগুলোর মধ্যে বা তার কাছাকাছি থাকুন (উদাঃ) ম্যানগ্রোভ, জলাভূমি), হুমকী প্রজাতি বা সুরক্ষিত গাছ?		
(i)	অপারেশন চলাকালীন টাটকা জল প্রয়োজন?		
(j)	নির্মাণ বা পরিচালনার সময় কোনও দূষক বা কোনও বিপজ্জনক, বিষাক্ত বা ক্ষতিকারক পদার্থ বাতাসে ছেড়ে দেবেন?		
(k)	নির্মাণ বা অপারেশন চলাকালীন কি ভূগর্ভস্থ জলের জলের কোনও তরল স্রাব থাকবে?		
(l)	ব্যবহার, স্টোরেজ, পরিবহন, পরিচালনা বা পদার্থ বা পদার্থের উত্পাদন জড়িত যা ক্ষতিকারক স্বাস্থ্য হতে পারে বা মানব স্বাস্থ্যের প্রকৃত বা অনুভূত ঝুঁকি সম্পর্কে উদ্বেগ জাগাতে পারে?		

F থেকে l যে কোনও প্রশ্নের উত্তর যদি "হ্যাঁ" হয় তবে প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে হবে।			
গ: সামাজিক-			
(m)	বিদ্যুৎ দক্ষ সরঞ্জাম স্থাপনের আগে বিল্ডিং / প্রাসঙ্গিক জায়গার জন্য কি অতিরিক্ত উন্নতির প্রয়োজন হবে?		
(n)	এই প্রকল্পটি নতুন এবং অতিরিক্ত কাজ তৈরি করবে?		
(o)	বাস্তবায়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যের প্রভাব আছে?		
(p)	এই প্রকল্পটি জীবন-জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে? (যদি উত্তর হ্যাঁ হয় এবং জীবিকাগুলো বিরূপভাবে প্রভাবিত হবে তবে দয়া করে এটি কীভাবে প্রভাবিত হবে এবং বিশদ, প্রস্থ এবং প্রভাবের তীব্রতা কীভাবে হবে তার বিশদটি সংযুক্ত করুন)		
(q)	যদি জীবিকার ক্ষতি হয়, তবে কি পর্যাপ্ত বিকল্প বা ক্ষতিপূরণ বিবেচনা করা হবে? (হ্যাঁ, বিবরণ প্রদান করুন)		
(r)	প্রতিবেশী সম্পত্তি থেকে কোন বিরোধ / অভিযোগ আছে?		
মি টু র প্রশ্নের যে কোনও প্রশ্নের উত্তর যদি "হ্যাঁ" হয় তবে প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে হবে।			

পরিশিষ্ট ৫: জ্বালানি দক্ষ সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির প্রাকৃতিক পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক পরীক্ষার ফরম্যাট

ছক.৯: ই অ্যান্ড এস সুরক্ষা বিষয়ক পরীক্ষার ফরম্যাট

ভাগ ১: প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক		
দেশ		
প্রকল্প শিরোনাম		
প্রকল্প ও কর্মকাণ্ডের পরিধি		
প্রকল্প এলাকার বিবরণ		
প্রকল্প এলাকার নাম		
প্রকল্প এলাকার অবস্থান বর্ণনা করুন		সংযুক্তি ১: প্রকল্প এলাকার মানচিত্র [] হ্যাঁ [] না
ভৌগলিক বিবরণ		
আইন		
প্রকল্প কর্মকাণ্ডের সাথে প্রাসঙ্গিক জাতীয় ও স্থানীয় আইন ও পারমিট সনাক্ত করুন। প্রতিটি আইন প্রয়োগ বা পারমিট প্রদানের দায়িত্বে থাকা প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ করুন।		
জনগণের সাথে পরামর্শ		
জনগণের সাথে পরামর্শ প্রক্রিয়া কখন / কোথায় ঘটেছিল তা সনাক্ত করুন		
প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরি		
পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির কি কোনো প্রয়োজন হবে (যেমন পরিবেশগত প্রশিক্ষণ, তদারকির সরঞ্জাম ইত্যাদি)?	[] না বা [] হ্যাঁ	

ভাগ ২: পরিবেশগত / সামাজিক পরীক্ষা				
প্রকল্প এলাকার কর্মকাণ্ডে নিম্নলিখিত সম্ভাব্য বিষয়াবলী এবং/অথবা প্রভাব অন্তর্ভুক্ত/সম্পৃক্ত থাকবে?	**সম্ভাব্য ইস্যু এবং/অথবা প্রভাব সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড ও তার নমুনা**	**অবস্থা/আশেপাশে ২ কিলোমিটারের মধ্যে প্রাপ্যতা**	**তাৎপর্য (সম্ভাব্য প্রভাবের উপর ভিত্তি করে - উচ্চ / মাঝারি / নিম্ন)**	**বিস্তারিত মন্তব্য**
	১. ভবন পুনর্বাসন • প্রকল্প এলাকা-নির্দিষ্ট যানবাহন • ধ্বংস এবং/অথবা নির্মাণ থেকে সৃষ্ট ধুলা ও শব্দের বৃদ্ধি • নির্মাণ বর্জ্য • প্রকল্প এলাকায় সুরক্ষা			
	২. নতুন নির্মাণকাজ • খননের প্রভাব ও মাটিক্ষয় • প্রকল্প এলাকা-নির্দিষ্ট যানবাহন • ধ্বংস এবং/অথবা নির্মাণ থেকে সৃষ্ট ধুলা ও শব্দের বৃদ্ধি • নির্মাণ বর্জ্য			
	৩. তরল বর্জ্য পরিশোধনের একক ব্যবস্থা • পানিতে গিয়ে তরল বর্জ্য এবং/বা নিঃসরণ পড়া			
	৫. বিপজ্জনক বা বিষাক্ত পদার্থ • বিপজ্জনক/বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার (দ্রাবক, জ্বালানি, পৃষ্ঠের আবরণ ইত্যাদি) • ধ্বংস এবং/অথবা নির্মাণ জাত বিষাক্ত এবং/অথবা বিপজ্জনক বর্জ্য অপসারণ ও নিষ্কাশন (যেমন অ্যাসবেস্টস) • যন্ত্রে ব্যবহৃত তেল ও পিচ্ছিলকারক সংরক্ষণ			
	৬. বন এবং/অথবা সুরক্ষিত অঞ্চলের উপর প্রভাব • চিহ্নিত বন, বাফার এবং/অথবা সুরক্ষিত অঞ্চল			

ভাগ ২: পরিবেশগত / সামাজিক পরীক্ষা				
	অনধিকার প্রবেশ			
	৮. যান চলাচল ও পথচারী সুরক্ষা • প্রকল্প এলাকা-নির্দিষ্ট যানবাহন • প্রকল্প এলাকা কোনো জনবহুল স্থানে অবস্থিত			
	আদিবাসী বা নাজুক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি			
	প্রকল্প এলাকায় কোনো স্থানীয় স্বার্থের সংঘাত			
	ব্যক্তিগত ভূমি অধিগ্রহণের ফলে আশ্রয় ও জীবিকার ক্ষতিসাধন			
	ঐতিহ্যগতভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর (যে অঞ্চল তাদের জীবিকার প্রাথমিক বা গুরুত্বপূর্ণ উৎস) প্রবেশাধিকার হারানো/সংকোচন			
	অনৈচ্ছিক জমি নেওয়ার ফলে আয়; জীবিকা; জীবিকার উত্স; যৌথ সম্পত্তিগত সম্পদ এবং/অথবা ব্যক্তিগত আবাসিক এবং/অথবা সম্পত্তিগত সম্পদে প্রবেশাধিকার হ্রাস পাওয়া।			
	কোনো সুনির্দিষ্ট জেন্ডার ইস্যু।			
	স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব এবং/অথবা সংহতি বিনষ্ট হওয়া			
	পরামর্শ কার্যক্রম চলাকালে অংশীজন কর্তৃক উত্থাপিত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াবলী			

পরিশিষ্ট ৬: ইএইচএস মানা বিষয়ক প্রতিবেদনের ফরম্যাটের নমুনা

ভাগ-ক: বিদ্যমান বস্ত্র উৎপাদন কারখানা

(দয়া করে প্রাসঙ্গিক ফটোগ্রাফগুলো যেখানে প্রয়োজন সেখানে সরবরাহ করুন)

ক: পরিবেশনীতি

- এই অংশে আপনার ইএইচএস নীতি উল্লেখ করুন

খ। বিদ্যমান সুবিধার বিবরণ

- এই বিভাগের অধীনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:
- উত্পাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা
- প্রক্রিয়া প্রবাহ ডায়াগ্রাম সহ দয়া করে বর্তমান বস্ত্র উত্পাদন প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
- কাঁচামালের বর্ণনা
- বর্তমান উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাঁচামালগুলোর পরিমাণ বর্ণনা করুন।

কাঁচামালসমূহের নাম	**আনুমানিক মাসিক প্রয়োজন**

- মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ
- দয়া করে সংক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ধরণের শেষ পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখ করুন।

সিমেন্টের প্রকার	**মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ (টন)**

- প্রয়োজনীয় পানি ও বিদ্যুতের মাসিক পরিমাণ অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও জলের পরিমাণ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন

ইউটিলিটিসমূহ	**পরিমাণ মাসিক খরচ**	**সরবরাহের উৎস**
বিদ্যুৎ		
পানি		

গ. পরিবেশগত দিক

- এই অংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:
- প্রক্রিয়ার বিবরণ তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিবরণ।

- বায়ু দূষণ/ধুলা নিঃসরণের সম্ভাব্য উৎস এবং সেসবের ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা হয় তার বিবরণ দিন[9]।
- শিল্পে শব্দের সম্ভাব্য উত্সগুলো কী কী এবং সেগুলো কীভাবে পরিচালিত হয়[10]?
- ভিওসি, গন্ধ এবং তাপ সম্পর্কিত কোনও সমস্যা আছে; এবং কিভাবে তারা পরিচালিত হয়?
- অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সংলগ্ন স্টেকহোল্ডার / সম্প্রদায়গুলোকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কীভাবে ট্র্যাফিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়?

D. অগ্নি ও রাসায়নিক বিপদ ব্যবস্থাপনা

- এই অংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:
- ধোঁয়া ডিটেক্টর, স্প্রিংকলার এবং অ্যালার্ম সিস্টেমের ব্যবস্থা
- জল সঞ্চয়ের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা সহ ফায়ার হাইড্র্যান্টের বিবরণ
- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলোর প্রকার, সংখ্যা এবং বিতরণ
- ফায়ার অ্যালার্ম / পিএ সিস্টেম / ইন্টারকমের ব্যবস্থা
- জরুরি সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার বিবরণ
- নিয়মিত ফায়ার ড্রিলের ব্যবস্থা আছে কিনা

ই। মেডিকেল, প্রাথমিক চিকিত্সা এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

- এই অংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:
- পেশাগত ইনজুরির ক্ষেত্রে চিকিত্সা করার সুবিধা কী
- পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা নিতে প্রশিক্ষিত ডাক্তার / নার্স রয়েছে কিনা Whether এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সারণী বিন্যাসটি ব্যবহার করা যেতে পারে:

নাম	যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সেলফোন নম্বর

- ব্যবস্থা পিপিই বর্ণনা
- পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা অধিবেশন / প্রশিক্ষণ আছে কিনা তা দয়া করে বর্ণনা করুন
- ভাল মানের হাসপাতাল / ক্লিনিকের সাথে কোনও চুক্তি আছে কিনা তা দয়া করে বর্ণনা করুন?

এফ সামাজিক দিক

- এই অংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:
- কয়জন শ্রমিক ও কর্মকর্তা কাজ করছেন এবং পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা কত?
- কোনও নির্ধারিত শ্রম নীতি আছে কিনা
- অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা
- শিশুশ্রম নিয়ে কোনও সমস্যা আছে কিনা এবং কীভাবে তা সমাধান করা হবে Whether

[9] শিল্পের ধরণের ভিত্তিতে, সমাপ্তি প্রক্রিয়া (উদাহরণস্বরূপ লেপ এবং রঞ্জন ক্রিয়াকলাপ) সহ উল্লেখযোগ্য বায়ু দূষণকারীগুলোর প্রজন্ম হতে পারে। বস্ত্র শিল্পগুলোতে বায়ু নিঃসরণের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উত্সগুলোর মধ্যে রয়েছে শুকনো, মুদ্রণ, ফ্যাব্রিক প্রস্তুতি এবং বর্জ্য জল চিকিত্সার অবশিষ্টাংশ।

[10] এই তালিকায় ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট, ইটিপি, বয়লার এবং আরও কিছু হতে পারে।

মহিলা কর্মী / আধিকারিকদের বিষয়ে আপনার নীতি এবং সুবিধা বর্ণনা করুন

জি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

- এই অংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:
- পরিবেশ ও সামাজিক সমস্যাগুলো যত্ন নেওয়ার জন্য কি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা রয়েছেন?
- দয়া করে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণের বর্ণনা দিন
- পরিবেশ ও সামাজিক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় কীভাবে শীর্ষ পরিচালনার কাছে জানানো হয়
- অভিযোগের যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা কী?

ভাগ-খ: প্রকল্পের কাজ যেখানে নির্মাণের কার্যক্রম চলছে

(দয়া করে প্রাসঙ্গিক ফটোগ্রাফগুলো যেখানে প্রয়োজন সেখানে সরবরাহ করুন)

ক. কিছু কর্মীর অংশগ্রহণে প্রধান কর্মকাণ্ড

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডের তালিকা
- প্রতিটি কর্মকাণ্ড অংশ নেওয়া কর্মীর সংখ্যা

খ. আবাসন বন্দোবস্ত

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- প্রকল্প প্রাঙ্গলে কতজন কর্মী/কর্মকর্তা বাস করেন
- প্রকল্পের সীমানার বাইরে কতজন কর্মী বাস করেন
- প্রকল্পের সীমানায় বসবাসকারী কর্মীদের আবাসন সুবিধা কী?

গ. বায়ু দূষণ রোধ

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- প্রকল্প এলাকায় বায়ু দূষণের সম্ভাব্য উৎসগুলোর বিবরণ দিন
- বায়ু দূষণ প্রশমনের জন্য নেওয়া বিভিন্ন ব্যবস্থার বিবরণ দিন

ঘ. শব্দ দূষণ রোধ

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- প্রকল্প এলাকায় শব্দ দূষণের সম্ভাব্য উৎসগুলোর বিবরণ দিন
- শব্দ দূষণ প্রশমনের জন্য নেওয়া বিভিন্ন ব্যবস্থার বিবরণ দিন

ঙ. সড়কে যানজটের ব্যবস্থাপনা

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:

- প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ করে এমন যানবাহনের গড় সংখ্যা ও ধরণের বিবরণ দিন
- যানবাহনের কারণে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ঝুঁকি রোধ করতে নেওয়া বিভিন্ন ব্যবস্থার বিবরণ দিন
- শ্রমিক ও আধিকারিকদের প্রাথমিক সড়ক সুরক্ষা বিধি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে সচেতন করার কোনও উদ্যোগ আছে কিনা তা দয়া করে বর্ণনা করুন

চ. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- টয়লেট এবং ইউরিনালের সংখ্যা উল্লেখ করে দয়া করে প্রকল্পের সাইটে স্যানিটেশন সুবিধা বর্ণনা করুন।
- এই টয়লেট এবং ইউরিনালের পরিষ্কার / নিষ্পত্তি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করুন

ছ. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- বর্জ্য সম্ভাব্য উত্স উল্লেখ করুন।
- বিভিন্ন ধরণের বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা বর্ণনা করুন

জ. অগ্নি নির্বাপন

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- প্রকল্পের সাইটে আগুনের ঝুঁকি এবং আগুনের ঝুঁকির সম্ভাব্য উত্সগুলো দয়া করে বর্ণনা করুন।
- প্রকল্পের সাইটে দমকল কর্মের বর্ণনাটি দয়া করে বর্ণনা করুন
- আপনি কি প্রকল্পের জায়গায় কোনও ফায়ার ড্রিল পরিচালনা করেছেন?

ঝ. চিকিৎসা ব্যবস্থা

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- স্বাস্থ্যঝুঁকির ক্ষেত্রে দয়া করে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রমের উল্লেখ করুন
- প্রকল্প সাইটে প্রাথমিক চিকিত্সা / চিকিত্সা সুবিধা বর্ণনা করুন
- গুরুতর জখমের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা আছে?

ঞ. অভিযোগের প্রতিকার প্রক্রিয়া

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের অভিযোগ জানাতে কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা তা দয়া করে বর্ণনা করুন।
- অভিযোগের সমাধানের প্রক্রিয়াটি উল্লেখ করুন
- লগ বুক, লগ বাক্সের মতো অভিযোগের থাকার ব্যবস্থাটি বর্ণনা করুন

ট. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের (পিপিই) প্রয়োগ

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- কর্মীদের স্থায়ী কর্মীদের পিপিই নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আপনি যে প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করেন দয়া করে তা বর্ণনা করুন।
- অস্থায়ী কর্মীদের ক্ষেত্রে আপনি যে পিপিই ব্যবস্থা অনুসরণ করেন তা বর্ণনা করুন
- EPC ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে আপনি যে পিপিই ব্যবস্থা অনুসরণ করেন তা বর্ণনা করুন
- বিদেশী বিশেষজ্ঞ / কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে আপনি যে প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করেন দয়া করে তা বর্ণনা করুন describe

ঠ. ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত ও বিমা

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- আহত স্থায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বর্ণনা করুন।
- আপনি যদি ইপিসি ঠিকাদারদের অস্থায়ী কর্মী বা শ্রমিকদের গুরুতর আহত হন তবে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন কিনা তা দয়া করে বর্ণনা করুন।
- যদি কোনও শ্রমিক দুর্ঘটনাক্রমে মারা যায় বা গুরুতর আহত হয় তবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাটি বর্ণনা করুন (দয়া করে স্থায়ী শ্রমিক, অস্থায়ী কর্মী এবং বিদেশী শ্রমিকদের কভার করুন)

ড. জেন্ডার ও শিশুশ্রম

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- প্রকল্পে মহিলা বা শিশুদের স্থাপন করা হয়েছে কিনা তা দয়া করে উল্লেখ করুন এবং তাদের বাগদানের ধরণ উল্লেখ করুন
- আপনি সকল শ্রমিকের জন্য অভিন্ন বেতন এবং বেনিফিট প্যাকেজ অনুসরণ করেন বা কোনও নির্দিষ্ট গ্রুপের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

ঢ. প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- প্রকল্পের সাইটে EHS ইস্যু যত্ন নেওয়ার জন্য কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছে কিনা তা তার যোগ্যতা এবং কাজের দায়িত্ব সহ দয়া করে বর্ণনা করুন।
- আপনি প্রকল্পের সাইটটি EHS রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে নথি / নির্দেশিকা বা মান অনুসরণ করেন তা দয়া করে উল্লেখ করুন।

ণ. ঘটনার তদন্ত

- এই অংশের আওতায় দয়া করে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করুন:
- প্রকল্পের সাইটে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা দুর্ঘটনার কোনও ঘটনা ঘটেছে কিনা তা দয়া করে বর্ণনা করুন।
- যদি ঘটে থাকে তবে আপনি কীভাবে এটি পরিচালনা করেছেন? চিকিত্সা, ছুটি এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণের আলোকে দয়া করে বর্ণনা করুন

পরিশিষ্ট ৭: আবশ্যকীয় আইনি দলিলপত্রের তালিকা

1. পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র
2. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য হলে)
3. বয়লার বিভাগ থেকে ছাড়পত্র (প্রযোজ্য)
4. বিপজ্জনক রাসায়নিক ব্যবহারের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য)
5. কারখানা পরিদর্শন বিভাগ থেকে ছাড়পত্র (প্রযোজ্য)
6. বিপজ্জনক রাসায়নিক ব্যবহারের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য)
7. কোম্পানির স্কেল এবং ধরণের ভিত্তিতে অন্য যে কোনও ছাড়পত্র প্রয়োজন
8. সম্পর্কিত শিল্পটি আইএসও 14001, আইএসও 9001, ওহসাস 18001, এসএ 80001 এবং এর মতো আন্তর্জাতিক সম্মতিতে স্বীকৃত কিনা।
9. বড় অনুসন্ধানে এবং কতক্ষণ তাদের সম্বোধন / কার্যকর করা হয়েছে তার সাথে সম্মতিতে নিরীক্ষণ অ্যাসিডর / ALLANCE এর স্থিতি।

পরিশিষ্ট ৮: রেফারেন্স তালিকা

- IDCOL Environmental and Social Management System (ESMS), July 2018
- IDCOL Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF), Policy and Procedures, August 2011
- IDCOL Environmental and Social Management Framework for project "Bangladesh: Rural Electrification and Renewable Energy Development Project Ii (RERED II)", April 2014
- Green Climate Fund GCF/B.19/06, "Environmental and social management system: environmental and social policy"
- Environmental and Social Management Framework for project "Eastern Caribbean Partial Credit Guarantee Corporation OECS MSME Guarantee Facility" (P157715), February 2018
- Draft Environmental and Social Management Framework - Solar PV Park in India, December 2015
- Environmental and Social Management Framework, BOAD Climate Finance Facility to Scale Up Solar Energy Investments in Francophone West Africa LDCs, October 2016
- Environmental and Social Management Framework (ESMF), Montenegro Energy Efficiency Project – MEEP 2, March 2018
- Environmental and Social Management Framework (ESMF), Nigeria Solar IPP Support Program, January 2019
- Environmental and Social Management Framework (ESMF), LAO PDR - Small and Medium Enterprise Access to Finance Project (P131201), March 2014
- Environmental and Social Management Framework, Accelerating the Transformational Shift to a Low Carbon Economy in the Republic of Mauritius (UNDP, GCF), October 2016
- Environmental and Social Management Framework, Vietnam Scaling Up Energy Efficiency (MoIT), May 2018
- IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines, General EHS Guidelines: Environmental - Air Emissions and Ambient Air Quality
- Environmental and Social Management Framework, Enhancing adaptive capacities of coastal communities, especially women, to cope with climate change induced salinity in Bangladesh (UNDP, GCF), September 2017
- Environmental and Social Management Framework, Responding to the increasing risk of drought: building gender-responsive resilience of the most vulnerable communities in Ethiopia (UNDP, GCF)
- Environmental and Social Management Framework, FinBrazeec Project - Financial Instruments for Brazil Energy Efficient Cities (Caixa Econômica Federal, World Bank)

পরিশিষ্ট ৮: প্রকল্পের ইএসএমএস পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে সকল উপাদান প্রস্তাবক কর্তৃক তৈরি করতে হবে

যেহেতু প্রকল্পটি একটি এফআই অপারেশন, তাই প্রস্তাবককে আইডিসিওএলের বিদ্যমান পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিচালনা ব্যবস্থা এবং পরিচালিত নিরীক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিচালনা ব্যবস্থা (ইএসএমএস) তৈরি করতে হবে।

এই প্রোগ্রামের ইএসএমএস বিদ্যমান আইডিসিওএল সিস্টেমটি বর্ণনা করবে, জিসিএফ এর ইএসএস মানদণ্ডগুলোর মধ্যে শূন্যস্থানগুলো সনাক্ত করবে ও পূরণ করবে এবং নিরীক্ষণে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করবে। এতে কম্পোনেন্ট ১ এবং কম্পোনেন্ট ৩ এর জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা গ্রহণ করার জন্য পর্যাপ্ত বিবরণ দেয়া উচিত। তাছাড়া, ইএসএমএস এর যথাযথ প্রচেষ্টা প্রক্রিয়াতে একটি মাঠপর্যায়ের অভিযোগ নিরসন মেকানিজম (জিআরএম) এবং মাঠপর্যায়ের অংশীজন নিয়োগ পরিকল্পনা (এসইপি) সংযুক্ত থাকা উচিৎ।

একটি কার্যনির্বাহী সংক্ষিপ্তসার থাকা প্রয়োজন যার মধ্যে প্রযোজ্য নাগরিকের সংক্ষিপ্ত তথ্য, এই (AE) এবং জিসিএফ নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা, প্রকল্প কার্যক্রম এবং তাদের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব এবং পরিচালনা ব্যবস্থাসমূহের সাথে সাথে এই প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং কাঠামো সম্পর্কিত সংক্ষিপ্তসার অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এতে একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রতিবেদন করার পাশাপাশি জনসাধারণের পরামর্শ নেওয়ার ফলাফল এবং অভিযোগ প্রতিকারের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ক. ঝুঁকি মূল্যায়ন

(a) স্বতন্ত্র প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়নের ঝুঁকি। বিদ্যমান কারখানাগুলোর কিছু মেরামত/পুনঃনির্মাণ বা সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে কিছু নাগরিক কাজ এবং শিল্প নির্মাণের প্রয়োজন হতে পারে এবং যার ফলে কাজ চলাকালীন সময়ে বেশি বর্জ্য উত্পাদন হতে পারে। তবে, এই উদ্যোগগুলো মেরামত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে এবং তাই এটি সরকারের ইআইএ প্রয়োজনীয়তার অধীন হতে পারে না। বাংলাদেশের বর্তমান ইআইএ সিস্টেমটি এই কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত প্রকল্পগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থায়ন করবে কি না সেটা এই ইএসএমএসে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে।

(b) শ্রমিক ও কাজের পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প, বিশেষত পোশাক খাতের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার (যেমন বৈধ সর্বনিম্ন মজুরির চেয়ে কম মজুরি এবং দীর্ঘ কর্মঘন্টা); কাজের দায়িত্ব, পদোন্নতি এবং মজুরির ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য; অপ্রাপ্তবয়স্কদের কর্মসংস্থান; অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সহ অনিরাপদ, অস্বাস্থ্যকর এবং উপচে পড়া ভিড়ের জায়গা; এবং দুর্বল থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যা থাকবে।

(c) পানি দূষণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি। বস্ত্র কারখানাগুলো প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পানি উত্পাদন করে যা সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। বস্ত্র কারখানার বর্জ্য পানিতে ফর্মালডিহাইড, থ্যালেট, অর্গানোক্লোরিনস, সীসা এবং এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

(d) রিসোর্সের কার্যকারিতা - বস্ত্র কারখানাগুলো প্রচুর পরিমাণে পানি ব্যবহার করে বলে জানা যায়। বস্ত্র প্রক্রিয়াজাত কাজে পানি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পানি থেকে তুলে কাপড়ের স্তরগুলোতে রঙ, বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং শেষে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থগুলো প্রয়োগ করা হয় যখন বেশিরভাগ কাপড় তৈরির ধাপে পানির ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। ইএসএমএস মাঠপর্যায়ে সম্ভাব্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা সনাক্ত ও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যা কারখানাগুলোকে পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উত্সাহিত করতে পারে। এছাড়াও কারখানাগুলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তাপ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে। যদিও প্রোগ্রামটির নিজস্ব উদ্দেশ্য সাশ্রয়ী জ্বালানি প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য সহায়তা করা, তবুও ইএসএমএস-টি কার্যকর জ্বালানির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত নীতিমালা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে বাড়তি কিছু তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

(e) সরবরাহকারীদের কাছ থেকে পরিচিত ঝুঁকি - বস্ত্র কারখানা বা পোশাক কারখানার কাজকর্মের জন্য নির্মাণ সামগ্রী এবং কাঁচামাল এর সরবরাহকারীরা প্রশ্নবিদ্ধ শ্রম ও পরিবেশগত মান বজায় না রেখে সেগুলো উত্পাদন করতে পারে। প্রোগ্রাম থেকে অর্থপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সরবরাহকারীদের সামগ্রী নির্দিষ্ট মানদণ্ডের সাথে মেলে এমন প্রমাণ বা সনদ দেখাতে হবে।

(f) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাগুলো থেকে ঝুঁকি - প্রোগ্রাম থেকে অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ কারখানাগুলোর অপারেশন বা নির্মাণ কার্যক্রমগুলোতে মীমাংসিত বা অমীমাংসিত পরিবেশগত ও সামাজিক সম্মতি সংক্রান্ত সমস্যা থাকতে পারে। সুতরাং, যথাযথ প্রচেষ্টায় কেবল নতুন সম্প্রসারণ বা অর্থায়নে পরিচালিত কার্যকলাপগুলোকেই নয় বরং কারখানার বিদ্যমান কার্যকলাপগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বিদ্যমান কাজের একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক সম্মতি নিরীক্ষণ এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রস্তুতের প্রয়োজন হতে পারে।

খ. পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যু পরীক্ষা

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উপ-প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলো সনাক্তকরণ এবং স্ক্রিনিংয়ের জন্য ইএসএমএসকে আরও বিশদ পদ্ধতি সরবরাহ করা প্রয়োজন (প্রাসঙ্গিক এ.ই. এবং জিসিএফ ইএন্ডএস সুরক্ষার মানগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমবর্ধিত, অপ্রত্যক্ষ এবং প্ররোচিত প্রভাবগুলোর সনাক্তকরণ এবং স্ক্রিনিং চেকলিস্ট)। স্ক্রিনিংয়ের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো রয়েছে: (১) উপ-প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলোর জন্য স্ক্রিনিং; (২) প্রযোজ্য ইএন্ডএস মাননন্ড/আইএফসি পিএস গুলো সনাক্তকরন; (৩) উপ-প্রকল্পের ইএন্ডএস বিভাগ নির্ধারণ; এবং, (৪) প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য প্রস্তুত করা নির্দিষ্ট কাজ/গুলো নির্ধারণ। কম্পোনেন্ট ১ এর এই (AE) পদ্ধতিটি ইই (EE) পদ্ধতি হিসাবে পিএফআই এর সাথে জড়িত কম্পোনেন্ট ৩ এর প্রক্রিয়া থেকে আলাদাভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন হতে পারে। কম্পোনেন্ট ১ (বস্ত্র সংস্থাগুলোতে সরাসরি অর্থায়ন) এবং কম্পোনেন্ট ৩ (অন্যান্য এফআই এর মাধ্যমে গার্মেন্টস সংস্থাগুলোকে অর্থায়ন) এর প্রস্তাবগুলোর জন্য জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা প্রক্রিয়া আলাদা হবে। এর মধ্যে প্রাথমিক স্ক্রিনিং এবং তাদের ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে আর্থিক লেনদেনের (ঋণ) শ্রেণিবদ্ধকরণ, সুরক্ষার নথিগুলোর পর্যালোচনা, সাইট পরিদর্শন, ক্লায়েন্টের ইএস কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ এবং ডকুমেন্টেশন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

গ. সুরক্ষা সনাক্তকরণ

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় চিহ্নিত করা হবে এমন এলাকাভিত্তিক উপ-প্রকল্পগুলোর জন্য উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো ইএসএমএস এর মধ্যে বর্ণনা করতে হবে। এই বিভাগটি ব্যবস্থাপনা উপকরণের ধরণ (উদাহরণস্বরূপ, পুর্ণাঙ্গ ইএসআইএ, আদিবাসী জনগণের জন্য পরিকল্পনা, পরিবেশগত এবং সামাজিক সম্মতি নিরীক্ষা ইত্যাদি) সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করবে এবং পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক সুরক্ষার সরঞ্জাম প্রস্তুত ও অনুমোদন করবে যাতে একটি কর্ম কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যা উপপ্রকল্পের ইএসআইএ এবং পরিবেশগত ও সামাজিক পরিচালনা পরিকল্পনাগুলোর (প্রতিরোধমূলক ও প্রশমনজনিত মাপকাঠিগুলো বের করা, এ জাতীয় মাপকাঠির জন্য নিরীক্ষণ কর্ম ও দায়িত্বগুলো পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা) বিকাশের জন্য নির্দেশনা দিবে বা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত আচরণবিধি কার্যকরকরণ; এবং জরুরি প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া সহ পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য সাধারণ স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা করবে।
- ইএসএমএসকে প্রকল্প স্তরের সুরক্ষামূলক কার্যক্রম এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের বিবরণ দিতে হবে, যদি থাকে তবে প্রত্যক্ষ ঋণ গ্রহণকারীদের (বস্ত্র খাতের ক্ষেত্রে) এবং অংশগ্রহণকারী এফআই (পোশাক খাতের ক্ষেত্রে) এর কাছ থেকে এটি নিতে হবে। বস্ত্র খাতের প্রয়োজনীয়তাগুলোর মধ্যে ইএস স্ক্রিনিং, ইএসআইএ, পরামর্শ, প্রকল্প স্তরের জিআরএম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ইএসএমএসের এই অংশটি কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তালিকাগুলো সরবরাহ করবে না, পাশাপাশি পৃথক উপ-প্রকল্পগুলোর প্রবক্তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণে সহায়তা করার জন্য নির্দেশাবলী, নির্দেশিকা, মানদণ্ড, টেমপ্লেট, ফর্ম সরবরাহ করবে। কম্পোনেন্ট ৩ এর অধীনে অংশ নেওয়া এফআইগুলো তাদের নিজস্ব ইএসএমএস তৈরি এবং গ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে।

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার বিবরণ পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কাজগুলো কে করবে সেদিকে মনোনিবেশ করে তা ব্যাখ্যা করার দরকার হতে পারে। এর মধ্যে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যালোচনা প্রয়োগ, সুরক্ষার সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর ভূমিকা ও দায়িত্বগুলোর একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটি বিভিন্ন সংবিধির বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো বর্ণনা করতে হবে যার মাধ্যমে ভাগ 3 এর তুলনায় 1 উপাদান প্রয়োগ করা হবে। ইএসএমএসকে জিআরএম এবং এসইপি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, ভূমিকা ও দায়িত্ব, কর্মীদের সক্ষমতা প্রয়োজন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পরিকল্পনা সহ ইএসএমএস বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো পরিষ্কার করতে হবে।

ঙ. অংশীদারদের পরামর্শ এবং অভিযোগের প্রতিকার

- প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সময় সাব-প্রকল্পগুলোর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য পরামর্শ এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রবৃত্তির কাঠামোটিও ESMS- কে বর্ণনা করতে হবে। এর মধ্যে উপ-প্রকল্পগুলো / উপ-ক্রিয়াকলাপগুলোর জন্য সুরক্ষার সরঞ্জামগুলোর জন্য এই এবং জিসিএফের তথ্য প্রকাশ নীতিমালা মেনে চলার পাশাপাশি জিএসএফ পরিবেশগত ও সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তাগুলো সাব-প্রকল্পগুলোর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হবে [যা সূচিত করে: বিভাগ এ / বি উপ-প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে, ইএসআইএ এবং একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) অনুমোদনের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কমপক্ষে 120/30 দিন আগে প্রকাশ করা হবে। সেফগার্ড রিপোর্টগুলো ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই উপলব্ধ (যদি প্রযোজ্য হয়)। প্রতিবেদনগুলো জিসিএফ-এ জমা দেওয়া হবে এবং এই এবং জিসিএফ উভয় ওয়েবসাইটের

পাশাপাশি জিসিএফ তথ্য প্রকাশ নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা এবং ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সুবিধাযুক্ত জায়গাগুলোতে বৈদ্যুতিন সংযোগের মাধ্যমে জিসিএফকে সরবরাহ করা হবে এবং এর তথ্য Disc.১ এর (তথ্য প্রকাশ) GCF পরিবেশগত এবং সামাজিক নীতি]।

- অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাকে কীভাবে স্টেকহোল্ডার এবং সম্ভাব্যভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায় এবং পরিবারগুলো প্রতিক্রিয়া বা অভিযোগ প্রদানের সুযোগ পাবে এবং উপ-প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াগুলো গ্রহণ করবে (এই এর বিধান সহ নিশ্চিত করার জন্য) আরও বিশদ পদ্ধতি সরবরাহ করতে হবে জিসিএফ স্বতন্ত্র নিবারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য এবং স্বীকৃত সত্তার অভিযোগ নিবারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য (যোগাযোগের বিবরণ, এগুলোর ব্যবস্থার অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং মৌলিক পদ্ধতিগুলো ইত্যাদিসহ) প্রকল্পের কার্যকর ব্যক্তি, জনগণ এবং সুবিধাভোগীদের নজরে আনা হয় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে লক্ষ্য অঞ্চল এবং জনসাধারণ তহবিলকে অবহিত করবে যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোতে এই জাতীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

চ. এমএন্ডই, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন সহায়তা

- ইএসএমএস এবং এএফ এবং পিএফআই দ্বারা প্রস্তুত ইএসএমএস এবং সাইট-নির্দিষ্ট সুরক্ষামূলক সরঞ্জামগুলোর বাস্তবায়ন নিরীক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ইএসএমএসে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম / কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে কার্যকর কার্যকর সংস্থাগুলো এবং জড়িত প্রতিষ্ঠান এবং অংশীদারদের ইএসএমএস বাস্তবায়নের জন্য, সাইট-নির্দিষ্ট সুরক্ষার সরঞ্জামাদি ও ব্যবস্থাগুলোর প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ সহ। ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমগুলো পিএফআইগুলোর কাঠামো এবং কর্মীদের পর্যালোচনা এবং নিজস্ব ইএসএমএস বাস্তবায়নের জন্য তাদের ক্ষমতার একটি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা যেতে পারে।
- ইএসএমএসে ইএসএমএস বাস্তবায়নের জন্য কীভাবে অর্থ ব্যয় করা হবে তার বিবরণও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ছ. সংযুক্তি তালিকা

- সেরা অনুশীলনসমূহ চেকলিস্টে বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে এটি কীভাবে প্রযোজ্য তা প্রযোজ্য তার বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রোগ্রামটি বন এবং সুরক্ষিত অঞ্চলগুলোকে প্রভাবিত করার জন্য কল্পনা করা হয়নি এবং এই সর্বোত্তম অনুশীলনের বিধানের প্রয়োজনও পড়তে পারে না।
- অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর জন্য চেকলিস্ট এবং স্ক্রিনিং যা প্রোগ্রামটি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে (যেমন বস্ত্র এবং গার্মেন্টস, ইত্যাদি যদি থাকে)।
- বর্জন তালিকা (ক্রিয়াকলাপের অর্থ সরবরাহ করবে না এমন ক্রিয়াকলাপগুলোর তালিকা, উদাহরণস্বরূপ বিভাগ এ উপ-প্রকল্পগুলো);
- যোগ্যতা তালিকা;
- স্টেকহোল্ডার জড়িত ফ্রেমওয়ার্ক / পরিকল্পনা